ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-342 ■ 22 September, 2025 ■ আগরতলা ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ৫ আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আজ থেকে শুরু 'জিএসটি বাচত উৎসব'

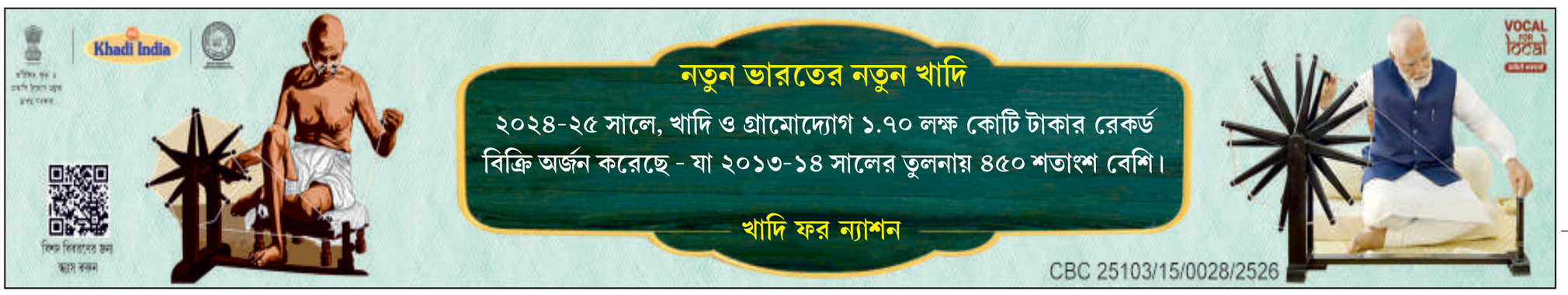

স্বদেশি পণ্যে গর্ববোধ করুন আত্মনির্ভর ভারত গড়ুন ঃ প্রধানমন্ত্রী

জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর।। নবরাত্রি উৎসবের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন। তিনি দেশবাসীকে "স্বদেশি" পণ্যের ব্যবহার বাড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, ভারতের সমৃদ্ধির মূলমন্ত্র হল আত্মনির্ভরতা এবং এই লক্ষ্য পূরণে দেশের প্রত্যেক নাগরিকের অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'একটি উন্নত ভারতের স্বপ্ন পূরণ করতে হলে আমাদের আত্মনির্ভর হওয়ার পথেই হাঁটতে হবে। আত্মনির্ভরতা শুধু সরকারের কোনো একটি প্রকল্প নয়, এটি আমাদের জাতীয় চরিত্রে পরিণত হওয়া উচিত। দেশীয় শিল্প, বিশেষ করে এমএসএমই খাত, এই আত্মনির্ভর ভারতের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ।'
তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, "আমাদের দেশের মানুষের যেসব পণ্যের প্রয়োজন হয়, সেগুলির অনেককেই আমরা নিজের দেশে তৈরি করতে পারি। সেইসব পণ্য আমদানির পরিবর্তে নিজে তৈরি করা উচিত। বিদেশি পণ্যের প্রতি অতি নির্ভরতা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে অনেক সময় আমরা না জেনেই বিদেশি পণ্য ব্যবহার করি। এখন সময় এসেছে সেই চক্র ভাঙার।"
প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "আমাদের উচিত এমন পণ্য কেনা, যেগুলি "মেড ইন ইন্ডিয়া" যাতে রয়েছে আমাদের যুবসমাজের পরিশ্রম, দক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তি। প্রতিটি বাড়িকে স্বদেশির প্রতীক করে তুলতে হবে, প্রতিটি দোকানে স্বদেশি পণ্যের প্রদর্শন করতে হবে। এভাবেই দেশের অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে, কর্মসংস্থান বাড়বে এবং আমাদের দেশের মুদ্রা দেশেই থাকবে।"
তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে আত্মনির্ভরতার তুলনা করে বলেন, "স্বাধীনতার সময় যেমন স্বদেশি আন্দোলন জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল, ঠিক তেমনি বর্তমানেও আত্মনির্ভরতার আন্দোলন দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির পথ প্রশস্ত করবে।"
প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর ভাষণের দ্বিতীয় অংশে দেশের কর ব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ঘোষণা করেন। তিনি জানান, আগামীকাল অর্থাৎ ২২ সেপ্টেম্বর, নবরাত্রির প্রথম দিন থেকে চালু হচ্ছে "জিএসটি বাচত উৎসব" যার লক্ষ্য দেশের সাধারণ মানুষের জন্য সাশ্রয়ী বাজার তৈরি করা ও বিনিয়োগের পরিবেশকে আরও অনুকূল করে তোলা।
তিনি বলেন, "এই সংস্কার শুধু কর কাঠামোর পরিবর্তন নয়, এটি একটি অর্থনৈতিক উৎসব। এর ফলে সাধারণ মানুষের মাসিক খরচ কমবে, তারা আরও বেশি জিনিস কিনতে পারবেন। একইসঙ্গে দেশের অর্থনীতিতেও বাড়বে গতি। বিনিয়োগকারীদের জন্য ভারত আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে, এবং ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

মথার হামলায় আহত বিজেপি জনজাতি মোর্চার সহ সভাপতি সহ একাধিক কর্মী

হেজামারায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। ফের শরিকদলের হামলায় গুরুতর আহত বিজেপি কর্মী। হেজামারা কমিউনিটি হলে এক অনুষ্ঠানে হামলার অভিযোগ উঠেছে তিপ্রা মথার বিরুদ্ধে। এই অনুষ্ঠানেই সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের উপস্থিত থাকার কথা ছিল। ঘটনায় রক্তাক্ত হয়েছেন জনজাতি মোর্চার ভাইস প্রেসিডেন্ট মঙ্গল দেববর্মা সহ একাধিক কর্মী। বর্তমানে তারা জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আহত হয়েছেন একজন সাংবাদিকও।
ঘটনার বিবরনে আহত মঙ্গল দেববর্মা জানিয়েছেন, আজ শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে হেজামারা কমিউনিটি হলে মহিলাদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা ছিল সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবেরও। দুপুর ১২:৩০ টা নাগাদ অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎই দুপুর প্রায় বারোটা নাগাদ তিপ্রা মথার কর্মী সমর্থকরা হেজামারা কমিউনিটি হলে আক্রমণ চালায়। তারা ধারালো অস্ত্রসহ লাঠিসোটা নিয়ে কমিউনিটি হলে উপস্থিত বিজেপি কর্মীদের ওপর আক্রমণ চালায় বলে অভিযোগ করেছেন মঙ্গল দেববর্মা।
তিনি জানান, অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কমিউনিটি হলে ঢুকে বিজেপি কর্মীদের মারধর করা হয়।। ঘটনায় মঙ্গল দেববর্মার মাথা ফেটে যায়। গুরুতর আহত হন তিনি। এছাড়াও আরও পাঁচ থেকে সাত জন বিজেপি কর্মী এই হামলায় আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। বর্তমানে মঙ্গল দেববর্মা গুরুতর আহত অবস্থায় জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
এদিকে ঘটনায় খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে গেছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। তিনি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। আহতদের দেখতে এছাড়াও হাসপাতালে যান প্রদেশ সভাপতি তথা রাজ্যসভা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়, প্রদেশ প্রভারী ডাঃ রাজদ্বীপ রায় এবং ত্রিপুরা-আসামের সংগঠন মন্ত্রী রবীন্দ্র রাজু। প্রত্যেকেই এই ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।
এদিকে এই ঘটনায় মুখ খুলেছেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনও। সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেখেন, 'যদি সহিংসতা ও ঘৃণা কোনো সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধান করতে পারত, তবে অনেক আগেই বিদ্রোহ ও দাঙ্গা আমাদের মানুষের জীবনকে সমাধান করে দিত। যারা সহিংসতায় লিপ্ত হয় তারা আসলে গুন্ডা ও অপরাধী। মনে রাখতে হবে, গুন্ডা ও অপরাধীদের কোনো রাজনৈতিক দল থাকে না, তারা কেবল নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য রাজনৈতিক পতাকা ব্যবহার করে। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

কাউকে ছাড়া হবে না ঃ রাজীব ভটাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। বিজেপি কর্মীদের উপর আক্রমণের ঘটনায় কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। হেজামারার ঘটনায় যারাই জড়িত রয়েছে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।হেজামারায় বিজেপি আক্রান্তের ঘটনা নিয়ে মুখ খুললেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।
তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা হয়েছে। যারা আক্রমণ করেছে তারা যে কোনো রাজনৈতিক দলেরই হোক না কেন রেহাই পাবে না। এর আগেও মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ঠ জানিয়ে দিয়েছিলেন এ ধরনের সংঘর্ষে যারাই জড়িত থাকবেন তাদের রাজনৈতিক পরিচয় বিচার করা হবে না। তারা যে কেউই হয়ে থাকুক ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক সংঘর্ষ নয়, কিছু মানুষের বিকৃত মানসিকতা ঃ বিপ্লব দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। হেজামারার সংঘর্ষটি কোনো রাজনৈতিক সংঘর্ষ নয়। কিছু মানুষের বিকৃত মানসিকতার জন্য এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়। তারা সুযোগের সন্ধানে থাকে, কোথায় এ ধরনের ঝামেলা সৃষ্টি করা যায়। হেজামারায় জনজাতি মোর্চা ও তিপ্রা মথার সংঘর্ষে এমনটাই বললেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।
তিনি আরো বলেন, তারা প্রত্যেকেই তিপ্রাসা, নিজেরাই যদি নিজেদের মধ্যে ঝামেলা সৃষ্টি করে তাহলে উন্নয়ন সম্ভব নয়। কিছু বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত করে রাজনৈতিক মহলে উত্তেজনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। এ ধরনের ঘটনা যারা সংঘটিত করেছে তাদের শাস্তি হওয়া উচিত। এফআইআর করা হবে, আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে বলে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

গোমতী নদীতে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ সেপ্টেম্বর।। গোমতী নদী থেকে অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হল উদয়পুর হদ্রা এলাকায়। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, মৃতদেহটি আগরতলার ইন্দ্রনগর এলাকার বাসিন্দা অঙ্কিত দাশের।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অঙ্কিত দাশ কয়েকদিন আগে উদয়পুরে পিসির বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। শনিবার তিন বন্ধুর সঙ্গে গোমতী নদীতে স্নান করতে গিয়ে তিনি তলিয়ে যান। খবর পেয়ে অগ্নিনির্বাপক দপ্তর ও এনডিআরএফের দল দীর্ঘ সময় ধরে তল্লাশি চালালেও তাঁকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। রবিবার সকালে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের নতুন পরিকাঠামো উন্নয়নের উদ্বোধনে

আজ রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী

আর মাত্র ৭ দিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। ঐতিহ্যবাহী মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে প্রসাদ প্রকল্পের অন্তর্গত নতুন পরিকাঠামো উন্নয়ন ও সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করতে সোমবার ত্রিপুরায় আসছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই সফরকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে।
উদয়পুরের ঐতিহাসিক ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে একাধিক আধুনিক সুযোগ-সুবিধা, দর্শনার্থীদের জন্য নতুন অবকাঠামো, এবং মন্দির চত্বরের সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রসাদ প্রকল্পের আওতায়। সোমবার প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হতে চলেছে।
এদিকে, প্রধানমন্ত্রীর সফর নির্বিঘ্ন করতে রাজ্য প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে। রবিবার আগরতলায় প্রধানমন্ত্রীর কনভয়ের মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। রুটমার্চ ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে গোটা উদয়পুর শহর এবং বিশেষ করে মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির সেজে উঠেছে নতুন রূপে। মন্দির প্রাঙ্গণে আলোকসজ্জা, পরিচ্ছন্নতা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় মানুষের মধ্যেও প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরে যথেষ্ট উৎসাহ ও উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে।
উল্লেখ্য, প্রসাদ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও পর্যটনকেন্দ্রিক স্থানের উন্নয়ন ও সৌন্দর্যায়ন করা হচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের এই প্রকল্প রাজ্যের পর্যটন ও ধর্মীয় গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

যানবাহন চলাচলে বিধিনিষেধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্য সফরকে কেন্দ্র করে সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক যানবাহন চলাচলের বিষয়ে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত উত্তমভক্ত চৌমুহনি থেকে পাথালিয়াঘাট পর্যন্ত (সিপাহীজলা জেলার সীমানা) রাস্তায় ট্রিপার, ইট পরিবহণকারী গাড়ি, সিমেন্ট পরিবহণকারী গাড়ি ও অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী পরিবহণকারী গাড়ি সহ সমস্ত ধরনের যান চলাচল বন্ধ থাকবে। আপৎকালীন পরিষেবার গাড়িগুলিকে বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করতে অনুরোধ করা হয়েছে। বিশালগড় ও বিশ্রামগঞ্জ এলাকার সমস্ত ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

নতুন জিএসটি সংস্করণ

উপকৃত হবেন গরীব অংশের মানুষ ঃ প্রদেশ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। নতুন করে জিএসটি সংস্করণের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানালেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর থেকে এই নতুন জিএসটি সংস্করণ লাগু হবে। শারদ উৎসব উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর তরফে এটি সবচেয়ে বড় উপহার। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই বললেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।
তিনি আরো বলেন, ২০১৭ সালের ১ লা জুলাই প্রথম জিএসটি লাগু হয়েছিল। এই নতুন সংস্করণের ফলে গরিব, শ্রমজীবী, কৃষক সহ সকল অংশের জনগণ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। কর ছাড়ের ফলে খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবহন ক্ষেত্রে এর সুফল পাবেন সাধারণ জনগণ। বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী সহ বিভিন্ন জিনিসের যেখানে ১২ শতাংশ ট্যাক্স দিতে হতো বর্তমানে সেটিকে কমিয়ে ৫ শতাংশে নিয়ে আসা হয়েছে। এছাড়াও জীবনদায়ী ওষুধের ট্যাক্স সম্পূর্ণ মুকুব করা হয়েছে।
এছাড়া এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত রাজ্যপ্রভারি ডাক্তার রাজদীপ দাস বলেন, কংগ্রেসের আমলে ট্যাক্সের চুরি হতো। বেশিরভাগ মানুষই কর দিতেন না। কেননা সেটি স্বাভাবিকের থেকে অনেকটাই বেশি ছিল। লক্ষ্য করা গেছে গোটা ভারতের জনগণের মধ্যে মাত্র ৩০ লক্ষ মানুষ সেই কর প্রদান করতেন। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

নেশার বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনের ডাক মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সরকার। নেশার বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে এগিয়ে আসতে হবে যুবদের। পূর্বতন সরকারের দীর্ঘ শাসনে ত্রিপুরাকে একটা নেশার রাজ্য করা হয়েছিল।
আজ আগরতলার উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে ভারতীয় জনতা পার্টির যুব মোর্চার উদ্যোগে আয়োজিত নমো যুব রান ম্যারাথনের ফ্ল্যাগ অফ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ

মানিক সাহা।
এই উপলক্ষে আয়োজিত কার্যক্রমে অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আজকের এই কার্যক্রম। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সেবা পক্ষকাল কার্যক্রম রাখা হয়েছে। বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এজন্য ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। জন্মদিনে মধ্যপ্রদেশ থেকে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,২২ সেপ্টেম্বর,২০২৫ ইং
৫ আশ্বিন, সোমবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সামাজিক সুরক্ষা জরুরী

সমাজে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনা দিনের পর দিন বাড়িতেছে। নারীদের সুরক্ষিত রাখিবার জন্য কঠোর আইনী ব্যবস্থা থাকিলেও সেগুলির সঠিক বাস্তবায়ন নিয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। বিচারব্যবস্থায় এসব ক্ষেত্রে অহেতুক বিলম্ব হওয়ার বিষয়টি খুবই উদ্বেগজনক। নারী নির্যাতন ও নারীঘটিত মামলা গুলির দ্রুত নিস্পত্তি হইলে দোষীরা শাস্তির আওতায় আসিতে বাধ্য। অথচ লক্ষণীয় বিষয় হইল নারী গঠিত মামলা গুলির নিস্পত্তি হইতে সময় অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি লাগিতেছে। স্বাভাবিক কারণেই সাজার হার তুলনা মূলকভাবে অনেক কম। এর একটি বিহিত হওয়া খুবই জরুরী কোন পাতিলে শুধুই চারিত্রিক ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শোনা যাইতেছে। অথচ ভারতে নারীকে দেবীরূপে পুজো করা হয়। বর্তমানে কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে পড়ুয়া তরুণীর ধর্ষণ-খুন মামলায় বিচার চেয়ে গোটা গোটা দেশ পথে নামিয়াছে। মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানি হইবে। গোটা দেশেই এখন হেন এসব নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। গত মাসেই বাংলা, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্যে লাগাতার নারী নির্যাতন, ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রতিটিতেই অভিযোগ উঠিয়াছে গাফিলতি নিয়া। সেই একই কথা বলিয়াছে এনসিআরবি-র পরিসংখ্যানও। পরিসংখ্যান বলিতেছে, ধর্ষণের অভিযোগগুলি আইনের আওতায় গেলেও তাহার নিস্পত্তিতে লাগিয়া যায় অনেক সময়। এমনকী অপরাধের জন্য কড়া শাস্তির বিধান থাকিলেও ৭০ শতাংশ অভিযুক্ত প্রমাণের অভাবে ছাড় পাইয়া যায় শাস্তির হাত থেকে। পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০২২ সালে গোটা দেশে ১,৯৮,২৮৫ টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটিলেও তাহার মধ্যে মাত্র ১৮,৫১৭ টির বিচার প্রক্রিয়া শেষ হইয়াছে বেশ কয়েক বছর পর। সাজাপ্রাপ্তের শতকরা হার ২৭.৪ নারী নির্যাতনের ঘটনায় সব রাজ্যকেই হার মানায় দিল্লির সংখ্যা, মেয়েদের বিরুদ্ধে হওয়া অপরাধে এখনও দেশের শীর্ষে অবস্থান রাজধানীর। এর পরেই রহিয়াছে হরিয়ানা, রাজস্থান, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা। যদিও এ ধরনের ঘটনার নিরিখে মেয়েরা অনেক বেশি সুরক্ষিত বা কম অত্যাচারিত নাগাল্যান্ড, মিজোরামের মতো উত্তর-পূর্ব ভারতের ছোট রাজ্যগুলিতে।এ বিষয়ে এনসিআরবি-র তথ্য বলছে, এদেশে ধর্ষণ বা নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধের সংখ্যাটা রীতিমত ভয় ধরানোর মতো। তার থেকেও বেশি উদ্বেগজনক এই ধরনের মামলাগুলিতে নিস্পত্তির হার। বেশিভাগ ক্ষেত্রেই খালি হাতেই ফিরিতে হয় অভিযোগকারিণীকে। শুনলে অবাক হতে হয়, তথ্যগুলি ২০২২ সালের এক পরিসংখ্যান অনুসারে গোটা ভারতে প্রতি দেড় হাজার মহিলার মধ্যে অন্তত একজন কোনও-না-কোনও অপরাধের শিকার। এক লক্ষ মহিলার মধ্যে প্রায় ৬৭ জনকে কোনও-না-কোনও অপরাধের শিকার হইতে হইয়াছে। নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত কঠোর আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে না পারিলে এই অপরাধ প্রবণতা দিনের পর দিন আরও বৃদ্ধি পাইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। নারী সমাজকে অপরাধ প্রবণতার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে একদিকে যেমন আইনে কঠোর পদক্ষেপ কারাকর করিতে হইবে অন্যদিকে সমাজের সচেতন মহলকে নারীদের রক্ষার জন্য আরও অগ্রণী ভূমিকা পালন করিতে হইবে। কেননা শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ করিয়া নারীদের অধিকার সুরক্ষা করা কোনদিনই সম্ভব হইবে না। এজন্য সামাজিক সুরক্ষা সবচাইতে বড় উপায় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করিতে পারিলেই সমাজে নারীদের অধিকার সুরক্ষিত হইবে এবং নারীরা ধর্ষণ নির্যাতন সহ নানা অপরাধের হাত হইতে রক্ষা পাইবে।

বাংলাদেশে ৪.০ মাত্রার ভূমিকম্পে মেঘালয় কাঁপলো, কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

শিলং, ২১ সেপ্টেম্বর : ২১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে ৪.০ মাত্রার ভূমিকম্পের দোল মেঘালয়ে অনুভূত হয়েছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় কর্মকর্তাদের তথ্য অনুযায়ী, এই ভূমিকম্পটি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে সকাল ১১:৪৯ মিনিটে (ভারতীয় সময়) আঘাত হানে।

ভূমিকম্পের তীব্রতা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

এটি ঘটে মাত্র কয়েক দিন পর, যখন ১৪ সেপ্টেম্বর উত্তর-পূর্ব ভারতের এক শক্তিশালী ৫.৯ মাত্রার ভূমিকম্প সাড়া ফেলে। ওই ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল অসমের সোনিতপুর জেলার ঢেকিয়াজুলির কাছাকাছি, যা মাত্র ১৬ কিলোমিটার দূরে ছিল। ওই প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছয়টি দেশভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার এবং চীনের কিছু অংশে কম্পন অনুভূত করেছিল।

আগের ভূমিকম্পে লক্ষ লক্ষ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন, কারণ বেশ কয়েক সেকেন্ড ধরে ভবনগুলি কেঁপে ওঠে। ঢেকিয়াজুলি, যা তার চা বাগান এবং কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যানের নিকটবর্তী অবস্থানের জন্য পরিচিত, সেই কম্পনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে উদ্ভূত হয়েছিল, যা পুরো অঞ্চলের দৈনন্দিন জীবনকে ব্যাহত করেছিল।

মেঘালয়ের কর্তৃপক্ষ রবিবারের ভূমিকম্পের পর পরিস্থিতি মনিটর করছে। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুসারে, কোনো তাৎক্ষণিক বিপদের সংকেত পাওয়া যায়নি।

জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে ধ্রুবমি স্থির করলেন ধ্রুবেন্দ্র প্রধাণ: "ইংরেজি ঠিক, তাহলে ভারতীয় ভাষা কেন নয়?"

শনিবার আইআইটি মাদ্রাসে ভাষা বিষয়ক বিতর্ক নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধ্রুবেন্দ্র প্রধান স্পষ্ট বক্তব্য দিলেন। তিনি জাতীয় শিক্ষানীতি এর ভাষা কাঠামো নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছে, তাতে কোন নির্দিষ্ট ভাষা শিক্ষার্থীদের ওপর চাপানো হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিলেন তিনি।

মন্ত্রীর বক্তব্য, "তামিলনাড়ুর মানুষ ভাষাবিদ। ইংরেজি গ্রহণ করতেও তারা প্রস্তুত। তাহলে অন্য কোনো ভারতীয় ভাষা গ্রহণ করতেও কি সমস্যা আছে?"

এনইপি অনুযায়ী ভাষা শিক্ষার কাঠামো ব্যাখ্যা করে প্রধান জানান, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীরা দুইটি ভাষা শিখবে, যার মধ্যে একটি হবে মাতৃভাষা এবং অন্যটি হবে অতিরিক্ত একটি ভাষা। ৬ থেকে ১০ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের তিনটি ভাষা শেখার বাধ্যবাধকতা থাকবে, যার মধ্যে থাকবে মাতৃভাষা এবং আরও দুইটি ভাষা। সম্প্রতি ডিএমকের সমালোচনার জবাবে প্রধান বলেন, "ডিএমকে এই ভাষা ইস্যুকে ঘিরে মানসিক অস্থিরতা তৈরি করছে।" তিনি আরও বলেন, "উত্তর প্রদেশের শিক্ষার্থীরা প্রধানত হিন্দিতে পড়াশোনা করবে, আর অতিরিক্ত ভাষা হিসেবে তারা ইংরেজি, মারাঠি, তামিল বা যেকোনো ভাষা বেছে নিতে পারে," যার মাধ্যমে এই নীতির নমনীয়তাও প্রমাণিত হয়। তিনি ভারতের ভাষাগত বৈচিত্র্যকেও তুলে ধরেন এবং বলেন, "দেশের মাত্র ১০ শতাংশ মানুষ ইংরেজি ভাষায় কথা বলে, বাকিরা নিজেদের স্থানীয় ভাষায় কথা বলেন।" এক সময়ের অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়ডুর প্রস্তাবের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রধান বলেন, "সে সময় তিনি শিক্ষার্থীদের ১০টি ভাষা শেখানোর কথা বলেছিলেন। ভাষাকে বাধা নয়, সুবিধাজনক মাধ্যম হিসেবে দেখা উচিত।" সমগ্র শিক্ষা অভিযান এর তহবিল বিতরণের বিষয়ে কেন্দ্র থেকে তহবিল মুক্তি না করার প্রসঙ্গে তিনি জানান, "মৌখিক সমঝোতা সই হওয়ার পরেই তহবিল পাঠানো হবে। এটা পারস্পরিক হতে হবে, রাজনৈতিক অগ্রাধিকার চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।" মন্ত্রী এই মন্তব্যের মাধ্যমে রাজ্যগুলোর সহযোগিতার গুরুত্ব বোঝাতে চেয়েছেন।

বিশ শতকের জার্মানির থেকে একুশ শতকের প্যালেস্টাইন বেশি পিছিয়ে নেই

শোভনলাল চক্রবর্তী

২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে লাগাতার ইজরায়েলি আক্রমণে গাড়ায় বর্তমানে যে বিপুল মাপের অসহনীয় মানবাধিকার সঙ্কট তৈরি হয়েছে-তাতে কেবল ভারত কেন, বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ দৃশ্যমান। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের নানা দেশের সাধারণ মানুষ বিশেষত ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদে মুখর। এঁরা সবাই বিপ্লবী বা বামপন্থী নন, এমনকি তাঁরা নিজেদের রাষ্ট্রের বিরোধিতা করার সুযোগ বা অভিসন্ধিও খুঁজছেন না। এমনকি কোনও রাজনৈতিক দলের সমর্থক না হয়েও তাঁরা শুধু মানবাধিকার ও মানবকল্যাণে বিশ্বাস করেই পথে নেমে এসেছেন। সম্প্রতি তেল আভিভেও রাষ্ট্রের নীতির বিরুদ্ধতায় পথে নেমেছেন শুভবোধসম্পন্ন ইজরায়েলিরা। বিলম্বে হলেও তে এই বিশ্বজোড়া প্রতিরোধ মানবিকতার বিশ্বাস। ফিরিয়ে আনে। তবে গাড়ার বাস্তব স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে, বিশ শতকের জামানির থেকে একুশ শতকের প্যালেস্টাইন বেশি পিছিয়ে নেই। জেনোসাই-ডের ঘোষিত লক্ষ্য নিয়েই এগোচ্ছে ইজরায়েল। অনাহারে সেখানকার শিশুরা প্রতি দিন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে, অথচ সে হিসাব যুদ্ধনিহতের সরকারি তালিকায় যোগ হচ্ছে না। এত দিন ত্রাণসাহায্য বন্ধ ছিল, ত্রাণবাহকরাও নিরাপদ ছিলেন না, এখন আকাশপথে ত্রাণ বিতরণ শুরু হতে বিমানের অপেক্ষায় উর্ধমুখে দুর্বল জীর্ণ মৃতপ্রায় নারীপুরুষ। একবিংশ শতকের বিশ্ব এমন পরিকল্পিত গণহত্যার দৃশ্য আর দেখেনি বললে ভুল হবে না। আরও অভাবনীয়, এই হত্যাকাণ্ড সংঘটনকারীদের সহায়ক হল পশ্চিম বিশ্বের তাবৎ উন্নত ধনী ও বলশালী দেশ। সভ্যতার এই চরম সঙ্কটে ভারতের মতো দেশের সাধারণ মানুষের পক্ষে সমাধান বা সমস্যা নিরসনের প্রয়াস করা অত্যন্ত দূরূহ। অন্তত উদ্বেগনিষিক্ত প্রতিবাদ-প্রতিরোধের অধিকারটি হরণ করা না হোক। ধন্য সেই ''গণতন্ত্র'' যেখানে প্রতিবাদ আন্দোলন করতে গেলে নিদান আসে, নাগরিক কোন বিষয়ে মাথা ঘামাতে পারেন, আর কোন বিষয়ে পারেন না। শোনা যায়, রাজনৈতিক দলগুলি কোন ঘটনাকে গুরুত্ব দিতে পারে, কোন ঘটনাকে পারে না। কিছুদিন আগে মহারাষ্ট্রে তেমনই একটি দৃষ্টান্ত স্থাপিত হল। গাড়ার মানবসৃষ্ট তীব্র সঙ্কট নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্ক্সিস্ট) প্রতিরোধ আন্দোলনে অবতীর্ণ হলে তা নিয়ে মামলা হয়, এবং তা আদালতে পৌঁছনোর পর হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ থেকে আন্দোলন-কারীদের উদ্দেশে বার্তা আসে দেশের মধ্যেকার এত সমস্যা থাকতে তাঁরা কোন কারণে খামোকা বিদেশের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। বিচারপতিরা বলেন, প্রতিবাদীদের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ, এবং তাঁরা যথেষ্ট দেশপ্রেমী নন। না বলে উপায় নেই যে এই সুতীব্র ভর্ৎসনা এক বিরাট অংশের মুক্তবুদ্ধির দেশবাসীকে অবাক করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কে কী নিয়ে ভাবতে পারেন বা পারেন না সে কথা কেউ কাউকে নির্দেশ দিতে পারেন না, তা সোজাসুজি গণতান্ত্রিক ভারতের নাগরিকের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। আর আদালতের চত্বর থেকে এই বাণী কী ভাবে ভেসে এল, তা ভাবলে বিপন্ন বোধ করতে হয়। ভারতের মতো একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ও গুরুত্বপূর্ণ গণতন্ত্রের এই হাল কিছু দিন আগেও ভাবনাতীত ছিল। অবশ্য গত এক দশকে ভারত অতি দ্রুত এমন একটি অবতলে এসে দাঁড়িয়েছে, যাতে 'ভাবনা'র অক্ষ-দ্রাঘিমাও পুরোদস্তুর পাল্টেছে। বাস্তবিক, এও লক্ষণীয় যে এমন সংবাদ আজ সর্বভারতীয় জনমানসে এসে পৌঁছনোর পর ক্ষীণ তরঙ্গ তুলেই কেমন বিস্তীর্ণ মহাকালে বিলীন হয়ে যায়। সংবাদমা-ধ্যম ও সমাজমাধ্যম জুড়ে কেবল ধ্বনিত প্রতি-ধ্বনিত হয়ে চলে নাগরিক অধিকারের সীমা দর্শানোর তর্জনীশাসন, কাকে বলে দেশপ্রেম সেই মর্মে অন্ধতা সঙ্কীর্ণতার পাখিপড়া অনুশীলন। ''যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা''। জীবনানন্দের সেই অলঙ্কা-রশাণিত পড় ক্তিই প্রত্যহ আরও বেশি করে নিরলঙ্কার সত্য হয়ে উঠেছে। ক্ষুধাকে যে কতদূর পর্যন্ত যুদ্ধে কাজে লাগানো যায়, পৃথিবী তা দেখছে বিশেষত গাজার আয়নায়। ক্ষুধার প্রয়োগক্ষেত্রটি হল দুর্ভিক্ষ, গাড়ায় সেই দুর্ভিক্ষ তৈরি করা হয়েছে অঙ্কের হিসাবে। হিসাবটি সহজ। প্যালেস্টাইনিরা যাতে গাজা ছাড়তে না পারেন, প্রথমেই তা নিশ্চিত করা।

যুদ্ধ হলেই দলে দলে মানুষ দেশ ছাড়ে, এখানে সে পথ বন্ধ। স্বদেশে থাকতে হলে খেয়ে বাঁচতে হবে, কিন্তু স্থল ও আকাশ-যুদ্ধে ''দেশ'' এরই মধ্যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত, কৃষিজমি নিশ্চিহ্ন। মাটি যখন বন্ধ্যা, তখন খাবারের সন্ধানে জলের কাছে যাওয়া যায়। তিন দিক স্থলবেষ্টিত গাজার খোলা দিকটিতে যে ভূমধ্য-সাগর, সেখানে মাছ ধরতে গিয়ে গাজাবাসী দেখছেন সেও নিষিদ্ধ, ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস সাঁতারেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, সমুদ্রের ধারেকাছে প্যালেস্টাইনিদের দেখলেই গুলিবৃষ্টি। প্রতিবেশী মিশরের মানুষ বোতলের মধ্যে শুকনো খাবার, গুঁড়ো দুধ পুরে বোতল জলে ভাসিয়ে দিচ্ছেন, যদি তা পৌঁছয় গাজার তটে করুণ ছবি ছড়িয়ে পড়েছে সংবাদমাধ্যমে। গাজাবাসীর খাবারের প্রতিটি ক্যালোরি এখন বাইরে থেকে এসে পৌঁছনোর উপর নির্ভরশীল। সেও অতিনিয়-স্থিত: রাষ্ট্রপুঞ্জ, মানবাধিকার সংগঠন ও অন্য দেশগুলি থেকে আসা খাবার ও ওষুধ গাজায় ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে নামমাত্র। ইজরায়েল জানে গাড়ার বাসিন্দাদের ক্ষুধা নিবৃত্তিতে ঠিক কতটুকু খাবার দরকার, কতটুকু হাতে দিলে মানুষগুলো খিদে আর অসুখে ভুগে কঙ্কালসার হয়ে যাবে কিন্তু বেঁচেও থাকবে, একেবারে মরে যাবে না- ক্ষুধাকেন্দ্রিক এই ''গবেষণা'' তারা করে আসছে আজ নয়, গত কয়েক দশক ধরে। যে ইজরায়েলি সংস্থাটি গাড়ায় খাদ্য পরিবহণের দায়িত্বপ্রাপ্ত, তারা হিসাব করে দেখেছে যে প্যালেস্টাইনিদের মাথাপিছু রোজ গড়ে ২২৭১ ক্যালোরি দরকার, ১.৮ কেজি খাবারের মধ্য দিয়ে যা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যুদ্ধের থাবায় তার অর্ধাংশও অমিল। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শেষ এমন ক্ষুধাবোধের তুলনা হতে পারে একমাত্র নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ইহুদি ও অন্য বন্দিদের খিদের সঙ্গে। অন্য

ইতিহাস ফিরে ফিরে আসে কি না জানা নেই, ক্ষুধার ইতিহাসধারাটি যুগ ও যুদ্ধ-নির্বিশেষে বহতা আজও। কোন বোধটি মানুষকে সবচেয়ে বেশি তাড়না করে? এ প্রশ্নের উত্তর যুগে যুগে খুঁজে ফিরেছেন নানান মানুষ- বিজ্ঞানী, দার্শনিক, লেখক, শিল্পী, সমাজকর্মী। প্রত্যেকের এষণার পরিধিটি আলাদা; উপকরণ, মাপকাঠিও। কিন্তু যে জায়গাটিতে সবাই এসে মিলেছেন কখনও না কখনও, তা হল ক্ষুধা। মানুষের খিদে পায়। উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ সব মানুষেরই। ক্ষুধাবোধই প্রকৃত সমভাবের চিহ্ন। তবে সমাজ-মনস্তাত্ত্বিকরা বলেন, বিশ্বের অনেক মানুষই ক্ষুধার বোধ কী তা বুঝতে পারেন না, কারণ চেতনে-অবচেতনে তাঁরা জানেন তাঁদের কাছে খাবার আছে, বা তা জোগাড়ের সামর্থ্য আছে। যাঁদের তা নেই, তাঁরাই জানেন ক্ষুধার বোধ, তার তাড়না। দার্শনিকেরা তাই বলেন, সভ্যতা সংস্কৃতি শিক্ষা ইত্যাদি পোশাকে নিজেকে ঢেকে রাখা মানুষ আসল মানুষ নয়, এক জন ক্ষুধার্ত মানুষই প্রকৃত মানব, ''এসেনশিয়াল হিউম্যান''। ক্ষুধার তাড়না তাকে দিয়ে সব করাতে পারে- তার সব সঞ্চয় ও বৈভব সে ছাড়তে পারে, শারীরিক-মানসিক সম্ভ্রম এতটুকু ধরে না রেখে যার কাছে খাবার মিলবে তার সামনে নতজানু, কৃতাঞ্জলি হতে পারে।

তথাকথিত সভ্য মানুষ যে দিন এই সারসত্য বুঝেছে, সে দিন থেকেই ক্ষুধাকে করে তুলেছে অস্ত্র। সত্যিকারের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে নিমেষে বিপক্ষের প্রাণ কাড়া যায়, বাকি জীবনের জন্য করে দেওয়া যায় জীবন্মৃত। কিন্তু সে বুঝেছে, ক্ষুধাও এমন এক শক্তিশালী অস্ত্র, যা প্রয়োগের ফল মেলে অনায়াসে। ইতিহাসের নানান যুদ্ধে তাই ক্ষুধা হয়ে উঠেছে ক্ষমতাধরের প্রিয় অস্ত্র। বিপক্ষের খাদ্যের রসদ ধ্বংস করে দিলে, খাবারের সরবরাহ-শৃঙ্খলটি মুছে দিলে শত্রু ক্ষুধার্ত ও নিস্তেজ হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরবে এই কৌশল। অতীতে গড়, কেল্লা, দুর্গ গড়ে শত্রু প্রতিরোধের ভাবনায় রক্ষণের পাশাপাশি তাই গুরুত্ব পেত সংরক্ষণও, শত্রু আক্রমণ করলে পরিখা ও বিরাট প্রাচীরে ঘেরা কেল্লার মধ্যেই রাজা ও প্রজা যাতে দীর্ঘকাল খেয়েপরে বাঁচতে পারেন তা নিশ্চিত করা হত। অধুনা প্রযুক্তির হাত ধরে যুদ্ধের চরিত্রটি আমূল বদলে গিয়েছে, বহুদূর থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে বা বোতাম টিপেই এখন শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়। কিন্তু যুদ্ধাস্ত্র যতই সর্বাধুনিক ও ক্ষুরধার হোক, ক্ষুধাস্ত্র নিক্ষেপের ধারাটি কিন্তু আজও অব্যাহত।

এই সময়ের দুই বৃহৎ যুদ্ধক্ষেত্র তার প্রমাণ- ইউক্রেন ও গাজা। ক্ষুধা পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হচ্ছে গাজায়। আন্তজাতিক সমালোচনার মুখে ত্রাণ প্রবেশের দরজা খুলে দিয়েছে ইজরায়েল। কিন্তু পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে না। অভিযোগ, ক্ষুধার্তদের ভিড় সামাল দিতে নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে ইজরায়েলি সেনা, তাতে অন্তত ৫৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, দাবি আন্তজাতিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার। গাজার সবকারি সংবাদমাধ্যমের দাবি, এখনও ত্রাণবাহী অন্তত ২২ হাজার ট্রাক গাজা স্ট্রিপের বাইরে সীমান্তে আটকে রয়েছে, যার মধ্যে গাজায় প্রবেশ প্রবেশ করেছে মাত্র ৩৬টি ট্রাক। ইজরায়েলি বাহিনীর গুলিতে এক দিনে ৯২ জন প্যালেস্টাইনির মৃত্যু হয়েছে। তার মধ্যে ৫৬ জন ত্রাণের জন্য ক্ষুধার্তদের ভিড়ে ছিলেন। গত মার্চ মাস থেকে গাজায় ত্রাণ আটকে রেখেছে ইজরায়েল। রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং আন্তজাতিক বিভিন্ন সংগঠনের পাঠানো খাবার, ওষুধ এবং অন্যান্য ত্রাণসামগ্রীবাহী গাড়ি সীমান্তে আটকে দেওয়া হচ্ছে। ফলে গাজায় খাদ্যের হাহাকার পড়ে গিয়েছে। গত কয়েক মাসে সেখানে দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। যদিও ইজরায়েল দুর্ভিক্ষের কথা মানতে চায়নি। গাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে রাষ্ট্রপুঞ্জ জানিয়েছে, সেখানে অচিরেই লক্ষ লক্ষ শিশু অপুষ্টি এবং অনাহারে মারা যাবে। মানবিক স্বার্থে তাই অবিলম্বে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক সমালোচনার মাঝে বিধিনিষেধ শিথিল করেছে ইজরায়েল। ধীরে ধীরে ত্রাণ প্রবেশের পথ খোলা হয়েছে। তেমনই ত্রাণবাহী কিছু গাড়ি গাজায় ঢুকছিল। সংবাদমাধ্যমে দাবি, খাবার দেখে ক্ষুধার্তেরা গাড়ির দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েন। রাস্তায় কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যায়। ফলে ত্রাণের গাড়ি নির্দিষ্ট এলাকায় পৌঁছোতে পারেনি। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে ইজরায়েলি সেনা নির্বিচারে গুলি চালায় বলে অভিযোগ। তাতেই ৫৬ জনের মৃত্যু হয়। গত পাঁচ মাস ধরে গাজায় জ্বালানির জোগান বন্ধ রাখা হয়েছে। হাসপাতাল-সহ একাধিক প্রতিষ্ঠানে জ্বালানির জন্য হাহাকার শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দু'টি জ্বালানির ট্রাক গাড়ায় ঢোকে। তাতে মোট ১০৮ টন জ্বালানি ছিল। ট্রাক দু'টি মিশর হয়ে গাজায় ঢুকেছে ইজরায়েল নিয়ন্ত্রিত কারেম আবু সালেম ক্রসিং হয়ে। রাষ্ট্রপুঞ্জের পাঠানো আরও চারটি জ্বালানিবাহী ট্রাকের গাড়ায় প্রবেশের কথা। হাসপাতাল, বেকারি এবং লঙ্গরখানা সচল রাখার জন্য এই জ্বালানি অত্যন্ত প্রয়োজন। যদিও কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, গাজায় যা চাহিদা, তা মেটাতে দিনে এখন ৬০০টি করে জ্বালানির ট্রাক প্রয়োজন। গাজায় জ্বালানি আটকানোয় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হাসপাতালগুলি। যুদ্ধদীর্ণ এলাকায় হাসপাতাল অত্যন্ত জরুরি। জ্বালানি এবং ত্রাণের অভাবে পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, গুরুতর অসুস্থ বা জখম রোগী ছাড়া বাকিদের পরিষেবাই দিতে পারছেন না চিকিৎসকেরা। ২০২৩ সাল থেকে ইজরায়েলে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। প্যালেস্টাইনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল ইজরায়েল। হামাস ইজরায়েলি পণবন্দিদের মুক্তি না দিলে গাড়ায় ত্রাণ প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। চাপের মুখে কিছু দিন আগে ইজরায়েলি সেনা জানায়, গাজার কিছু অংশে দিনে ১০ ঘন্টার যুদ্ধবিরতি পালন করা হবে এবং ত্রাণ প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হবে। বেশ কিছু এলাকাকে "নিরাপদ" হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। সেখানে প্রতি দিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত কোনও হামলা হবে না। কিন্তু তার পরেও ক্ষুধার্তদের হাহাকার জারি। এই লেখা যখন লিখছি,বা আপনারা যখন এই লেখা পড়ছেন, হ্যাঁ তখনও জারি। (সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

নোয়াখালীতে গান্ধী: সাম্প্রদায়িক হত্যাযজ্ঞের রক্তাক্ত অধ্যায়

মাসুদ হাসান খান

ভারত ভাগের এক বছর আগে নোয়াখালীতে যে হিন্দু- মুসলমান দাঙ্গা হয় তার পর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ঐ অঞ্চলে গিয়ে প্রায় মাস তিনেক সময় কাটান। এ সময় বেশিরভাগ পায়ে হেঁটে তিনি পুরো অঞ্চলটি ঘুরে বেড়ান, হিন্দু-মুসলমান সমাজের নানা অংশের সাথে কথা বলেন, এবং বিভিন্ন জনসভায় গিয়ে ভাষণ দেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একটাই: এই হানাহানি বন্ধ করে দুর্বলকে রক্ষা করা। মি. গান্ধীর ঐ সফরের এক পর্যায়ে তাঁর একটি ছাগল চুরি যায়। তিনি ছাগলের দুধ পান করতেন। ফলে, এই চুরির ঘটনার জন্য দায়ী করে নোয়াখালীবাসীকে হেয় করার প্রচেষ্টা আজকের দিনেও দেখা যায়। কিন্তু ঐ সামান্য ঘটনার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে ঐ অঞ্চলের এক রক্তাক্ত ইতিহাস।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের এক বছর আগে থেকেই অবিভক্ত বাংলা প্রদেশ ছিল অগ্নিগর্ভ। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের পারষ্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস আর ঘৃণা এমন এক অবিশ্বাস্য পর্যায়ে পৌঁছেছিল যার জেরে ১৬ই আগস্ট, ১৯৪৬ ঘটে যায় পূর্ব ভারতের ইতিহাসের কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক হত্যাযজ্ঞ - "দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস"।

দাঙ্গা শুরুর প্রথম ৭২ ঘন্টার মধ্যে প্রাণ হারান ৪,০০০ নিরীহ হিন্দু ও মুসলমান, এবং গৃহহীন হন এক লক্ষেরও বেশি মানুষ। যেভাবে শুরু হয় দাঙ্গা:- দশই অক্টোবর ছিল কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন। উত্তপ্ত সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার মধ্যে হঠাৎ করেই একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে। গুজবটি ছিল: লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ থানার করপাড়ার জমিদার রাজেন্দ্রলাল চৌধুরীর বাড়িতে ভারত সেবাশ্রম সংঘের এক সন্ন্যাসী এসে উঠেছেন। তার নাম সাধু ত্রিয়াম্বাকানন্দ। তিনি নাকি ঘোষণা করেছেন, পূজার জন্য ছাগবলির বদলে এবার তিনি মুসলমানের রক্ত দিয়ে দেবীকে প্রসন্ন করবেন।

এটা বারুদে স্ফুলিঙ্গের কাজ করে। করপাড়া থেকে সামান্য দূরে শ্যামপুর দায়রা শরীফ। গোলাম সারোয়ার হুসেইনী এই পীর বংশের উত্তর পুরুষ। গুজব পত্রপল্লবে ছড়িয়ে পড়ার পর তিনি ১০ই অক্টোবর ভোরবেলা চৌকিদারের মারফৎ রাজেন্দ্রলাল চৌধুরীর কাছে একটি চিঠি পাঠান এবং বিষয়টি নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব দেন।

কিন্তু মি. চৌধুরী এতে সাড়া না দিলে গোলাম সারোয়ার হুসেইনী সকালে শাহ্পুর বাজারে তার অনুগত ভক্ত এবং মুসলমানদের এক সমাবেশ ডাকেন।

সেখানে তিনি মুসলমানদের সেই সময়কার অবস্থান তুলে ধরেন এবং হিন্দু জমিদারকে উৎখাত করার ডাক দেন। অভিযোগ রয়েছে, ঐ সমাবেশ থেকে তিনি জমিদার ও সাধুর মুন্ডু কেটে আনার নির্দেশ দেন। এরপরই সহিংসতার আগুন ছড়িয়ে পড়ে সবখানে।

শাহ্পুর বাজারের সব হিন্দু ব্যবসায়ীদের দোকানপাট লুঠ করা হয় এবং আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়। রামগঞ্জ এবং দশঘরিয়া বাজার লুঠ হয়। নারায়ণপুরের জমিদার সুরেন বোসের কাছারি বাড়িতে হামলা হয়। পরের দিন ১১ই অক্টোবর সকাল বেলা করপাড়ার চৌধুরী বাড়িতে হামলা হয়। পরিবারটি প্রথম দিকে বন্দুক ব্যবহার করে হামলাকারীদের ঠেকিয়ে রাখলেও একসময় তাদের গুলি ফুরয়ে যায়। উত্তেজিত জনতা এসে রাজেন্দ্রলাল চৌধুরীর মাথা কেটে ফেলে। সাধু ত্রিয়াম্বাকানন্দ এর আগেই কোনক্রমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যান। রায়পুরের জমিদার চিত্তরঞ্জন রায় চৌধুরী নোয়াখালীতে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক শক্তিকে গোড়া থেকেই মেনে নিতে পারছিলেন না। এ নিয়ে তার সাথে গোলাম সারোয়ার হুসেইনীর শুরু হয় দ্বন্দ্ব।

কংগ্রেস নেতাদের কাছে চিঠি:- যেহেতু মি. রায় চৌধুরী কংগ্রেসের সাথে যুক্ত ছিলেন, তাই মি. হুসেইনী কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতা এমনকি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর কাছেও চিঠি পাঠিয়ে জমিদারের অত্যাচারের কথা জানান এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ করেন। কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে তিনি নিজেই চিত্তরঞ্জন রায় চৌধুরীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের ডাক দেন।

তার অধীন আধাসামরিক বাহিনী "মিয়ার ফৌজ" এবং এক সহযোগীর অধীন 'কাশেম ফৌজ'র সদস্যরা রায়পুরের জমিদার বাড়ি অবরোধ করে। এ নিয়ে শুরু হয় সংঘর্ষ, যার পরিণামে মি. রায় চৌধুরী তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করে নিজেও আত্মহত্যা করেন। এসব ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়লে নোয়াখালী জেলার রায়পুর, রামগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, ছাগলনাইয়া এবং পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা (বৃহত্তর কুমিল্লা) জেলার চাঁদপুর, চৌদ্দগ্রাম, হাজীগঞ্জ, ফরিদগঞ্জ এবং লাকসাম থানার বিশাল এলাকাজুড়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ধারণা করা হয়, এসময় ঐ অঞ্চলের পাঁচ হাজারেরও বেশি হিন্দু প্রাণ হারান। ইতিহাসবিদরা মূলত তিনটি কারণে নোয়াখালীর হত্যাযজ্ঞকে ভারতের অন্যান্য জায়গার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সাথে তুলনা করতে চান না। প্রথমত, এখানে দুই পক্ষের শক্তি সমান ছিল না, যেমনটি দেখা গিয়েছিল কলকাতা দাঙ্গার সময়। এখানে মূলত হিন্দু জনগোষ্ঠী হামলার শিকার হন। দ্বিতীয়ত, ঐ হত্যাযজ্ঞের সময় এবং পরে বহু হিন্দু নারীকে ধর্ষণ করা হয়। তৃতীয়ত, হাজার হাজার হিন্দু নারী-পুরুষদের জোর করে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়। যাদের জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল তাদের কাছ থেকে লিখিয়ে নেয়া হয়েছিল যে তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু যাকে কেন্দ্র করে এসব ঘটনা ঘটছিল সেই গোলাম সারোয়ার হুসেইনীর একটি রাজনৈতিক পরিচয়ও ছিল।

গদ্দিনশীন পীর ছাড়াও তিনি ছিলেন নোয়াখালী কৃষক সমিতির অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা। কৃষকের খাজনা মওকুফ, ঋণ সালিশি বোর্ড থেকে সুদখোর ব্যবসায়ীদের উৎখাত করা এবং জমিদারি বাজার বয়কট করার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি তৎকালীন নোয়াখালীর ক্ষমতাধর হিন্দু জমিদার এবং মহাজনদের চক্ষুশূল হয়েছিলেন।

১৯৩৭ সালে রামপুর ও রায়গঞ্জ নির্বাচনী এলাকার কৃষক প্রজা পার্টির টিকেটে নির্বাচন করে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ১২,০০০ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন এবং বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। অবশ্য পরে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে তিনি মুসলিম লীগ প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন। কিন্তু তার কৃষকপন্থী নীতির কারণে তিনি কখনই নোয়াখালীর "হিন্দু ভদ্রলোকদের" কাছের মানুষ হতে পারেননি। যার পরিণতিতে কংগ্রেস তার ব্যাপারে প্রথমদিকে আগ্রহী হলেও পরে আর তাকে দলে টানতে পারেনি। বলা যায়, নোয়াখালীর মুসলমান কৃষকের দলে টানার প্রচেষ্টা মূলত তিনি নস্যাৎ করে দেন এবং এককভাবে নোয়াখালীর গ্রামীণ সমাজের ক্ষমতার বিরোধকে "হিন্দু-মুসলমান ইস্যুতে" পরিণত করেন। শান্তির লক্ষ্যে পদযাত্রা:- নোয়াখালী দাঙ্গার চার সপ্তাহের মধ্যে হাজার হাজার হিন্দু ঘরবাড়ী হারিয়ে কুমিল্লা, চাঁদপুর, আগরতলা ও অন্যান্য জায়গার অস্থায়ী আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় নিতে শুরু করেন। এই পটভূমিতে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নোয়াখালীতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। গবেষকরা বলছেন, নোয়াখালীতে গিয়ে কী করতে চান কিংবা কী হবে তার কৌশল -- যাত্রার আগে, এমনকি যাত্রার সময়ও, মি. গান্ধী সে সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। তিনি শুধু এটুকু বুঝতে পেরেছিলেন যে তার সেখানে যাওয়া দরকার। পরিস্থিতির জটিলতা অনুধাবন করে তার সফরের এক পর্যায়ে তিনি তার সেক্রেটারি নির্মল কুমার বোসকে বলেছিলেন, তাকে হয়তো নোয়াখালীতে বহু বছর থাকতে হবে। মি. গান্ধী নোয়াখালীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন ৬ই নভেম্বর। পরদিন চৌমুহনীতে যোগেন্দ্র মজুমদারের বাড়িতে দুই রাত কাটিয়ে ৯ই নভেম্বর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি তার শান্তির লক্ষ্যে পদযাত্রা শুরু করেন। এর পরের দিনগুলোতে তিনি খালি পায়ে মোট ১১৬ মাইল হেঁটে প্রায় ৪৭ টি দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাম পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি নিয়মিত প্রার্থনা সভা পরিচালনা ছাড়াও স্থানীয় মুসলমানদের সাথে বৈঠক করে হিন্দুদের আস্থা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। নোয়াখালীতে এসে মি. গান্ধী গোলাম সারোয়ার হুসেইনীর সাথেও দেখা করতে চান। মি. হুসেইনী ততদিনে মি. গান্ধীর ওপর সম্পূর্ণভাবে আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই তিনি প্রথম দিকে সাক্ষাতে রাজী ছিলেন না। পরে মি. গান্ধীর আহ্বানে চাটখিলে দু'জনের মধ্যে বৈঠক হয়। বৈঠকে তিনি গান্ধীকে বলেন যে, দাঙ্গার সূত্রপাত নোয়াখালীতে নয়। কলকাতা ও বিহারে যখন দাঙ্গা থেমে যাবে তখন নোয়াখালীতেও হানাহানি বন্ধ হবে।

গান্ধীর ছাগল:- মি. গান্ধী ছাগলের দুধ পান করতেন। তাই তিনি সাথে করে একটি ছাগল এনেছিলেন।

কিন্তু চাটখিলের বৈঠকের আগে কাশেম ফৌজের লোকজন ছাগলটিকে হস্তগত করেছিল। চাটখিলে ঐ বৈঠকে সেই ছাগলের রান্না মাংস নিরামিষাশী মি. গান্ধীর সামনে পরিবেশন করা হয়। এর মাধ্যমে মি. হুসেইনী একটি বার্তা দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন বলেই জানা যায়। তবে নোয়াখালীতে হিন্দু-মুসলিমে সম্পর্কের মধ্যে যে পারষ্পরিক ঘৃণা ও অবিশ্বাসের দেয়াল তৈরি হয়েছিল মি. গান্ধীর মতো ক্ষমতাধর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও তা ভেঙে ফেলতে ব্যর্থ হন বলেই গবেষকরা বলছেন।

ইতোমধ্যে নোয়াখালীর ঘটনার জের ধরে বিহারে শুরু হয় দাঙ্গা।

এতে প্রচুর মুসলমান প্রাণ হারাতে শুরু করলে মুসলিম লীগ নেতারা তাকে বিহারে যেতে অনুরোধ করে। ভগ্নহৃদয়ে নোয়াখালী শান্তি মিশন অসমাপ্ত রেখেই মি. গান্ধী ১৯৪৭ সালের ২রা মার্চ বিহারের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

নোয়াখালী সফরের একমাস পর যখন তাকে জানানো হয় যে সেখানে তখনও সহিংসতা চলছে, তখন মি. গান্ধী পরিতাপের সাথে মন্তব্য করেছিলেন, নোয়াখালীর অবস্থা এমনই দুর্বিষহ যে হিন্দুদের হয় নোয়াখালী ছাড়তে হবে, নয়তো ধ্বংস হয়ে যেতে হবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

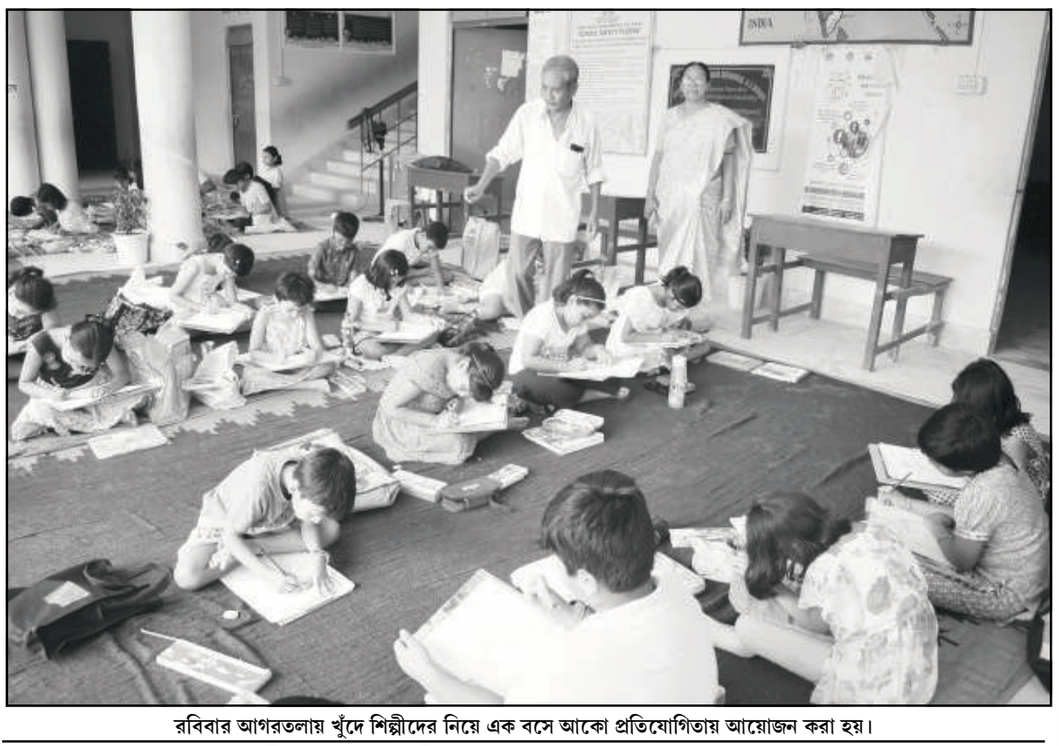

রবিবার আগরতলায় খুঁদে শিল্পীদের নিয়ে এক বসে আকো প্রতিযোগিতায় আয়োজন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী মোদির অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরা সফর: উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ৫,১০০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগামী সোমবার অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরা সফরে যাচ্ছেন, যেখানে তিনি দুই রাজ্যে মিলিয়ে ৫,১০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী ইটানগরে প্রধানমন্ত্রী দুটি বড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন হেও হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রকল্প (২৪০ মেগাওয়াট) ও তাটো-জ্জ হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রকল্প (১৮৬ মেগাওয়াট)। সিয়োম সাব-বেসিন এলাকায় অবস্থিত এই প্রকল্পদুটির মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৩,৭০০ কোটি টাকারও বেশি। এই প্রকল্পগুলি রাজ্যের জলবিদ্যুৎ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে টেকসই বিদ্যুৎ উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে।

তাওয়াং-এ প্রধানমন্ত্রী একটি আধুনিক কনভেনশন সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করবেন, যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৯,৮২০ ফুট উচ্চতায় নির্মিত হবে। ১,৫০০ জন প্রতিনিধি ধারণক্ষম এই সেন্টারটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সাংস্কৃতিক উৎসব ও প্রদর্শনীর আয়োজনের উপযুক্ত কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে, যা পর্যটন ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে সহায়ক হবে। এছাড়া, রাজ্যজুড়ে প্রায় ১,২৯০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এসব প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো, অগ্নিনির্বাপক সেবা, কর্মরত মহিলাদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ প্রভৃতি। উন্নয়নের পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় করদাতা, ব্যবসায়ী ও শিল্প প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাম্প্রতিক জিএসটি হারের সংস্কার নিয়ে মতবিনিময় করবেন। ত্রিপুরা সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদি গোমতি জেলার উদয়পুর শহরে অবস্থিত মাতাবাড়ি মন্দির কমপ্লেক্সের উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধন করবেন। ঐতিহাসিক এই মন্দিরটি ৫১টি শক্তিপীঠের একটি এবং এটি প্রসাদ প্রকল্পের আওতায় পুনর্নির্মিত হচ্ছে। উপর থেকে কচ্ছপের আকৃতি মনে করানো এই প্রকল্পে থাকছে মন্দির চত্বরের আধুনিকায়ন, নতুন প্রবেশপথ, পথ নির্মাণ, উন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও সুরক্ষা প্রাচীর। পাশাপাশি নির্মিত হবে তিনতলা বিশিষ্ট একটি কমপ্লেক্স, যাতে থাকবে স্টল, ধ্যান কক্ষ, অতিথি আবাস, অফিস কক্ষ প্রভৃতি সুবিধা। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ত্রিপুরার পর্যটন, কর্মসংস্থান, স্থানীয় ব্যবসা ও সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিকাশ মিত্র ও শিক্ষা সেবকদের জন্য আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

পাটনা, ২১ সেপ্টেম্বর: বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার রবিবার রাজ্যের বিকাশ মিত্র, শিক্ষা সেবক এবং তালিমি মারকাজদের জন্য একাধিক আর্থিক সুবিধার ঘোষণা করেছেন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়গুলির উন্নয়নের লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী এক্স -এ দেওয়া পোস্টে জানিয়েছেন, ১০,০০০-এরও বেশি বিকাশ মিত্রদের প্রতিজনকে ২৫,০০০ টাকা এককালীন অনুদান দেওয়া হবে ট্যাবলেট কেনার জন্য। এই ট্যাবলেটের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন সরকারি কল্যাণ প্রকল্পের উপভোক্তাদের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ আরও সহজে করতে পারবেন।

এর পাশাপাশি বিকাশ মিত্রদের মাসিক পরিবহণ ভাতা১,৯০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২,৫০০ টাকা এবং স্টেশনারি ভাতা ৯০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,৫০০ টাকা করা হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে মুখ্যমন্ত্রী আরও ঘোষণা করেছেন, মহাদলিত, সংখ্যালঘু ও অত্যন্ত পশ্চাৎপদ শ্রেণির শিশুদের প্রথাগত শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা ৩০,০০০-এর বেশি শিক্ষা সেবক ও তালিমি মারকাজদের প্রতিজনকে ১০,০০০ টাকা করে স্মার্টফোন কেনার অনুদান দেওয়া হবে।

এছাড়াও 'অক্ষর আঞ্চল' প্রকল্পে মহিলাদের সাক্ষরতা বৃদ্ধিতে কাজ করা কর্মীরাও এই স্মার্টফোন অনুদানের সুবিধা পাবেন।

শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে পাঠ্য উপকরণের বরাদ্দও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়েছে। আগে যেখানে বার্ষিক ৩,৪০৫ টাকা বরাদ্দ থাকত, তা এখন থেকে বাড়িয়ে ৬,০০০ টাকা করা হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী এক্স-এ লিখেছেন,'আমাদের সরকার সমাজের বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া অংশের উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। এই সমস্ত পদক্ষেপের মাধ্যমে সেই লক্ষ্যের দিকেই এগিয়ে চলেছে বিহার।' রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভোটের মুখে এই আর্থিক ঘোষণাগুলি বিহারে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের ভোটারদের মন জয়ের কৌশল হিসেবেও দেখা যেতে পারে।

ধর্মনগর রেলস্টেশনে দেওঘর এক্সপ্রেস থেকে ৭৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার, ক্যান্টিন কর্মীসহ ৬ জন আটক

ধর্মনগর, ২১ সেপ্টেম্বর : মহালয়ার আগের রাতে বড়সড় সাফল্য পেল জিআরপি থানার পুলিশ। শনিবার গভীর রাতে আগরতলা থেকে দেওঘরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া দেওঘর এক্সপ্রেস ট্রেনে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয় বিপুল পরিমাণ গাঁজা। ধর্মনগর রেলস্টেশনে ট্রেন পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই অভিযানে নামে পুলিশ। সূত্রের খবর, এদিনের অভিযানে মোট প্রায় ৭৫ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়েছে, যার কালোবাজারি মূল্য আনুমানিক সাড়ে সাত লাখ টাকা।

পুলিশ জানায়, দীর্ঘদিন ধরেই ট্রেনে ক্যান্টিন পরিষেবার আড়ালে মাদক পাচার চক্র সক্রিয় ছিল বলে তাদের কাছে গোপন সূত্রে খবর ছিল। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই শনিবার রাতে হানা দিয়ে গাঁজার এই বিপুল চালান আটক করা হয়। এ ঘটনায় রেল দপ্তরের মোট ছয়জন অস্থায়ী কর্মচারী তথা ক্যান্টিন কর্মীকে আটক করেছে জিআরপি।

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মাদক পাচার আইনে মামলা রুজু করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। ধারণা করা হচ্ছে, এর পেছনে বড়সড় একটি মাদকচক্র সক্রিয় রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, আটক কর্মীদের জেরা করে গোটা চক্রের মূল হোতাদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হবে।

ঘটনাকে ঘিরে ট্রেনে যাতায়াতকারী যাত্রীদের মধ্যে এই ধরনের মাদক পাচারের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। তবে পুলিশের তৎপরতায় এই সাফল্য আগামীতেও অব্যাহত থাকবে বলে আশা করছেন জনগণ।

রবিবার আগরতলায় গোমতী মিল্ক ডায়ের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচারের দাবি নাহিদ ইসলামের

জাকির হোসেন, ঢাকা, ২১ সেপ্টেম্বর: ''দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচার হওয়া উচিত''রবিবার ঢাকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১—এ সাক্ষ্য শেষে সাংবাদিকদের এমন মন্তব্য করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক ও জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।

নাহিদ বলেন, ''যেহেতু শেখ হাসিনা দলীয় প্রধান হিসেবে ক্ষমতায় টিকে থাকতে জনগণের বিরুদ্ধে গিয়ে মানুষ হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাই রাজনৈতিকভাবে এটি আওয়ামী লীগের অপরাধ। আমরা ট্রাইব্যুনালে আবেদন করব।''

ট্রাইব্যুনালের মুখ্য প্রসিকিউটর তাজুল ইসলামও একমত হয়ে বলেন, ''আইনে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচারের সুযোগ আছে। আদালতে আসা প্রমাণে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনযুবলীগ, ছাত্রলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ এবং ১৪ দলীয় জোটের সম্পৃক্ততা স্পষ্ট। আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার প্রশ্নসহ বিষয়টি আমরা বিবেচনা করব।''

নাহিদের দাবি, জুলাই অভ্যুত্থান ছিল সম্পূর্ণ জনগণের আন্দোলন। ''দেশি-বিদেশি কোনো ষড়যন্ত্র ছিল না।

জনগণ জীবন বাজি রেখে রাস্তায় নেমেছিল। শেখ হাসিনা দেশ ছেড়েছেন কেবল বিচারের ভয়ে,'' বলেন তিনি।

আদালতে তিনি আরও জানান, ''ব্যক্তিগত কারণে নয়, জাতির পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দিতে এসেছি। জুলাই—আগস্টের হত্যাকাণ্ডের আসামিদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে।''

ফেব্রুয়ারিতেই ভোট চান বাংলাদেশের ৮৬.৫ মানুষ

জাকির হোসেন, ঢাকা, ২১ সেপ্টেম্বর: আগামী ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতেই বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করা উচিত বলে মনে করেন বাংলাদেশের ৮৬.৫ ভোটার। পাশাপাশি, ৯৪.৩ জানিয়েছেন তাঁরা ভোট দিতে আগ্রহী। তবে সংসদের উচ্চকক্ষে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতি সম্পর্কে ৫৬ ভোটারের কোনও ধারণা নেই।

রবিবার ঢাকার দ্য ডেইলি স্টার ভবনে আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে ইনোভেশন কনসালটিংয়ের প্রকাশিত 'পিপলস ইলেকশন পালস সার্ভে, রাউন্ড-২'—এর রিপোর্টে এই তথ্য উঠে আসে। সার্ভেতে দেশের ১০ হাজার ৪১৩ জন প্রাপ্তবয়স্ক অংশ নেন।

জরিপে দেখা যায়, ৭৮.৭ মানুষ অন্তর্বর্তী সরকারের কর্মদক্ষতাকে 'ভালো' বা 'মধ্যম মানের' বলেছেন। তবে তরুণ, শিক্ষিত ও নগরবাসীর সন্তুষ্টি তুলনামূলক কম। ভোটের নিরাপত্তা বিষয়ে ৭৭.৫ মনে করেন তাঁরা নিরাপদে ভোট দিতে পারবেন। আবার পুলিশের নিরপেক্ষতা নিয়ে শহুরে তরুণদের সংশয় প্রবল।

চাঁদাবাজি বেড়েছে বলে মত দিয়েছেন ৫৬.৬ নাগরিক। তথ্যসূত্র হিসেবে তরুণ ও উচ্চশিক্ষিতদের বড় অংশ নির্ভর করছেন সোশ্যাল মিডিয়ার ওপর।

দাম সামলাতে না পেরে ভারতে ইলিশ রপ্তানিতে অনীহা বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের

জাকির হোসেন, ঢাকা, ২১ সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজো ঘিরে বাংলাদেশ সরকার ভারতে ১,২০০ টন ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু নদীতে মাছের টান ও দেশীয় বাজারে অস্বাভাবিক দামের কারণে ব্যবসায়ীরা লোকসানের ভয়ে রপ্তানি করতে চাইছেন না। ইতিমধ্যেই গত দু'দিনে মাত্র ৬৩ মেট্রিক টন ইলিশ গেছে ভারতে।

বরিশালের মাহিমা এন্টারপ্রাইজের বাবর সিকদার জানান, ''নদীতে মাছ নেই। এই নৌকো, সেই নৌকো ঘুরে মাছ সংগ্রহ করতে হয়। আমার এখান থেকে ৯০ টনের অর্ডার, তা পূরণ করা সম্ভব নয়।''

বর্তমানে মোকামে ৬০০ গ্রামের বেশি ইলিশের পাইকারি দর কেজিপ্রতি ২ হাজার টাকা, এক কেজি বা তার বেশি হলে ২,২০০—২,৫০০ টাকা। রপ্তানির জন্য প্যাকেজিং ও পরিবহণ খরচ ধরলে কেজিপ্রতি দাম আরও ১০০—১৩০ টাকা বাড়ে। অথচ সরকারের নির্ধারিত রপ্তানি দর মাত্র ১,৫২৫ টাকা। ফলে ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা, রপ্তানিতে বড় সড় লোকসান হবে।

বরিশাল পোর্ট রোড আড়তদার সমিতির সভাপতি কামাল সিকদার বলেন, ''মাছ কম, দামও বেশি। এ বার আগের মতো টার্গেট পূরণ সম্ভব নয়।'' পাবনার এক রপ্তানিকারক তো বেনাপোলে অপেক্ষার পর শেষমেশ ট্রাকভর্তি ইলিশ যশোরের বাজারেই বিক্রি করে দেন।

অনেক ব্যবসায়ীর দাবি, মরশুমের শুরুতেই চোরাপথে প্রচুর ইলিশ ভারতে চলে যাওয়ায় কলকাতার বাজারে এখন মাছ ভরপুর। তাই রপ্তানির ইলিশ নিতে আগ্রহ দেখাচ্ছে না ভারতীয় ক্রেতারা।

মহালয়ার শুভক্ষণে দেশজুড়ে উৎসবের আমেজ, প্রধানমন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বার্তা

নয়াদিল্লি/কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর মহালয়ার পবিত্র উপলক্ষে রবিবার দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মহালয়া দিয়ে শুরু হল দুর্গাপুজোর শুভ সূচনা, দেবীপক্ষের আগমন বার্তা নিয়ে বাংলাসহ গোটা দেশ এখন উৎসবমুখর।

এক্স -এ প্রধানমন্ত্রী মোদি লেখেন, ''আপনাদের সবাইকে শুভ মহালয়া। দুর্গাপুজোর পবিত্র দিনগুলি এগিয়ে আসছে, আমাদের জীবন হোক আলোকিত ও অর্থবহ। মা দুর্গার আশীর্বাদে সকলের জীবনে আসুক অটুট শক্তি, দীর্ঘস্থায়ী আনন্দ ও সুস্বাস্থ্য।''

মহালয়া শ্রাদ্ধ বা পিতৃপক্ষের সমাপ্তি সূচক একটি দিন। ১৬ দিনের এই সময়কালে হিন্দুরা তাঁদের পূর্বপুরুষদের স্মরণ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। মহালয়ার দিন থেকেই শুরু হয় দেবীপক্ষ, যা শুভ শক্তির জয় ও অশুভ শক্তির বিনাশের প্রতীক।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও মহালয়ার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সামাজিক মাধ্যমে। তিনি লেখেন, ''জাগো দুর্গা, জাগো দশভুজা। তান, আগমনী, আহ্বানের এই পবিত্র দিনে সবাইকে জানাই আন্তরিক মহালয়ার শুভেচ্ছা। এই উপলক্ষে আমার লেখা ও সুর করা নতুন একটি পুজোর গান আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছি।''

পশ্চিমবঙ্গে মহালয়া মানেই ভোররাতে বেজে ওঠে ''মহিষাসুরমর্দিনী'' দেবীর বন্দনায় ভরপুর স্তোত্র, মন্ত্রপাঠ ও সংগীতের অনবদ্য সমন্বয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাঙালির মনে গেঁথে আছে এই অনুষ্ঠান।

এদিন হাজার হাজার ভক্ত হুগলি নদী ও অন্যান্য জলাশয়ের ঘাটে তর্পণ করে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেন। মহালয়ার দিনটির আরেকটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে কুমোরদের কাছে। এদিন তারা 'চক্ষুদান' নামক আচার অনুযায়ী প্রতিমায় দেবীর চোখ আঁকা সম্পন্ন করেন।

মহালয়া পেরোতেই রাজ্যজুড়ে শুরু হয়ে যায় পুজোর চূড়ান্ত প্রস্তুতি। প্রতিমা তৈরি, প্যান্ডেল নির্মাণ, আলোকসজ্জা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের তোড়জোড়ে এখন তুমুল ব্যস্ত বাঙালি সমাজ। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও ভারতের অন্যান্য প্রান্তেও দুর্গাপুজোর আগমনী বার্তা নিয়ে এই দিনটি উদযাপিত হয় পূর্ণ শ্রদ্ধা ও উৎসাহের মধ্য দিয়ে।

২২ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর নতুন জিএসটি হার, শিল্পমহলকে গ্রাহক স্বার্থে মূল্যছাড় নিশ্চিত করার আহ্বান পীযূষ গোয়েলের

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর আগামী ২২ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হতে চলেছে ভারতের পরোক্ষ কর কাঠামোর বড় ধরনের সংস্কার। এর আগে শিল্পমহলের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। তিনি বলেন, জিএসটি হারের সংস্কার থেকে প্রাপ্ত সমস্ত সুবিধা যেন সরাসরি গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গোয়েল বলেন, ''দয়া করে নিশ্চিত করুন যেন আমরা কর হ্রাসের পুরোপুরি সুবিধা গ্রাহকদের দিই। এতে শিল্পক্ষেত্রও উপকৃত হবে।''

জিএসটি কাউন্সিল সম্প্রতি সাবান, ছোট গাড়ি সহ শতাধিক পণ্যে কর কমিয়েছে এবং কর কাঠামো সরলীকরণ করে মূলত দুইটি স্তরে বিভক্ত করেছে ৫ শতাংশ ও ১৮ শতাংশ। বিলাসবহুল ও 'সিন গুডস'-এর ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ হার বজায় রাখা হয়েছে। এই সংস্কারের ফলে বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মন্ত্রী জানান, সরকার এখন 'মিশন মোড'-এ কাজ করছে ব্যবসা সহজতর ও উৎপাদন উৎসাহিত করতে। তিনি জানান, এর অংশ হিসেবে নতুন লজিস্টিক নীতি, নতুন শিল্পনগর গঠন, ছোটখাটো অপরাধের অপরাধীকরণ বিলোপ এবং শিল্পক্ষেত্রে কমপ্লায়েন্সের বোঝা কমানোর মতো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

গোয়েল জানান, ইতিমধ্যেই কিছু খাত বিশেষ করে অটোমোবাইল শিল্প গ্রাহকদের কাছে কর হ্রাসের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া শুরু করেছে। তিনি আরও বলেন, আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক মহল ভারতের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও গভীর করার চেষ্টা করছে।

চলতি মাসের শুরুতেই কেন্দ্র সরকার নির্দেশ দেয়, গাড়ি ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের দোকানে পুরনো ও নতুন জিএসটি হারের ভিত্তিতে দামের তুলনামূলক তালিকা ঝুলিয়ে রাখতে হবে। এই তালিকাগুলি জিএসটি পোর্টালেও প্রকাশ করা হবে, যাতে গ্রাহকদের কাছে মূল্য পরিবর্তনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়।

সিবিআইসি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন শিল্প সংগঠন ও মন্ত্রকের সঙ্গে বৈঠক করেছে কর হ্রাসের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য। শিল্পমহলও এই বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে। সূত্র অনুযায়ী, বেশিরভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠান কর হ্রাসের পূর্ণ সুবিধা গ্রাহকদের দেওয়ার বিষয়ে একমত হয়েছে। এর ফলে ভোক্তা ইলেকট্রনিক্স ও অন্যান্য টেক পণ্যের দাম গড়ে ১০ শতাংশ এবং গাড়ির দাম ১২ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পদক্ষেপের ফলে বাজারে চাহিদা বাড়বে, ভোক্তা ব্যয় বৃদ্ধি পাবে, এবং সামগ্রিকভাবে ভারতের শিল্পক্ষেত্র লাভবান হবে।

তেলিয়ামুড়া প্রোগ্রেসিভ ইয়ুথ ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তীতে ইটালীয় রাজপ্রাসাদের থিম, বাজেট ২১ লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ সেপ্টেম্বর: খোয়াই জেলার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী পূজা কমিটি প্রোগ্রেসিভ ইয়ুথ ক্লাব এবছর পদার্পণ করছে তাদের ৫০'তম বর্ষে। সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষকে স্মরণীয় করে তুলতে ক্লাব সদস্যরা এবছর দুর্গোৎসবের থিম হিসেবে বেছে নিয়েছেন ইটালীর রাজপ্রাসাদ। থিমের জাঁকজমক ও নান্দনিকতা ইতিমধ্যেই দর্শনার্থীদের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। এই থিম বাস্তবায়নের জন্য ক্লাব কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করেছে আনুমানিক বাজেট ২১ লক্ষ টাকা।

প্যান্ডেল নির্মাণ, আলোকসজ্জা ও সাউন্ড শো পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন কলকাতার নবদ্বীপের খ্যাতনামা শিল্পী কমল পাঠক।

অন্যদিকে, প্রতিমা নির্মাণ করছেন স্থানীয় শিল্পী রাকেশ রুদ্রপাল, যিনি ইতিপূর্বেও বহু পূজায় তাঁর দক্ষতার ছাপ রেখেছেন।

ইটালীয় রাজপ্রাসাদের আদলে তৈরি প্যান্ডেলটি হবে বহুতল বিশিষ্ট, যেখানে থাকবে রেনেসাঁ যুগের স্থাপত্যের ছোঁয়া, ভিনদেশি অলংকরণ, এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে আলোক ও সাউন্ড শো।

এই থিমের মাধ্যমে ক্লাবের সদস্যরা দর্শনার্থীদের ভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতা দিতে চান, যা শিল্প, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক অপূর্ব মেলবন্ধন।

ক্লাবের সভাপতি ও সম্পাদক জানিয়েছেন, "৫০ বছর পূর্তি আমাদের জন্য গর্বের। আমরা চাই এবছরের পূজা শুধু থিম নয়, মানুষের হৃদয়ে ছাপ ফেলুক।"

No.F.2(1) VP-HS/VJ/OFF/2023-24
APPLICATIONS WANTED
Applications are invited for engagement of Nurse cum counsellor on purely contractual basis for one year. Details of Eligibility are given below

Name of The Post	Age Limit	Educational and Other Qualification required	Remuneration	Place of Work
Nurse-cum-counsellor (part time)	21-40 years	a. Diploma in General Nursing & Midwifery (GNM) or B.Sc Nursing b. Having Registration under Tripura Nursing Council as Registered Nurse & Registered Midwife (RNRM) c. Desirable Knowledge of Bengali or Kokborok	Rs. 200/- per hour(Maximum 3 hours per day) Maximum Rs. 12000/- per month	The engaged nurse-cum counsellor shall have to work in all the Four Schools of the cluster of Vidyajyoti Schools within the jurisdiction of the Hub-School (Officetilla H.S School) on different days of a week.

Other details including prescribed format of application are available in the School Notice board during working hours. Eligible willing persons may submit the applications by 24/09/2025 to the School-Office. Date of interview will be informed later.

Sd/-Illegible
(Gobardhan Debnath)
Vice-Principal
Officetilla H.S School
Bishalgarh, Sepahijala District, Tripura

ICA-D-1008-25

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ইলিশ মাছের ডিম ভাজা

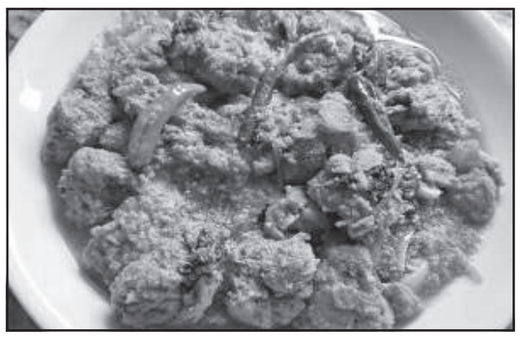

ইলিশ মাছের ডিম ভাজা খাবেন বলে আলাদা করে ফ্রিজে তুলে রেখেছিলেন। কিন্তু দু-চার দিন ফ্রিজে থাকায় ডিমের আর্দতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কতটা শক্ত হয়ে গিয়েছে, তা হাত ঠেকাতেই টের পাচ্ছেন। কিন্তু চিন্তা হল, এই শক্ত ডিম ভাজা খেতে গেলে তো দাঁত খুলে হাতে চলে আসার উপক্রম হবে। তা হলে কি ইলিশ মাছের ডিম ফেলে দিতে হবে? একেবারেই না। এমন শক্ত মাছের ডিম জব্দ করারও উপায় আছে। ইলিশ মাছের ডিম ভাজা, ঝাল বা টকে না দিয়ে বানিয়ে ফেলুন বাংলাদেশের বিখ্যাত একটি পদ মাছের ডিম ভুনা। কী ভাবে বানাবেন? রইল তার প্রণালী।

উপকরণ ইলিশ মাছের ডিম: ১ কাপ, পেঁয়াজ কুচি: আধ কাপ, আদা বাটা: ১ চা চামচ, রসুন বাটা: ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো: আধ চা চামচ, ধনে গুঁড়ো: আধ চা চামচ, জিরে গুঁড়ো: আধ চা চামচ, কাঁচা লঙ্কা কুচি: ২ টেবিল চামচ , তেজপাতা: ১টি নুন: স্বাদ অনুযায়ী, তেল: ৩ টেবিল চামচ প্রণালী ১) প্রথমে কড়াইতে তেল গরম করে নুন, হলুদ মাখানো ডিমগুলো ভেজে তুলে রাখুন। ২) ওই তেলের মধ্যেই তেজপাতা, পেঁয়াজ, রসুন এবং আদা বাটা দিয়ে কষাতে থাকুন। ৩) এর পর একে একে সব মশলাগুলি দিয়ে দিন। বেশ কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। ৪) এ বার ভেজে রাখা ডিমগুলো হাত দিয়ে ভেঙে গুঁড়ো করে নিয়ে কড়াইতে দিয়ে দিন। ৫) প্রয়োজন হলে সামান্য জল দিন। সামান্য একটু নুনও দিতে পারেন। ৬) কষাতে কষাতে তেল বেরিয়ে এলে উপর থেকে কাঁচালঙ্কা কুচি ছড়িয়ে দিন। ৭) উপর থেকে সামান্য কাঁচা সর্ষের তেল ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

বর্ষার সন্ধ্যায় এয়ার ফ্রায়ারে বানিয়ে নিতে পারেন

ইদানীং অনেকের হেঁশেলে জায়গা করে নিয়েছে এয়ার ফ্রায়ার। এই যন্ত্রে রান্না করলে তেলের প্রয়োজন পড়ে না বললেই চলে। ফলে স্বাস্থ্য সচেতনদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এই যন্ত্র। মুখরোচক কিছু খেতে ইচ্ছে করলেও অনেক সময়ে ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়ে খান না। তবে এয়ার ফ্রায়ার থাকলে সেই ভয় নেই। এয়ার ফ্রায়ার দিয়েই বানিয়ে নিতে পারেন সুস্বাদু কিছু খাবার।

মুখরোচক মানেই যে তাতে ডিম, মাছ, মাংস থাকতে হবে, তা কিন্তু নয়। নিরামিষ অনেক খাবারও বানাতে পারেন এই যন্ত্রে।

স্প্রিং রোল

বর্ষায় সন্ধেবেলায় একটু অন্য রকম কিছু খেতে চাইলে বানাতে পারেন নিরামিষ স্প্রিং রোল। বাঁধাকপি, গাজর, ক্যাপসিকাম এবং পছন্দের আরও বেশ কিছু সব্জি দিয়ে পুর বানিয়ে স্প্রিং রোলের আকারে গড়ে নিন। ময়দা আর বেকিং সোডার মিশ্রণে ডুবিয়ে এয়ার ফ্রায়ারে সোনালি করে ভেজে নিন।

স্টাফড মাশরুম

মাশরুম খেতে ভালবাসেন? তা হলে মাশরুম দিয়েই বানিয়ে নেওয়া যেতে পারে সুস্বাদু এক পদ। মাশরুমগুলি প্রথমে সেদ্ধ করে নিন। তার পর বিস্কুটের গুঁড়ো, বিভিন্ন মশলায় মাখিয়ে গোল করে গড়ে নিন। এয়ার ফ্রায়ারে দিলেই মিনিট খানেকে তৈরি হয়ে যাবে এই পদ।

পকোড়া

বর্ষার সন্ধ্যায় টুকটাক খিদে মেটাতে পকোড়া হতে পারে আদর্শ। এয়ার ফ্রায়ারে ভাজলে একসঙ্গেই স্বাস্থ্যেরও যত্ন নেওয়া সম্ভব। এয়ার ফ্রায়ারে রান্না করার বেশ সহজও। থকথকে করে বেসনের মিশ্রণ বানিয়ে পকোড়া আকারে গড়ে এয়ার ফ্রায়ারে দিয়ে দিন। কয়েক মিনিটেই তৈরি হয়ে যাবে থালা ভর্তি পকোড়া।

কোন টোটকায় স্বাদ বাড়বে ইলিশ ভাপার?

মাছের ঝাল হোক কিংবা পাতুরি সর্ষে বাটা ছাড়া বাঙালির চলে না। আমিষ পদ হোক কিংবা নিরামিষ চচ্চড়ি, রান্নায় সর্ষেবাটা ব্যবহার করলেই স্বাদ বেড়ে যায় কয়েক গুণ। চটজলদি কোনও পদ বানাতে হলে রাঁধুনীরা ভরসা রাখেন সর্ষের উপরেই। ইদানীং অনেকেই প্যাকেটের সর্ষে গুঁড়ো জলে গুলে নিয়ে রান্নায় ব্যবহার করেন।

সর্ষে বেটে রান্না করার স্বাদই আলাদা। এই মশলা বাটার সময়ে অনেক সময়ে তেতো হয়ে যায়। সেই সর্ষে দিয়ে রান্না করলে তার স্বাদও বিগড়ে যায়। বাটার সময়ে কিছু ভুলেই এমনটা হয়। জেনে নিন কী করে সর্ষে বাটলে আর কখনও তেতো হবে না মিশ্রণটি। ১) একসঙ্গে অনেকটা সর্ষে কিনে রেখে দিয়েছেন? সর্ষে দীর্ঘ দিন ধরে মজুত রাখলে মাঝে মাঝে তা বার করে রোদে দিন। সর্ষে রান্না করার আগে আধ ঘণ্টা রোদে রাখতে পারলে খুব ভাল হয়। ২) বাটার আগে পরিমাণ মতো সর্ষে নিয়ে ঈষদুষ্ণ জলে মিনিট পনেরো ভিজিয়ে রাখুন। এই পন্থা মানলে বাটা সর্ষে কখনও তেতো হবে না। কী কী দিয়ে সর্ষে বাটলে রান্নার স্বাদ বাড়বে? সর্ষে একবারে বেটে নেওয়াই শ্রেয়। মানে যতটা পরিমাণ সর্ষে বাটা প্রয়োজন, সবটা একসঙ্গে বেটে নিন। দু'বারে বাটা সর্ষে একসঙ্গে মেশাবেন না। পরিমাণ মতো ভিজিয়ে রাখা সর্ষে নিয়ে তার সঙ্গে নুন, হলুদ ও কাঁচা লঙ্কা একসঙ্গে মিশিয়ে বাটতে হবে। তা হলে আর তেতো হবে না। কালো সর্ষে বেটে রান্না করলে অনেক সময়ে বেশি ঝাঁঝ হয়ে যায়। সেই ঝক্কি এড়ানোর জন্য কালো সর্ষে আর সাদা সর্ষে সমপরিমাণ নিয়ে বাটলে সেই মশলায় রান্না করলে ঝাঁঝ হবে না আর স্বাদও বাড়বে। অনেকেই আছেন, যাঁদের সর্ষে খেলেই অম্বল হয়। সে ক্ষেত্রে সর্ষের সঙ্গে রান্নায় দই ব্যবহার করুন। দই হজম করতে সাহায্য করে।

আড় মাছের তাওয়া ফ্রাই দিয়েই করুন স্বাদবদল

বাজারে গেলে ইলিশের দাম দেখে মাথায় হাত পড়ে যায়। অন্য দিকে, রুই, কাতলা, চিংড়ি খেতে খেতেও একঘেয়েমি এসে যায়। এ ক্ষেত্রে আড় মাছ কিনে আনতে পারেন বাজার থেকে। আড় দিয়ে কেবল কালিয়া কিংবা জিরে বাটা দিয়ে ঝোল নয়, সন্ধের জলখাবারেও এই মাছ দিয়ে কামাল করতে পারেন। বাড়িতে অতিথি এলেও চটজলদি বানিয়ে ফেলতে পারেন তাওয়া ফ্রাই। রইল রেসিপি। উপকরণ: আড় মাছের ফিলে: দেড়, ইঞ্চি পিস করে কাটা, পুদিনা পাতা: আধ কাপ, ধনেপাতা: ১ কাপ, লেবুর রস: ১ টেবিল চামচ, আদা, রসুন বাটা: ১ টেবিল চামচ, কাঁচা লঙ্কা: ৪ টি, জল ঝরানো দই: আধ কাপ, তেল: ১ টেবিল চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো: ১/৪ চা চামচ, নুন: স্বাদ মতো, ময়দা: ১ কাপ প্রণালী: লেবুর রস, আদা, রসুন বাটা দিয়ে ১৫ মিনিট মাছ ম্যারিনেট করে রাখুন। কাঁচা লঙ্কা, পুদিনা পাতা, ধনেপাতা একসঙ্গে বেটে নিন। এই বাটা, দই, তেল ও মরিচ গুঁড়ো, নুন একসঙ্গে মিশিয়ে মাছের গায়ে মাখিয়ে রাখুন আরও আধ ঘণ্টা। মাছ ময়দায় উল্টে পাল্টে নিয়ে, অতিরিক্ত ময়দা ঝেড়ে নিন। নন-স্টিক প্যানে তেল গরম করুন। মাছ দিয়ে উল্টে-পাল্টে দু'পাশ মুচমুচে করে ভেজে নিন। গরম গরম পরিবেশন করুন।

অপুষ্টি খাপারের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন মানুষ

প্রতি বছর ৭ জুন বিশ্বজুড়ে পালন করা হয় খাদ্য নিরাপত্তা দিবস। এই খাওয়ার জন্যই সব। অর্থাৎ আমরা খাবার খাই বলেই বেঁচে থাকি। শরীরের যাবতীয় শক্তি আসে এই খাবার থেকে। এবার এই খাবার খেলে যেমন পেট ভরে তেমনই আবার খাবার শরীর খারাপেরও কারণ। খাবার অনেক রোগেরও কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতিদিন প্রায় ১১ লক্ষ মানুষ খাপারের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আর খাবারের এই সব বদঅভ্যাসের কারণে ডায়াবেটিস থেকে ক্যানসার যা কিছুই হতে পারে। খাবার ঠিকমতো না খেলে শরীরের ডিটক্সিফিকেশন হয় না ঠিকমতো। মশলাদার খাবার খেলে তা ঠিকমতো হজম হয় না, গ্যাস-অম্বলের সমস্যা হয় সেই সঙ্গে পেট ব্যথা হতে পারে। আয়ুর্বেদ কঠোর ভাবে কিছু খাবার একসঙ্গে খেতে মানা করেছে। কারণ এতে শরীরে টক্সিন জমে যায়। এতে শরীরে নানা রকম অসুখ, ফুড পয়জনিং এসব হতেই পারে। খাবারে কোনও রকম সংক্রমণ হলে সেখান থেকে ডায়ারিয়া, পেটে ব্যথা, বমি বমি ভাব, বমি, জ্বর, ঠান্ডা লাগা, মাথা ব্যথা, ডিহাইড্রেশন নানা রকম সমস্যা হতে পারে। আর তাই দেখে নিন কোন খাবারের সঙ্গে কী কী খাবেন না। দুধের সঙ্গে ফল খেলে বুঝে শুনে খাবেন। দুধের মধ্যে কোনও রকম টক ফল, তরমুজ, কলা, আঙুর এসব মেশাবেন না। এছাড়াও দুধের সঙ্গে চপ, শিঙাড়া. পকোড়া, ডিমভাজা, খিচুড়ি এসবও ভুল করে খাবেন না। প্রতিদিনের খাদ্যশস্যের সঙ্গে অনেকেই ফল খান। বিশেষত ওটস, কর্নফ্লেক্স এসবের সঙ্গে ফল মিশিয়ে খেতে ভালবাসেন। আয়ুর্বেদে দুধ-ফলের সঙ্গে সাবুদানা খেতে মানা করা হয়েছে। আর তাই চায়ের সঙ্গে খাদ্যশস্য একেবারেই নয়। চায়ের সঙ্গে টা-হিসেবে এই সব খাবার একদমই নয়। প্রোটিন সমৃদ্ধ কোনও খাবারই চায়ের সঙ্গে একদম নয়। প্রোটিনের সঙ্গে চর্বি জাতীয় খাবার খেলে হজম করতে খুবই সমস্যা হয়। যে কোনও স্টার্চ জাতীয় খাবারও একেবারে এড়িয়ে চলতে হবে। গরমে দই খাওয়া খুব ভাল। এতে হজম ভাল হয় আর ওজনও কমে। তবে দই এর সঙ্গে বিভিন্ন ডাল, পনির, গরম কোনও পানীয়, টক জাতীয় ফল, আম, ডিম, মাছ এসব খাওয়া একেবারেই ঠিক নয়। এতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

মাটির পাত্রে চম্পারণ মটন

নেটমাধ্যমে ভাইরাল সব রেসিপি দেখে মাঝেমধ্যে বাড়িতে তৈরি করেন অনেকেই। ইদানীং নেটমাধ্যমের দৌলতে মাটির পাত্রে পাঁঠার মাংস কিংবা বিরিয়ানি রাঁধার প্রচলন বেশ বেড়েছে। মাটির পাত্রে রান্না করলে খাবারের স্বাদ আলাদা মাত্রা পায়। বিভিন্ন রেস্তরাঁয় এখন মাটির হাড়িতে মাংস, বিরিয়ানি রেঁধে পরিবেশন করা হচ্ছে। সে সব পদের স্বাদও ভোলার নয়। যে সব রান্না হালকা আঁচে করতে হয়, তার জন্য মাটির পাত্রের মতো উপযোগী জিনিস আর দু'টি হয় না। শখ করে রান্নার জন্য মাটির হাঁড়ি কিনে এনেছেন? কিন্তু এই ধরনের পাত্র ব্যবহার করার জন্য জানতে হবে সঠিক কায়দা।

মাটির হাঁড়িতে রান্না করার সময়ে কী কী বিষয় মাথায় রাখবেন?

১) মাটির পাত্র ব্যবহারের আগে গরম জল করে অন্তত ৮-১০ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখা জরুরি। জলে ভিজিয়ে রাখলে জল শুষে নেয় হাঁড়ি, তখন ওই পাত্রে রান্না করতে সুবিধা হয়। দশ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখার পরে হাঁড়িতে জল ভরে নিয়ে গ্যাসে বসান। জল ফুটে গেলে তা ফেলে দিন। রোদে ভাল করে পাত্র শুকিয়ে নিন। শুকিয়ে গেলেই রান্নার জন্য একেবারে তৈরি মাটির পাত্রটি। ২) মাটির হাঁড়ি জলে ভেজানোর আগে পরিষ্কার করে নেওয়াও জরুরি। খানিকটা শুকনো আটা হাতে নিয়ে ভাল ভাবে তা পাত্রের গায়ে মাখিয়ে নিতে হবে। ভাল ভাবে সেই পাত্র এ বার ঘষলে আলগা মাটি বেরিয়ে আসবে। সরে যাবে ধুলো-বালিও।৩) মাটির পাত্রে রান্নার সময়ে গ্যাসের আঁচ খুব বেশি চড়া হলেই বিপদ। ধীমে আঁচে মাটির হাঁড়িতে রান্না করতে হবে। খালি মাটির হাঁড়ি গ্যাসে চড়াবেন না। এই পাত্রে রান্না করতে হলে কিন্তু অনেক বেশি ধৈর্যের প্রয়োজন। ৪) মাটির পাত্রে রান্না করার সময়ে কাঠের হাতা-খুন্তি ব্যবহার করুন। স্টিলের হাতা ব্যবহার করলে হাঁড়ি ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল।৫) এক বার মাটির পাত্রে রান্না করে নিলে পুনরায় সেই পাত্রে রান্না না করাই ভাল। নতুন রান্নার জন্য নতুন পাত্র ব্যবহার করুন।

নিজেকে ফিট রাখতে কী করবেন, কী নয়?

শুধু শীতকাল নয়, বর্ষাতেও অনেকের ওজন বেড়ে যায়। এর অন্যতম কারণ হল শরীরচর্চায় আলসেমি। ঝিরিঝিরে বৃষ্টি আর ঠান্ডা হাওয়ায় জিমে তো দূর, বিছানা থেকে নেমে ব্যায়াম করতেই ভাল লাগে না। অথচ বর্ষাতেই রোগবালাইয়ের আশঙ্কা বেশি। এই সময়ে সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকা জরুরি। তা না হলে মরসুমি অসুখ-বিসুখের সঙ্গে লড়াই করা সহজ নয়।

বর্ষাকালে সুস্থ থাকতে কয়েকটি বিষয়ে বেশি নজর দেওয়া জরুরি। তেমনই কিছু জিনিস এড়িয়ে চলা প্রয়োজন।

নিজেকে ফিট রাখতে কী করবেন?

১) সারা বছর সকালবেলা উঠে জিমে গেলেও বর্ষায় জলকাদা পেরিয়ে তা একেবারেই ইচ্ছে করে না। তেমন হলে শরীরচর্চা বন্ধ করে দেওয়া ঠিক হবে না। বাড়িতেই শরীরচর্চা করতে পারেন। স্কিপিং, সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করলেও অনেকটা সুফল পাওয়া যায়। তবে বাড়িতে শরীরচর্চা করলেও জিমের পোশাক পরা জরুরি। তাতে আলাদা করে একটা চনমনে ভাব আসে শরীরে।

২) ভারী শরীরচর্চা কিংবা লাফালাফি করা ছাড়াও যোগাসন করতে পারেন। যোগাসন খুবই ফলদায়ক। জিমে ঘাম ঝরিয়ে যা উপকার পাওয়া যায়, আধ ঘণ্টার যোগাসন করলেও একই সুফল মেলে।

৩) বর্ষায় তেষ্টা কম পায়। তাই জল খাওয়ার কথা মনেও থাকে না। কিন্তু এমন করলে চলবে না। বরং এই মরসুমে বেশি করে জল খেতে হবে। ১৫ মিনিট অন্তর জল খান। রাস্তায় বেরোলে সঙ্গে জলের বোতল রাখুন। অফিসের ডেস্কেও জল রাখুন।

৪) প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে এমন খাবার বেশি করে খান। রোগের সঙ্গে লড়াই করতে প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হওয়া জরুরি। তাই হলুদ দুধ, পুদিনা চা, আদা, রসুন, বেশি করে খান। এগুলি রোগবালাইয়ের ঝুঁকি কমায়।

কী করবেন না?

১) বাইরের খাবার একেবারেই খাবেন না। বিশেষ করে ফুচকা, শিঙাড়া, বড়া পাও, চাটের মতো খোলা জায়গায় বিক্রি হওয়া খাবার থেকে দূরে থাকুন। এ ধরনের খাবার থেকে পেটের সংক্রমণের ঝুঁকি থেকে যায়। পেটের স্বাস্থ্যে ভাল না থাকলে ফিট থাকা সম্ভব নয়।

২) শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে যত কম থাকা যায়, ততই ভাল। বাতানুকূল যন্ত্রের আবহে থাকলে শুধু শরীর নয়, এর প্রভাব পড়ে ত্বক এবং চুলেও। সেই সঙ্গে ঠান্ডা লাগার ধাত থাকলে সর্দি-কাশি, জ্বরের ঝুঁকিও থেকে যায়।

সুবিধার জন্য অনেকটা খাবার একসঙ্গে তৈরি করবেন, কিন্তু তা ভাল রাখবেন কী করে?

সমাজমাধ্যমে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম দেখতে দেখতে প্রচুর "ডিআইওয়াই" ভিডিয়ো চোখে পড়ে। কোথাও দেখানো হয়, কম সময়ে চটজলদি কী কী খাবার তৈরি এবং কী ভাবে তা সারা সপ্তাহের জন্য সংরক্ষণ করে রাখা যায়। যার বেশির ভাগই বিদেশের। বিদেশে গৃহ সহায়িকা রাখার চল নেই। তাই নিজেদের কাজ নিজেদেরই করতে হয়।

কিন্তু সপ্তাহজুড়ে এতই ব্যস্ততা থাকে যে, প্রতি দিন রান্না করার সময় পান না অনেকেই। ছুটির দিন সারা সপ্তাহের রান্না করে রাখার চল সেখানে। এ দেশেও যে তেমন চল নেই, তা নয়। কিন্তু অনেকটা খাবার একসঙ্গে তৈরি করা এবং রাখার ক্ষেত্রে বিদেশের মূল সুবিধা হল সেখানকার আবহাওয়া। যার ফলে চট করে খাবার নষ্ট হয় না। কিন্তু সেই একই পদ্ধতিতে সারা সপ্তাহের খাবার যদি এই ভ্যাপসা গরম আবহাওয়াতেও করতে হয়, তা হলে তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটু সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

১) কত দিন রাখা যাবে, তা দেখে নিন

যে সব খাবার সহজে পচে যায়, সেগুলি রাখার চেষ্টা না করাই ভাল। খুব বেশি ঝোল বা কারি থাকে, এমন খাবার শুকনো করে রাখা যেতে পারে। কম তেল-মশলা যুক্ত খাবার সহজেই নষ্ট হয়ে যায়, তাই তেমন খাবার বেশি দিন ভাল থাকে না।

২) পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে

রান্না করার সময়ে যেমন সব্জি, মাছ, মাংস ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে। তেমন যে পাত্রে রাখবেন তা-ও যেন পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। কারণ পাত্রে কোনও ধুলো-ময়লা থাকলে তা খাবার নষ্ট করে দিতে পারে।

৩) আলাদা আলাদা করে রাখতে হবে

যেটুকু প্রয়োজন, সেই পরিমাণ খাবার বার করে বাকিটা ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। আবার সপ্তাহে ছ'দিনের জন্য আলাদা আলাদা বাক্স করে খাবার ফ্রিজে তুলে রাখতে পারেন।

৪) গরম খাবার স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আনতে হবে

রান্না করা খাবার ফ্রিজে তোলার আগে তা একেবারে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় নিয়ে আসতে হবে। তার পর ফ্রিজে তুলতে হবে। গরম খাবার ফ্রিজে তুলতে তা সহজেই ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাসের আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়।

৫) ভাত, রুটিকে এই তালিকায় রাখা যাবে না

ডাল, তরকারি, সব্জি বা অন্য যে কোনও পদ বেশ কিছু দিন পর্যন্ত ফ্রিজে রাখা গেলেও ভাত বা রুটি কিন্তু বেশি দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখা যায় না।

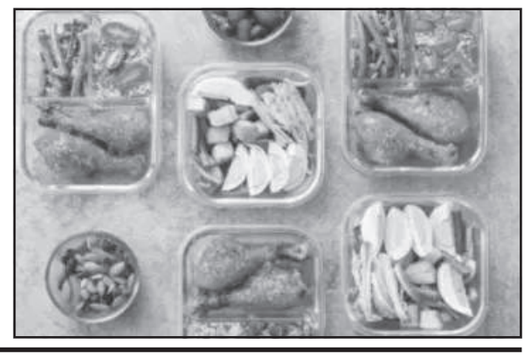

টিফিনে কী খেলে রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকবে?

ডায়াবিটিসের প্রকোপ বাড়ছে ঘরে ঘরে। রোজের জীবনে নানা রকম অনিয়ম মাঝবয়স থেকেই এই রোগের ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে তুলছে। অনিয়মিত খাওয়াদাওয়া, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, অত্যধিক মানসিক চাপের কারণে বয়স ৩০-এর কোঠা পেরোতে না পেরোতেই ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকে। সুস্থ জীবনযাপন করেও জিনগত কারণে কারও কারও শরীরে ধরা পড়ছে ডায়াবিটিস। এই রোগের হাত ধরে শরীরে বাসা বাঁধে কোলেস্টেরল, থাইরয়েড, উচ্চ রক্তচাপের মতো হাজারটা রোগ।

ডায়াবিটিসকে জব্দ করা সহজ নয়। খাওয়াদাওয়ায় নিয়ম মেনে চলার পাশাপাশি, রোজের জীবনে কিছু কিছু নিয়ম মেনে চলা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ওষুধ তো রয়েছেই। রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়লে খাওয়াদাওয়ায় চলে আসে একাধিক বিধি-নিষেধ। তখন ইচ্ছেমতো খাবার খাওয়ার সুযোগ থাকে না। যে কোনও উপায়েই হোক, ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। কিছু ঘরোয়া টোটকা দিয়েও ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে ভরসা রাখতে পারেন কালো ছোলায়। ডায়াবেটিকরা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য কালো ছোলা খেতেই পারেন। ১০০ গ্রাম কালো ছোলায় ১০ গ্রামের বেশি ডায়েটারি ফাইবার থাকে। ফাইবার রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। শুধু ডায়াবিটিস নয়, ছোলা কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতেও সাহায্য করে। ওজন ঝরানোর ডায়েটেও ছোলা রাখতে পারেন আপনি। বাড়তি ওজনও ডায়াবিটিসের কারণ হতে পারে। তাই ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে রোজের খাদ্যতালিকায় কালো ছোলা রাখতেই পারেন। ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে কী ভাবে কালো ছোলা খাবেন? ডায়াবিটিস রোগীরা প্রাতরাশে কিংবা সন্ধের টিফিনে কালো ছোলার চাট বানিয়ে খেতে পারেন। অফিস কিংবা স্কুল-কলেজে সেদ্ধ ছোলা সঙ্গে রাখতে পারেন। খিদে পেলেই মুঠো করে খেয়ে নিতে হবে। ছোলা দিয়ে তরকারি বানিয়েও খেতে পারেন। অঙ্কুরিত ছোলা দিয়ে স্যালাড বানিয়েও খেতে পারেন। এ ছাড়া, ছোলা রোজের খাদ্যতালিকায় রাখলে হার্ট ভাল থাকে। শরীরে আয়রনে ঘাটতি হলেও ছোলা খেতে পারেন। রক্তাল্পতার সমস্যা দূর করতেও ছোলা ডায়েটে রাখতে পারেন।

সঠিক সুগন্ধি নির্বাচনের উপায়

নিজের সঙ্গে কোন সুগন্ধি ভালো যাবে বা কতক্ষণ স্থায়ী হবে এই বিষয়গুলো মাথায় রাখা দরকার। অনেকে আবার অন্যের ব্যবহৃত সুগন্ধ পছন্দ করে নিজের জন্য সংগ্রহ করেন। তবে দেখা যায় সেটা নিজের ক্ষেত্রে ভালো যাচ্ছে না। এর পেছনে রয়েছে নানান কারণ।

ভারতের 'আজাহ পরফিউমস'য়ের প্রতিষ্ঠাতা ও সুগন্ধি বিশেষজ্ঞ আকাঙ্ক্ষা বিশত এই বিষয়ে বেশ কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছেন। টাইমস অফ ইন্ডিয়া'তে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল বিস্তারিত।

নির্দেশিকার দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রতিটা সুগন্ধিতে আলাদা আলাদা নির্দেশিকা থাকে যা সামগ্রিক ঘ্রাণ নির্ধারণ করে। সাধারণত তিনটি ভিন্ন ধাপ থাকে- বেইজ, টপ, মধ্যম বা হার্ট। আর এগুলো একসঙ্গে নির্দিষ্ট সুগন্ধ হিসেবে কাজ করে। সুগন্ধগুলো সাধারণত বিভিন্ন নোট হিসেবে ভাগ করা হয়। যেমন- ফুলের ভিন্ন সুগন্ধ গোলাপ, গার্ডেনিয়া, জেরানিয়ামের মতো গন্ধ। সিট্রাস বা টক-জাতীয় ফল যেমন আপেলের সুগন্ধ।

ভিন্নধর্মী ও কড়া সুগন্ধির মধ্যে রয়েছে মসলাদার ঘ্রাণ যেমন- স্টার অ্যানিস বা দারুচিনির ঘ্রাণ। এভাবে বিভিন্নভাবে ভাগ করা গন্ধগুলো নিজের রুচি অনুযায়ী নির্দেশিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

ঘনত্ব নির্বাচন করা

ঘনত্বে ভিত্তিতে সুগন্ধি চার রকমের হয়ে থাকে। ঘনত্ব যত বেশি, দামও তত বেশি হয়। সাধারণত বেশি ঘনত্বের সুগন্ধি শক্তিশালী ঘ্রাণ ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। এটা সম্পূর্ণ একটা দিন স্থায়ী হতে পারে। এর পরের স্তর হল 'উ দো পার্ফাম' যা ব্যবহারের পর সাধারণত ছয় ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

রবিবার আগরতলায় কৃষ্ণনগর ক্লাবের উদ্যোগে দুস্থদের মধ্যে কাপড় বিতরণ করা হয়।

কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী জুবিন গার্গের শেষকৃত্য কামারকুচিতে, অসমজুড়ে শোকের ছায়া

গুয়াহাটি, ২১ সেপ্টেম্বর: অসমের জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী জুবিন গার্গের আকস্মিক মৃত্যুতে গোটা রাজ্য তথা উত্তর-পূর্ব ভারতে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় জুবিন গার্গের মৃত্যু হয়, যখন তিনি সমুদ্রে সাঁতার কাটার সময় লাইফ জ্যাকেট ছাড়াই ডুবে যান। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই অসমের মানুষ স্তব্ধ হয়ে পড়ে, আর এক বিশাল সাংস্কৃতিক অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, বিস্তৃত আলোচনা এবং জুবিন গার্গের পরিবারের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর শেষকৃত্যের জন্য কামারকুচি (সোনাপুর সাব-ডিভিশনে) চূড়ান্ত স্থান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রনোজ পেগু ২১ সেপ্টেম্বর কামারকুচি সহ তিনটি সম্ভাব্য স্থান পরিদর্শন করেননাজিরাখাটে উত্তর-পূর্ব আদিবাসী জাদুঘরের মাঠ, সোনাপুর বারখাটে জাতীয় সড়কের পাশে সরকারি জমি এবং হাতিমুরা এলাকার একটি খালি প্লট। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ভিডিও কলে এই পরিদর্শনে যুক্ত থেকে পুরো বিষয়টি তদারকি করেন। অবশেষে জুবিনের পরিবার ও রাজ্যের কর্মকর্তাদের যৌথ সম্মতিতে কামারকুচিকেই শেষ গন্তব্য হিসেবে বেছে নেওয়া হয়।

২১ সেপ্টেম্বর রবিবার সকাল ৭টা নাগাদ দিল্লি থেকে গুয়াহাটি বিমানবন্দরে পৌঁছে যায় জুবিন গার্গের মরদেহ। সেখান থেকে তাঁর কফিনবাহী অ্যাম্বুলেন্স ধীরে ধীরে শহরের রাস্তায় এগোতে থাকে কাহিলিপাড়ার উদ্দেশ্যে। কফিনটি ফুল, গামোছা এবং তাঁর স্মরণে লেখা বার্তা দিয়ে সুশোভিত করা হয়। পথে পথে হাজার হাজার মানুষ, সকল ধর্ম ও পেশার মানুষহাতে গামোছা, ফুল, পোস্টার, ছবি নিয়ে অপেক্ষা করে থাকেন তাঁদের প্রিয় 'জুবিন দা'র শেষ ঝলক দেখার জন্য।

কাহিলিপাড়ায় পৌঁছানোর পর তাঁর স্ত্রী গরিমা সাইকিয়া গার্গ কান্নায় ভেঙে পড়েন, মরদেহ আলিঙ্গন করে শেষ শ্রদ্ধা জানান। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, রাজ্যের অন্যান্য মন্ত্রী ও কর্মকর্তারা এই সময় উপস্থিত ছিলেন।

জুবিনের প্রিয় খোলা জিপ এবং তাঁর ব্যান্ডের সদস্যরাও শবযাত্রায় অংশ নেন।

এরপর তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় অর্জুন ভোগেশ্বর বড়ুয়া ক্রীড়া কমপ্লেক্সে, সারুসজাইতে, যেখানে সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ পান। হাজার হাজার ভক্ত রাত থেকেই সেখানে ক্যাম্প করে ছিলেন, অনেকেই গরম ও ভিড়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন, কিছুজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অ্যানাটমি বিভাগের এক বিশেষ মেডিকেল দল জুবিন গার্গের মরদেহ পরীক্ষা করবে। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, মরদেহ সংরক্ষণের উপযোগী অবস্থায় থাকলে শ্রদ্ধা নিবেদনের সময়সীমা বাড়ানো হতে পারে। তবে মরদেহে পচন ধরার লক্ষণ দেখা গেলে আগামীকাল সন্ধ্যার মধ্যেই শেষকৃত্য সম্পন্ন করার সম্ভাবনা রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে রবিবার সন্ধ্যায় অসম মন্ত্রিসভা বৈঠক করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যালের প্রধান আয়োজক শ্যামকানু মহন্ত জানিয়েছেন, জুবিন গার্গ শুধুমাত্র উৎসবের উদ্দেশ্যে নয়, বরং বিশ্রাম ও স্থানীয় আসাম অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে সিঙ্গাপুর গিয়েছিলেন।

গার্গের পরিকল্পনা ছিল স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে দেখা করা, কয়েকটি গান গাওয়া এবং সিঙ্গাপুর ঘুরে দেখা। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর তথ্য নিয়ে মহন্ত বলেন, "এটি একটি ব্যবসায়িক যাত্রা ছিল না, বরং সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপনের জন্য ছিল এনইআইএফ।"

জুবিন গার্গের মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর শোকবার্তায় গার্গের সাংগীতিক অবদানের প্রশংসা করেন এবং পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। তবে মণিপুরের কংগ্রেস সাংসদ বিমল আকোজাম এই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, কেন একই শ্রদ্ধা জানানো হয়নি মণিপুরের মহান নাট্যকার ওজা রতন থিয়ামের মৃত্যুতে।

পদ্মশ্রী, সংগীত নাটক আকাদেমি ফেলো, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নাট্যকার থিয়ামের মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করে আকোজাম বলেন, "তিনি একজন মেইতেই বলেই কি এই অবজ্ঞা?" তাঁর এই বক্তব্য সামাজিক মাধ্যমে নতুন করে 'নর্থইস্ট বৈষম্য' বিতর্ককে উস্কে দিয়েছে।

জুবিন গার্গ শুধুমাত্র একজন গায়ক ছিলেন না, তিনি ছিলেন অসমের আত্মার অংশ। তাঁর গান, তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ, তাঁর সৃষ্টিশীলতা অসম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের লাখো মানুষের জীবনে আলো জ্বালিয়েছে। কামারকুচিতে তাঁর শেষকৃত্য হবে এই সময়ের সবচেয়ে বৃহৎ বিদায় অনুষ্ঠানগুলির একটি, যেখানে আবেগ, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার এক অভূতপূর্ব সমাবেশ দেখা যাবে।

অসম তাঁকে ভুলবে না'জুবিন দা' হয়ে থাকবেন সর্বদা জীবন্ত, মানুষের হৃদয়ে, গানে এবং অসমের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে।

এইচ-১বি ভিসা, শুল্ক নিয়ে কি কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী ?': দেশের প্রতি ভাষণের আগে কংগ্রেসের তীব্র আক্রমণ মোদির বিরুদ্ধে

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আজ সন্ধ্যা ৫টায় দেশের প্রতি ভাষণ দেওয়ার আগে কংগ্রেসে তীব্র প্রশ্ন উঠেছে, তিনি কি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এইচ-১বি ভিসার ফি বৃদ্ধির মতো বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবেন? ট্রাম্পের ভারত-বিরোধী শুল্ক এবং পাকিস্তান-ভারত সংঘাতের সময় শান্তি আলোচনার মধ্যস্থতার দাবিকে কেন্দ্র করে ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের অবনতির প্রসঙ্গেও কংগ্রেসের প্রশ্নের মুখে পড়েছেন প্রধানমন্ত্রী। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও যোগাযোগ দফতরের ইনচার্জ জৈরম রমেশ 'এক্স' প্ল্যাটফর্মে একটি পোস্টে মোদিকে আক্রমণ করে বলেন, "যখন প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রতি ভাষণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাঁর 'ভাল বন্ধু' ওয়াশিংটন ডিসিতে আবারও দাবি করেছেন — ৪২তমবার — যে তিনি অপারেশন সিদুর বন্ধ করেছেন।"

রমেশ আরও বলেন, এই দাবি ট্রাম্প শুধু আমেরিকায় নয়, সৌদি আরব, কাতার ও যুক্তরাজ্যের সফরের সময়ও করেছেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন, "প্রধানমন্ত্রী কি এই দাবিগুলো মোকাবিলা করবেন? ক্রমবর্ধমান ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে কথা বলবেন? লক্ষাধিক এইচ-১বি ভিসা ধারকদের উদ্বেগের কথা তুলে ধরবেন? অথবা কোটি কোটি কৃষক ও শ্রমিকদের প্রতি আশ্বাস দেবেন, যাদের জীবিকা তাঁর 'ভাল বন্ধুর' শুল্কের কারণে ঝুঁকিতে রয়েছে? না কি শুধু নতুন জিএসটি হারের উপর আগের মতোই পুনরাবৃত্তি করবেন, যা নিঃসন্দেহে হতাশাজনক ও আগামীকাল থেকে কার্যকর হচ্ছে?"

গতকাল অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ ঘোষিত জিএসটি হারের এই পরিবর্তন আগামীকাল থেকে কার্যকর হবে, যার ফলে বিভিন্ন পণ্যের দাম কমবে।

গত শুক্রবার হঠাৎ করেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঘোষণা করেন এইচ-১বি ভিসার বার্ষিক ফি ১ লক্ষ বাড়ানোর কথা। এই ঘোষণার পর শনিবার বিদেশি কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেকেই নির্দিষ্ট সময়সীমার আগে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাওয়ার তাগিদ পায়। পরে ট্রাম্প প্রশাসন পরিষ্কার করে, এই নতুন ফি শুধুমাত্র নতুন আবেদনগুলোর জন্য এককালীন, বর্তমান ভিসাধারীদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের অবনতি চলাকালীন যুক্তরাষ্ট্র গত ৭ আগস্ট ২৫ প্রতিশোধমূলক শুল্ক আরোপ করে, যা ২৭ আগস্ট রাশিয়ার তেল ক্রয়ের জন্য অতিরিক্ত ২৫ শুল্কের সঙ্গে মিলিয়ে মোট ৫০ শুল্কে পৌঁছায়।

এছাড়া ট্রাম্প বারবার দাবি করে চলেছেন যে, তিনি ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের মধ্যে চলা সংঘর্ষে মধ্যস্থতা করেছেন এবং এর জন্য তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কারের দাবিদার।

মে মাসে ভারতের অপারেশন সিনদূর নামে একটি সামরিক অভিযান শুরু হয়, যা পাকিস্তান ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিতে বিমান হামলা চালায়। ভারত বারবার জানিয়েছে, এই সংঘর্ষের অবসানের জন্য কোনো তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা নেওয়া হয়নি এবং ভবিষ্যতেও নেওয়া হবে না। প্রধানমন্ত্রী মোদিও স্পষ্ট জানিয়েছেন, ভারত কখনো তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতাকে মেনে নেয়নি।

এই প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই আজ প্রধানমন্ত্রী মোদির ভাষণ নিয়ে দেশের রাজনৈতিক মহলে উত্তেজনা বাড়ছে, যেখানে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্য ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রের আগ্রহ বাড়ছে ভাষণের বিষয়বস্তুর ওপর।

মণিপুরে আসাম রাইফেলসের উপর হামলার তদন্তে দুই ব্যক্তি আটক, শান্তির জন্য প্রতিবাদ ও স্মরণসভা

ইমফল, ২১ সেপ্টেম্বর : মণিপুরের বিষ্ণুপুর জেলায় ১৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় নম্বোল সাবাল লাইকে একটি আসাম রাইফেলস কনভয়ের উপর সন্ত্রাসী হামলায় দুই জন জওয়ান নিহত এবং পাঁচ জন আহত হন। এই ঘটনায় পুলিশ দুই সন্দেহভাজনকে আটক করেছে। হামলাকারীরা কনভয়ের উপর গুলি চালায় এবং ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে মুতুম ইয়াংবিতে একটি সিলভার-ব্লু ভ্যান উদ্ধার করা হয়েছে, যা হামলাকারীদের ব্যবহৃত সন্দেহ করা হচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ভ্যানটি বেশ কয়েকবার মালিকানা পরিবর্তন করেছে এবং তাদের আগের মালিকদের খুঁজে বের করে হামলার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। নিরাপত্তা বাহিনী এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে হামলাকারীদের ধরার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

অন্যদিকে, ২০ সেপ্টেম্বর থাঙ্গা বিধানসভা ক্ষেত্রের কাইরেনফাবিতে শতাধিক মানুষ মোমবাতি ও টর্চ হাতে এনে নিহত নাইব সাবেদার শ্যাম গুরং ও রাইফেলম্যান রণজিত সিং কাশ্যপের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সমবেদনা জানায়। তারা স্লোগান দেয় "আমরা শান্তি চাই" ও "নম্বোল ঘটনার নিন্দা জানাই।" এই সমাবেশে এলাকার বাসিন্দারা নিরাপত্তাহীনতার প্রতিবাদ এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তির দাবিও তুলে ধরেন।

থাঙ্গা বিধায়ক তংব্রম রবিন্দ্র সিং বলেন, "সেনারা শুধুমাত্র মানিপুর নয়, পুরো দেশের সুরক্ষার জন্য আত্মত্যাগ করেন। তাদের প্রতি সহিংসতা গ্রহণযোগ্য নয়।" তিনি নিহত জওয়ানদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতার কামনা করেন। তিনি বলেন, "মোমবাতি জওয়ানদের ত্যাগের সম্মান এবং রাজ্যে ঐক্য ও শান্তির আশা প্রকাশ করে।"

মণিপুরের বিভিন্ন স্থানে হামলার প্রতিবাদে সমাবেশ ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে কমিউনিটি নেতারা এবং সাধারণ মানুষ স্থিতিশীলতা ও সহিংসতা বন্ধের আহ্বান জানান।

মণিপুরে সশস্ত্র ও মাদকবিরোধী অভিযান তীব্র, গ্রেপ্তার ও অস্ত্র ও মাদক উদ্ধার

ইমফল, ২১ সেপ্টেম্বর : মণিপুর পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী গত দুই দিনে সশস্ত্র ও মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করেছে। একাধিক গ্রেপ্তার এবং অস্ত্র ও মাদক জব্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

২০ সেপ্টেম্বর ইমফল ইস্টের কঙ্গবা ক্ষেত্র থেকে রাইকুমার নামেও পরিচিত অধিকারিময়ুম রামকুমার শর্মাকে (৬২) আটক করা হয়। শর্মা রিফ/পিএলএ'র সক্রিয় সদস্য, যিনি কঙ্গবা লইশ্রম লেইকাই ক্রসিং থেকে পরমপাট থানার অধীনে গ্রেপ্তার হন। তাঁর কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।

একদিন আগে বিষ্ণুপুর জেলার ট্রংলাওবির এলাকায় বাসিন্দা, দোকানদার ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান থেকে মুক্তিপণের জন্য অর্থ আদায়ের অভিযোগে দুই জন প্রেপাক সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের নাম পরিচয় হল থোকচম মনিমতুম সিং (২০) ও লইশ্রম প্রমসাগর সিং (২৪)। তাদের কাছ থেকে দুটি মোবাইল ফোন এবং সিম কার্ড জব্দ করা হয়েছে।

সেদিনই ইমফাল ওয়েস্টের তক্যেল কলোম লেইকাই এলাকার ফিজাম চেতনজিৎ সিং (৩৩)কে পতসোই থানার এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর কাছ থেকে একটি এসএলআর রাইফেল, দুই ম্যাগাজিন, ৪৬ রাউন্ড ৭.৬২ মিমি এসএলআর গুলি, ৩০ রাউন্ড ৫.৫৬ মিমি ইনসাস গুলি, ১৭ রাউন্ড .৩০৩ গুলি, এক রাউন্ড ৭.৬২ মিমি একে গুলি, এক রাউন্ড ৫.৫৬ মিমি অমোগ গুলি এবং একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।

অন্যদিকে, জিরিবাম জেলায় বোরবেকরা থানার আওতাধীন জাত্রাপুর গ্রাম সংলগ্ন সড়কের পাশে ২১টি সাবানের বাক্সে প্রায় ২৪০ গ্রাম সন্দেহজনক ব্রাউন সুগার উদ্ধার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী।

প্রশাসনিক সূত্র জানিয়েছে, এই অভিযানগুলি রাজ্যে সশস্ত্র জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টার অংশ।

কাউকে ছাড়া হবে

● প্রথম পাতার পর

আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তিনি আরো বলেন, রাজ্যে আইনের শাসন রয়েছে। আইনের উপর বিশ্বাস রয়েছে প্রত্যেকের। তাই হেজামারার ঘটনায় যারা এই মঙ্গল দেববর্মা এবং তার সঙ্গীদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।। তারা কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক বলে প্রশাসন ছাড় দেবে না। হে জামারের ঘটনায় এভাবেই হুঁশিয়ারি দিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

মথার হামলায়

● প্রথম পাতার পর

যতদিন আমরা কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সহিংসতার সংস্কৃতি অনুসরণ করব, ততদিন আমাদের রাজ্যে কোনো উন্নয়ন ঘটবে না।'

প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন সামাজিক মাধ্যমে এই বক্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে। অনেকের মতে তিপ্রা মথা সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ির মাধ্যমে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশকে উত্তপ্ত করতে চাইছে।

বিজেপির সভায় শরিক দল তিপ্রা মথার হামলা নতুন নয়। এর আগেও আশারামবাড়িতে এই ঘটনা ঘটেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তখন হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ফের পুনরায় এ ধরনের ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে তীব্র গুঞ্জনের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। এখন প্রশাসন ও বিজেপি এই বিষয়ে আগামী কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেটাই দেখার।

যানবাহন চলাচলে বিধিনিষেধ

● প্রথম পাতার পর

বেসরকারি গাড়ি ও দ্বিচক্রযানগুলিকে নিম্নলিখিত রুট ব্যবহার করতে হবে। ১) বিশালগড় মধুপুর আগরতলা২) বিশ্রামগঞ্জ ইটভাটা টাকারজলা শ্রীনগর ৩) এস.ডি.পি.ও. অফিস চৌমুহনি থেকে বিশালগড় মোটরস্ট্যান্ড পর্যন্ত বিশালগড় বাইপাস সকাল ১০টা থেকে ভি.ভি.আই.পি.-দের না যাওয়া পর্যন্ত (আপৎকালীন কারণ ছাড়া) জনসাধারণের গাড়ি চলাচলের জন্য বন্ধ থাকবে। সাধারণ দৈনন্দিন কাজের জন্য বিশালগড়ের জনসাধারণকে এস.ডি.পি.ও. অফিস চৌমুহনি থেকে মোটরস্ট্যান্ড যেতে হলে অফিসটিলা হয়ে বা অন্য গলি রাস্তা ব্যবহার করতে বলা হয়েছে।

স্বদেশি পণ্যে

● প্রথম পাতার পর

প্রতিটি রাজ্য এর সুফল পাবে।" এ মাসের শুরুতে জিএসটি কাউন্সিল যে নতুন কাঠামোর অনুমোদন দিয়েছে, তা অনুযায়ী এখন থেকে দেশে দুটি প্রধান জিএসটি স্ল্যাব কার্যকর হবে ৫ এবং ১৮। যেসব পণ্য এতদিন ১২ করের আওতায় ছিল, সেগুলিকে ৫ করের আওতায় আনা হয়েছে। যেসব পণ্য আগে ২৮ করের আওতায় ছিল, সেগুলির অধিকাংশই এখন থেকে ১৮ করের আওতায় পড়বে।

তবে বিলাসপণ্য এবং "সিন গুডস" (যেমন: তামাকজাত পণ্য, বিলাসবহুল গাড়ি ইত্যাদি) এর ক্ষেত্রে ৪০ পর্যন্ত কর বিদ্যমান থাকবে, যেটি "কম্পেনসেশন সেস" হিসেবে আরোপিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই সংস্কার শুধুমাত্র ব্যবসায়ীদের জন্য নয়, এটি কৃষক, মধ্যবিত্ত, গৃহিণী, শিক্ষার্থী সবার জন্যই উপকারী। নতুন জিএসটি কাঠামো আমাদের দেশের কর ব্যবস্থাকে আরও সরল ও স্বচ্ছ করে তুলবে। এটি দেশের মধ্যে উৎপাদন ও বিক্রির প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে।"

দেশবাসীর প্রতি তাঁর বার্তার শেষ অংশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আসুন এই নবরাত্রিতে প্রতিজ্ঞা করি আমরা যতটা সম্ভব স্বদেশি পণ্য ব্যবহার করব, দেশীয় শিল্পকে সমর্থন করব, এবং আত্মনির্ভর ভারত গড়ার যাত্রায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করব।"

নবরাত্রির মতো শুভ সময়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই বার্তা শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক বক্তব্য নয়, বরং এটি ভারতীয় অর্থনীতি ও সমাজের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা। আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার এই আহ্বান কতটা বাস্তবায়িত হয়, তা আগামী দিনের ভারত নির্ধারণ করবে।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে আগরতলার মহিলাদের মধ্যে শাড়ি বিতরণ, মুখ্যমন্ত্রীর আনন্দজনক বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর: দুর্গাপূজা উপলক্ষে মঙ্গলবার আগরতলার ৩৩ ও ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের মহিলাদের মধ্যে শাড়ি বিতরণ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "মা ও বোনেরা হলেন মা দুর্গার রূপ। প্রতিটি মানুষ শান্তিতে থাকতে চায়, এবং রাজ্য সরকার মাঝে মাঝে রাজ্যের জনগণের শান্তি বজায় রাখতে তার ক্ষমতা ব্যবহার করে। তবে কিছু মানুষ অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে, যা সরকার কখনো সহ্য করবে না।"

ডাঃ সাহা আরও জানান, "নবরাত্রি শুরু হয়েছে এবং আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মাতাবাড়িতে দুর্গাপূজা দিতে আসবেন। ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের সৌন্দর্যায়নের জন্য প্রায় ৫২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে, যা প্রধানমন্ত্রী মোদী উদ্বোধন করবেন। এটি আমাদের জন্য সত্যিই আনন্দের দিন।"

রাজনৈতিক সংঘর্ষ নয়, কিছু

● প্রথম পাতার পর

জানিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

উল্লেখ্য, আজ দুপুরে হেজামারা কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত জনজাতি মোর্চার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা ছিল সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের ও। তা ঠিক কিছুক্ষণ আগে রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা হেজামারা অঞ্চল। ঘটনায় আক্রান্ত হয়েছেন বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। তার মধ্যে গুরুতর আহত হয়েছেন মঙ্গল দেববর্মা। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এছাড়াও এক সাংবাদিক সহ অন্যান্যরাও এই ঘটনায় আহত হয়েছেন।

গোমতী নদীতে যুবকের

● প্রথম পাতার পর

হদ্রা এলাকায় নদীতে ভেসে যাওয়া একটি মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে অগ্নিনির্বাপক দপ্তর ও এনডিআরএফের দল। তারা মৃতদেহ উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে মৃতদেহের পরিচয় নিশ্চিত না হলেও ধারণা করা হচ্ছে এটি অঙ্কিত দাশের। পরিবারের সদস্যরা এসে শনাক্ত করার পর বিষয়টি পরিষ্কার হবে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য গোমতী জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

নেশার বিরুদ্ধে গণ

● প্রথম পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তাঁর নেতৃত্বে দেশ আগামীদিনে আরো শক্তিশালী হতে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের মধ্যে ৩৫ বছরের নিচে জনসংখ্যার প্রায় ৬ যুব রয়েছেন। এই বিশাল অংশের যুবদের সদ্ব্যবহার করতে পারলে আমাদের উন্নয়ন কেউ আটকাতে পারবে না। আর সেটাই বারবার বুঝাতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী। মন কি বাত কার্যক্রম থেকে শুরু করে বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রধানমন্ত্রী দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যুবদের পরামর্শ, মতামত ও চিন্তাভাবনা সম্পর্কে অবগত হন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত সেবা পক্ষকাল কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে। এরই একটা অংশ আজকের নমো যুব রান। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তুলতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আমরা চাই নেশার বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে এগিয়ে আসুক যুবরা। যারা নেশা বা মাদকের শিকার হচ্ছে তাদের নেশার কুফল সম্পর্কে বুঝাতে হবে। নেশা করলে কি কি সমস্যা হতে পারে সেটা অবহিত করতে হবে। নেশার কারণে পুরো পরিবার, সমাজ ধ্বংস হতে চলেছে। ডাঃ সাহা বলেন, দীর্ঘ ৩০/৩৫ বছর যারা রাজত্ব করেছে তারা পুরো ত্রিপুরাকে একটা নেশার রাজ্য হিসেবে তৈরি করে গেছে। ২০১৮ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকার আসার পর নেশার বিরুদ্ধে সারা রাজ্যে অভিযান শুরু করে পুলিশ সহ বিভিন্ন নিরাপত্তা এজেন্সিগুলি। এখন নেশাদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করার পরিমাণ প্রায় ১০৩ হয়েছে। নেশা সামগ্রী ধ্বংসের পরিমাণ প্রায় ১৩২/১৩৩ হয়েছে। কিন্তু এতে আত্মতৃপ্তির কোন অবকাশ নেই। সমস্ত ত্রিপুরার কোনায় কোনায় নেশার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে যুব সমাজকে।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বারবার বলছেন যুবদের চিন্তা শক্তি ও বিকাশকে সামনের দিকে আনতে হলে যথাযথ শিক্ষার প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে ত্রিপুরা সরকার গুণমান সম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের জন্য কাজ করছে। এর মাধ্যমে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা ও এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ে তোলা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে এই কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছে সেটা অবশ্য সফল হবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, সহ সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত, যুব মোর্চার প্রদেশ সভাপতি বিধায়ক সুশান্ত দেব, যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক শম্ভুলাল চাকমা, বিধায়ক ভগবান দাস, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব ও কার্যকর্তাগণ।

রবিবার আগরতলায় ইসকনের উদ্যোগে এক র‍্যালি আয়োজিত হয়।

সোমবার থেকে সস্তা হচ্ছে গাড়ি, ইলেক্ট্রনিক্স, খাবার ও ওষুধ; কার্যকর হচ্ছে নতুন জিএসটি কাঠামো

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর: সোমবার (২৩ সেপ্টেম্বর) থেকে দেশে কার্যকর হচ্ছে জিএসটি কাউন্সিলের নতুন কর কাঠামো, যার ফলে মোট ৩৭৫টি পণ্য ও পরিষেবা আরও সস্তা হবে। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এই সংস্কারে আগের চারটি জিএসটি স্তর (৫, ১২, ১৮ ও ২৮) সরিয়ে রেখে মাত্র দুটি স্তর রাখা হয়েছে৫ শতাংশ ও ১৮ শতাংশ। তবে বিলাসবহুল পণ্য ও "সিন গুডস"-এর (যেমন তামাক, পান মসলা, বিলাসবহুল গাড়ি, ইয়ট, চিনি-যুক্ত পানীয়) উপর বিশেষ ৪০ শতাংশ কর বহাল থাকবে।

নতুন জিএসটি কাঠামো অনুযায়ী, দুধজাত পানীয়, বিস্কুট, ঘি, সিরিয়াল, শুকনো ফল, ফলের রস, আইসক্রিম, কেচাপ, চানাচুর, পনির, পেস্ট্রি, সসেজ ও ডাবের পানির মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যগুলোর উপর কর কমে যাচ্ছে। একইভাবে, সাবান, শ্যাম্পু, চুলের তেল, শেভিং ক্রিম, ফেস ক্রিমের মতো দৈনন্দিন ব্যবহারের পণ্যের দামও কমবে।

ইলেকট্রনিক পণ্যের মধ্যে এসি, ওয়াশিং মেশিন, টেলিভিশন, ডিশওয়াশার ইত্যাদির দাম হ্রাস পাবে। চিকিৎসা খাতে, বেশ কিছু ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের উপর জিএসটি ৫ শতাংশ করা হয়েছে। ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা নতুন মূল্য ছাপিয়ে ভোক্তাদের সেই সুবিধা পৌঁছে দেয়। পাশাপাশি, সেলুন, জিম, ফিটনেস সেন্টার ও যোগব্যায়ামের মতো পরিষেবার উপর কর কমানো হয়েছে।

আবাসন খাতেও বড় স্বস্তি এসেছে। সিমেন্টের উপর কর ২৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে বাড়ি নির্মাণে ব্যয় কমাতে সাহায্য করবে।

এই কর সংস্কারকে "দীপাবলির উপহার" বলে বর্ণনা করেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তিনি বলেন, "এই পরিবর্তন শুধু কর হার কমানো নয়, বরং জীবনযাত্রার সরলতা ও কাঠামোগত সংস্কারের একটি অংশ।"

শিল্পমহলে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। হিন্দুস্তান ইউনিলিভার ঘোষণা করেছে, তারা ডাভ শ্যাম্পু, লাইফবয় সাবান, হরলিক্স, কিসান জ্যামের মতো পণ্যের দাম কমাবে। আমুল তাদের ৭০০-রও বেশি পণ্যে ছাড় দিয়েছে, যার মধ্যে আছে ঘি, মাখন, পনির, চিজ, আইসক্রিম ও বেকারি সামগ্রী।

ভারতীয় রেলও 'রেল নীর' জলের বোতলের দাম ১৫ টাকা থেকে কমিয়ে ১৪ টাকা করেছে। গাড়ি শিল্পেও ব্যাপক প্রভাব পড়বে এই পরিবর্তনের। ছোট হ্যাচব্যাক গাড়ির উপর কর ১৮ শতাংশ করা হয়েছে, যেটি আগে ছিল ২৮ শতাংশ। এর ফলে মারুতি সুজুকি, টাটা মোটরস, হুন্ডাই ইন্ডিয়া-সহ একাধিক সংস্থা ৭০,০০০ থেকে ১.৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত গাড়ির দাম কমানোর ঘোষণা দিয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই জিএসটি সংস্কার ভোক্তাদের অর্থনৈতিক স্বস্তি দেবে এবং বাজারে চাহিদা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন মিথুন মানহাস, কোষাধ্যক্ষ হতে পারেন রঘুরাম ভাট

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর: ভারতের ক্রিকেট প্রশাসনে বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে। প্রাক্তন দিল্লি অধিনায়ক মিথুন মানহাস হতে চলেছেন বোর্ড অব কন্টোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া (বিসিসিআই)-এর নতুন সভাপতি। ইএসপিএনক্রিকইনফোর রিপোর্ট অনুযায়ী, রবিবার মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর তিনিই একমাত্র প্রার্থী হিসেবে উঠে এসেছেন।

আগস্টে রজার বিনি সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর পর এই পদটি ফাঁকা ছিল। সেই থেকে সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা অন্তর্বর্তীকালীনভাবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন।

মানহাসের সঙ্গে বোর্ডের নেতৃত্বে আরও এক প্রাক্তন ক্রিকেটার যোগ দিতে চলেছেন। কর্ণাটক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান সভাপতি ও প্রাক্তন ভারতীয় স্পিনার রঘুরাম ভাট-কে সম্ভাব্য কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত করা হতে পারে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মহালয়া উপলক্ষে রঘুনাথপুর শ্রীশ্রী রামঠাকুর সেবা আশ্রমে মঙ্গলারতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২১ সেপ্টেম্বর: শুভ মহালয়ার পূণ্য তিথিতে দেবীপক্ষের সূচনার দিনে রঘুনাথপুর শ্রীশ্রী রামঠাকুর সেবা আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গল আরতি। রবিবার ভোর থেকে শুরু হওয়া এই আয়োজনে উপস্থিত হন অসংখ্য ভক্ত। মঙ্গলারতি শেষে আশ্রম কর্তৃপক্ষ ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন।

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও আশ্রম কর্তৃপক্ষ মহালয়া উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন করে। দেবীপক্ষের সূচনা উপলক্ষে আশ্রম প্রাঙ্গণে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় দেখা যায়। এদিন আশ্রম কর্তৃপক্ষ আগামী এক মাসের কর্মসূচি নিয়েও সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে আলোচনা করেন।

সোশ্যাল জাস্টিস ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আইজিএম হাসপাতালে দু:স্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর: সোশ্যাল জাস্টিস ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শারদীয়া উৎসবের প্রাকলগ্নে আইজিএম হাসপাতালে দু:স্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। সোশ্যাল জাস্টিস ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে শারদীয় উৎসবের প্রাক লগ্নে গরীব দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয় আগরতলা আইজিএম হাসপাতালে সামনে। এই সংগঠন তৈরি হয় ২০২৪ সালে। ১০৩২৩ শিক্ষকসহ বেশ কিছু বেকারদের নিয়ে তৈরি হয় এই সংগঠন।

বস্ত্র দান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সোশ্যাল ডাস্টিস ফাউন্ডেশন এর কর্মকর্তারা জানান সামাজিক দায়িত্ববোধের অঙ্গ হিসেবেই শারদ উৎসবের প্রাক্কালে তারা আইজিএম হাসপাতাল এর সামনে এ ধরনের বস্ত্রদান শিবিরের আয়োজন করেছে। তারা বলেন আমাদের সমাজে এখনো এমন অনেক মানুষ রয়েছেন যারা পরিবারের সমস্ত দায় দায়িত্ব পালন করে পূজার সময় নতুন কাপড় ক্রয় করে পরিধান করার মত কোন আর্থিক ক্ষমতা থাকে না। শারদ উৎসবের তারাও যাতে নতুন কাপড় পরিধান করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এ ধরনের বস্ত্র দান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

মহালয়ার পুণ্যলগ্নে কমলপুর বাজার ব্যবসায়ী কমিটির উদ্যোগে মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২১ সেপ্টেম্বর: দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে মহালয়ার পূণ্য লগ্নে রবিবার কমলপুর বাজার ব্যবসায়ী কমিটির এক মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। এবার কমলপুর বাজার ব্যবসায়ী কমিটির দুর্গা পূজা তৃতীয় বর্ষে পা দিয়েছে। এবার প্রথম বাজার কমিটি স্বেচ্ছায় রক্তদানের আয়োজন করে। এই রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে বাজার ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়।

স্বেচ্ছায় রক্তদানে উপস্থিত ছিলেন বাজার দুর্গা পূজা কমিটির সভাপতি শশাঙ্ক শেখর দেব, বাজার কমিটির সম্পাদক সুমন বনিক, ব্লাড ডোনার এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অর্জুন দেব, আইনজীবী শ্যামল কান্তি পাল, বিশিষ্ট সমাজসেবী সম্পা দাস সহ অন্যান্য অতিথিরা।

রক্তদান শিবিরে মোট ৫০ জনের নাম নথিভুক্ত করা হয়। বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী দেবাশিস ভট্টাচার্য্য বলেন, আজকের রক্তদান শিবিরে বাজারের দুর্গা পূজা কমিটির সভাপতি, বাজার কমিটির সম্পাদক সহ সবাই এই রক্তদান শিবির আয়োজনে সাহায্য করেছেন। রক্তদান মহৎ দান। মুমূর্ষ রোগীদের বাঁচানোর জন্য আমরা যাতে রক্ত দিতে পারি তার জন্য আগামী দিনে আমরা এই ধরনের কর্মসূচি পালন করবো।

ডেয়ারি পণ্যের উপর জিএসটি মুকুব, গোমতী ডেয়ারির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা,২১ সেপ্টেম্বর: কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি ডেয়ারি পণ্যের উপর থেকে জিএসটি মুকুব করেছে। এর ফলে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের দাম কমার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে রবিবার রাজধানীর ইন্দ্রনগরস্থিত আগরতলা ডেয়ারিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে গোমতী কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসারসইউনিয়ন লিমিটেড।

সংবাদ সম্মেলনে গোমতী ডেয়ারির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানানো হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, জিএসটি মুকুবের ফলে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি দুগ্ধ উৎপাদনকারীরাও উপকৃত হবেন। এতে একদিকে যেমন দুধ ও দুধজাত দ্রব্যের বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণে আসবে, অন্যদিকে দুগ্ধ শিল্পের সম্প্রসারণে নতুন দিশা খুলে যাবে।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন গোমতী কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসারসইউনিয়নের চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য আধিকারিকরা। তারা জানান, সরকারের এই সিদ্ধান্ত কৃষক ও সাধারণ ভোক্তা উভয়ের স্বার্থেই কার্যকর হবে।

ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ৪.৬৯৮ বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ৭০২.৯৬৬ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছল, রেকর্ড পরপর তৃতীয় সপ্তাহে বৃদ্ধি

মুম্বই, ২১ সেপ্টেম্বর:ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ধারাবাহিকভাবে তৃতীয় সপ্তাহেও বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রকাশিত সাম্প্রতিক সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১২ সেপ্টেম্বর শেষ হওয়া সপ্তাহে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ৪.৬৯৮ বিলিয়ন ডলার বেড়ে ৭০২.৯৬৬ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। বহু প্রত্যাশিত ৭০০ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক পার করল ভারত।

রিজার্ভের এই বৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি ছিল বৈদেশিক মুদ্রা সম্পদ ও স্বর্ণ রিজার্ভ। আরবিআই'র তথ্য অনুযায়ী, বৈদেশিক মুদ্রা সম্পদ ২.৫৩৭ বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৮৭.০১৪ বিলিয়ন ডলারে। অপরদিকে, স্বর্ণ রিজার্ভ ২.১২ বিলিয়ন ডলার বেড়ে ৯২.৪১৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

আরবিআই গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা সাম্প্রতিক আর্থিক নীতির পর্যালোচনার পরে জানান, বর্তমানে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ প্রায় ১১ মাসের আমদানির খরচ মেটানোর জন্য যথেষ্ট।

২০২২ সালে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে প্রায় ৭১ বিলিয়ন ডলারের ঘাটতি দেখা গেলেও, ২০২৩ সালে প্রায় ৫৮ বিলিয়ন ডলার যোগ হয়েছে রিজার্ভে। চলতি বছরে (২০২৫) এখনও পর্যন্ত ৫৩ বিলিয়ন ডলার রিজার্ভ বেড়েছে, যেখানে ২০২৪ সালে ২০ বিলিয়নের বেশি সংযোজন হয়েছিল।

উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ হল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে থাকা বৈদেশিক সম্পদ, যেগুলি মূলত মার্কিন ডলার, ইউরো, জাপানি ইয়েন ও পাউন্ড স্টার্লিংয়ের মতো প্রধান আন্তর্জাতিক মুদ্রায় সংরক্ষিত থাকে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রুপির বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখতে এই রিজার্ভ সক্রিয়ভাবে পরিচালনা করেরুপি শক্তিশালী হলে ডলার কেনে এবং দুর্বল হলে বিক্রি করে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বর্তমান বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের এই বৃদ্ধি দেশের অর্থনীতিকে বৈশ্বিক অস্থিরতার মধ্যেও আরও স্থিতিশীল রাখতে সহায়ক হবে।

সোনা পাচারকান্ডের ঘটনায় নয়া মোড়, রুকসানা বেগমের বাড়ী থেকে ১২ টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার

আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর: সোনামুড়া সোনা পাচারকান্ডের ঘটনায় নয়া মোড়। ঘটনার মূল মাস্টারমাইন্ড রুকসানা বেগমের বাড়ী থেকে মোট ১২টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়েছে। শনিবার গভীররাতে কাস্টম বিভাগ, বিএসএফ এবং সোনামুড়া থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়েছে। এই অভিযানে তার ঘরের পেছন থেকে মাটি চাপা অবস্থায় এই বিস্কুটগুলি উদ্ধার হয়েছে। সোনার বিস্কুট গুলিকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে কাস্টমস। এর ওজন ১.৩৯ কেজি , যার বাজার মূল্য আনুমানিক ১.৫৯ কোটি টাকা।

এদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার সকাল থেকেই তীব্র চঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। উত্তেজিত জনতারা রুকসানা বেগম এবং ওপরে অভিযুক্তের বাড়িঘরে হামলা চালায়। বাড়ি ঘরের আসবাবপত্রে আগুন ধরিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। ঘটনায় দিনভর উত্তপ্ত ছিল সোনামুড়া এলাকা।

গত মঙ্গলবার গভীর রাতে সোনা পাচার কাণ্ডে ঝামেলাকে কেন্দ্র করে সুলেমান হোসেন নামে এক যুবককে খুন করা হয়েছিল। পরে বুধবার সকালে তার মৃতদেহ হাসপাতালের সামনে এনে ফেলে রাখা হয়। তারপর থেকেই পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ তুলতে থাকেন এই ঘটনার মূল মাস্টারমাইন্ড রুকসানা বেগম। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে তাকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত শুরু করেছে। তারপরেই গতকাল রাতে সোনার বিস্কুট গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মহালয়ার তিথিতে অভয়নগর নিউস্টার ক্লাবের উদ্যোগে শিশু-কিশোরদের জন্য বসে আঁকো প্রতিযোগিতা আয়োজিত

আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর : মহালয়ার পূর্ণ তিথির আনন্দ উদযাপনের মধ্যে দিয়ে এবারের শারদ উৎসবকে বিশেষ করে তুলেছে অভয়নগর নিউস্টার ক্লাব। এবারের শারদ উৎসবের থিম হিসেবে ক্লাবটি বেছে নিয়েছে "বাচ্চাদের মোবাইল থেকে দূরে সরিয়ে খেলার মাঠে নিয়ে আসা" — যা বর্তমান সময়ে শিশুদের ডিজিটাল নির্ভরতার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে উদ্দীপ্ত।

এ উপলক্ষে ক্লাবের পক্ষ থেকে আজ একটি "বসে আঁকো" প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তিনটি বয়সভিত্তিক বিভাগ রাখা হয়েছে।

ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রতিযোগিতায় প্রায় পঞ্চাশের বেশি শিশু অংশগ্রহণ করেছে। প্রতিযোগিতায় শিশুদের বয়স অনুযায়ী আঁকার বিষয়বস্তু করে দেওয়া হয়েছিল।

এই ধরনের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্লাবের উদ্দেশ্য শিশুদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করা, প্রযুক্তি নির্ভর জীবনধারার বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সমাজে সৃজনশীল ও মননশীল ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গঠনে ভূমিকা রাখা।

ইসকন মন্দিরের উদ্যোগে মহালয়ার প্রভাতে শোভাযাত্রা ও কীর্তন

আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর : মহালয়ার পূর্ণ প্রভাতে ইসকন মন্দিরের উদ্যোগে কৃষ্ণ নাম প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। রবিবার এই শোভাযাত্রা ইসকন মন্দির থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমার মাধ্যমে এমবিবি কলেজ প্রাঙ্গণে গিয়ে মিলিত হয়।

কলেজ প্রাঙ্গণে উপস্থিত ভক্তরা আনন্দঘন পরিবেশে হরি নামে কীর্তন করেন। রীতিমত ধর্মীয় উৎসবমুখর পরিবেশে ভক্তরা একত্রে কৃষ্ণভক্তি এবং নামস্মরণের আনন্দ ভাগাভাগি করেন। এই শোভাযাত্রায় বিভিন্ন বয়সের বহু ভক্ত অংশগ্রহণ করেন এবং উৎসবের মধ্যে ধর্মীয় আবেগের ছোঁয়া ফুটিয়ে তোলেন।

ইসকন মন্দিরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ধরনের আয়োজনে ভক্তদের মধ্যে কৃষ্ণভক্তি বৃদ্ধি ও সমাজে ধর্মীয় সচেতনতা বাড়ানোই প্রধান লক্ষ্য।

মহালয়া উপলক্ষে আগরতলায় আরএসএস-এর সুসজ্জিত রেলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর: মহালয়ার পূণ্য তিথিতে প্রতিবছরের মতো এ বছরও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর উদ্যোগে আগরতলা শহরে এক সুসজ্জিত রেলির আয়োজন করা হয়। শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এদিনের রেলিতে অংশ নেন সংঘের বহু স্বয়ংসেবক।

আরএসএস-এর পশ্চিম জেলা কার্যকারক রণজিৎ চক্রবর্তী জানান, প্রতি বছর মহালয়ার দিনে সমাজকে সুশৃঙ্খল ও ইতিবাচক পথে পরিচালিত করার বার্তা নিয়ে এই রেলির আয়োজন করা হয়। তিনি বলেন, "রাষ্ট্র, রাজ্য ও সমাজকে সঠিক পথে পরিচালনা করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।" এদিন রেলির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি পরিবেশ সুরক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। পাশাপাশি, সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রা সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলেও মন্তব্য করেন আরএসএস-এর পশ্চিম জেলা কার্যকারক রণজিৎ চক্রবর্তী।

সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে আক্রান্ত সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর: আজ সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে হাজামারায় আক্রান্ত হয়েছে সাংবাদিক কমলকান্তি ত্রিপুরা। তাকে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনার খবর পেয়ে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী সভাপতি প্রণব সরকারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল জিবি হাসপাতালে গিয়ে তার চিকিৎসার ব্যাপারে খোঁজখবর করেন। তাকে আর্থিক সহায়তা করা হয়। তার মোবাইল ও মানিব্যাগ ছিনতাই করে নেয় দুর্বৃত্তরা। দুর্বৃত্তরা তিপ্রা মথা দলের সমর্থক বলে অভিযোগ। অবিলম্বে দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন শ্রী সরকার।

তিনি এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন। শ্রী সরকার এই ঘটনা সম্পর্কে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এডিসি এলাকায় সাংবাদিকরা যাতে নিরাপদে সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য রাজ্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন তিনি।

জনজাতি ক্লাব ও দুর্গাপূজা আয়োজকদের সম্মান জানালেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর: শারদোৎসবের শুভলগ্নে জনজাতি এলাকার বিভিন্ন ক্লাব কর্তৃপক্ষ ও দুর্গাপূজা আয়োজকদের সম্মান জানালেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে এদিন শহর ও আশপাশের জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার মোট ১৬ জন পূজা আয়োজক ও ক্লাব প্রতিনিধিকে শুভেচ্ছা ও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন তিনি। সাংসদের হাতে সম্মান গ্রহণ করে খুশি প্রকাশ করেন উপস্থিত পূজা আয়োজকরা।

রাজীব ভট্টাচার্য্য জানান, দুর্গাপূজা শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি সামাজিক মিলনমেলারও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। জনজাতি এলাকায় পূজা আয়োজক ও ক্লাব কর্তৃপক্ষরা সমাজকে একত্রিত করার কাজে বিশেষ ভূমিকা রাখছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সহ শারদোৎসবের পূর্বে রেগা বকেয়া মজুরি ও রেগা সহ সরকারি অন্যান্য দফতরের ন্যূনতম ১০ দিনের কাজের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির

আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর: শারদোৎসবের পূর্বে রেগা বকেয়া মজুরি ও রেগা সহ সরকারি অন্যান্য দফতরের ন্যূনতম ১০ দিনের কাজের ব্যবস্থার দাবি জানিয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রীর নিকট চিঠি দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

চিঠিতে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি উল্লেখ করেন, "আপনি বর্তমান সময়ের রাজ্যের সব অংশের মানুষের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক- প্রশাসনিক গুরুতর সমস্যাবলি সম্পর্কে অবগত আছেন। এর মধ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যেগুলি খুব সহজেই সমাধানযোগ্য, এবং শারদোৎসবের প্রাক্কালে অতীব জরুরি সেসব নিয়ে গত ৬ই সেপ্টেম্বর প্রদেশ কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল আপনার সাথে সাক্ষাতে মিলিত হয়ে এই বিষয়গুলি আপনাকে অবহিত করতে একটি স্মারকলিপি প্রদান করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আপনার সাথে প্রতিনিধি দলের আলোচনা সৌহার্দ্যপূর্ণ ও ইতিবাচকই হয়েছিল। আপনি আশ্বস্ত করেছিলেন, কংগ্রেসের স্মারকলিপিতে উল্লেখিত দাবিগুলো নিয়ে আপনার পক্ষে যথাসম্ভব আন্তরিক উদ্যোগ নিয়ে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্যোগী হবেন।"

চিঠিতে আরো বলা হয়, ঐ দাবিসনদে অন্যতন দুটি দাবি বিশেষত রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীণ কৃষিজীবী শ্রমজীবী দরিদ্র নারী-পুরুষদের বেঁচে থাকার অন্যতম অবলম্বন রেগার কাজ ও দ্রুত মজুরি প্রদান সহ পাহাড় ও সমতলে সর্বত্র রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি রূপায়ণে অন্যান্য দফতরগুলি থেকে বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে উন্নয়নের কাজের মাধ্যমে গ্রামের সব অংশের দরিদ্র নারী-পুরুষদের কাজের ব্যবস্থা করার। এই প্রশ্নে সুনির্দিষ্টভাবে দাবি ছিলো রেগার বকেয়া সমস্ত ন্যায্য মজুরি রেগা শ্রমিকদের মিটিয়ে দেওয়া সহ শারদোৎসবের পূর্বে রেগার আরও কিছু কাজ দেওয়ার সাথে এই সময়ে রাজ্য সরকারের অন্যান্য দফতরগুলি থেকে গ্রামের দরিদ্র মহিলা-পুরুষদের অন্তত দশ দিনের কাজের ব্যবস্থা করার। ৬ই সেপ্টেম্বরের পরও রাজ্যে অস্বাভাবিকভাবে সবজি, মাছ, ডাল, ভোজ্য তেল, চিনি সহ প্রায় সব ধরনের খাদ্যপণ্য সহ নিত্য প্রয়োজনীয় মূল্যবৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের সংবাদমাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণও করা হয়েছিলো প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে।

চিঠিতে আরো বলা হয়, গত ১৫ই সেপ্টেম্বর একযোগে রাজ্যের ২৩টি মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে কংগ্রেস দলের জেলা পর্য্যায়ের নেতৃত্বের তরফে এক প্রতিনিধি দল এই দাবি নিয়ে মহকুমা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণের আবেদনের পরও গতকাল পর্যন্ত সরকারের দিক থেকে কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়নি। রাজ্যব্যাপী বিশেষত গ্রামীণ দরিদ্র নিম্নবিত্ত মানুষের সাথে রাজ্যের একটা বড় অংশের ছোট ছোট দোকানি যারা শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে নানাভাবে বিভিন্ন সামগ্রী মজুত করেছিলো, তারাও একেবারে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছে। কংগ্রেস এই পরিস্থিতিতে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

তাই চিঠির মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আবেদন করা হয়, রাজ্যের এই বিরাট অংশের মানুষের শারদোৎসবের আনন্দ যাতে একেবারে মাটি হয়ে না যায়, উনারা যাতে উনাদের ঘরের শিশুসন্তান সহ সকলকে নিয়ে উনাদের মতোই অন্তত উৎসবের কিছুটা অংশীদার হতে পারে সেই ক্ষেত্রে রেগার বকেয়া মজুরি মিটিয়ে দেওয়া এ সময়ে অন্তত দশদিনের সরকারি কাজের ব্যবস্থা ও কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ নিক রাজ্যসরকার।

মেয়রের হাত ধরে রাজধানীতে একাধিক বস্ত্র দান কর্মসূচি

আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর : রামনগর এলাকায় সমাজসেবামূলক বস্ত্র দান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে রামঠাকুর মন্দিরের উদ্যোগে। মন্দিরের ভক্তরা বছরের বিভিন্ন সময়ে শ্রী শ্রী রাম ঠাকুরের জন্য দানকৃত বস্ত্র সংগ্রহ করে, যা গরিব ও দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। আজ রামনগর ৪নং রোডে অবস্থিত রামঠাকুর সেবা মন্দিরে অনুষ্ঠিত বস্ত্র দান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পৌরসভার মেয়র দীপক মজুমদার।

অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ৭নং রামনগরের মন্ডল সভাপতি অমিতাভ ভট্টাচার্য্য এবং নিবাস দাস (কর্পোরেটর, আগরতলা পুরনিগম)। এছাড়াও অনুষ্ঠানে অংশ নেন মন্দির পরিচালিত সদস্যগণ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট সমাজসেবী।

অন্যদিকে, আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্সের শ্যামলীমা আবাসনের উদ্যোগে একটি বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশ নেন মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৬নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর মিঠুন দাস বৈষ্ণব এবং আবাসনের অন্যান্য বিশিষ্ট সমাজসেবী।

উভয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজের দরিদ্র ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানানো হয় এবং উৎসবের আগেই তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। এই ধরনের কার্যক্রম স্থানীয় সমাজে উদারতা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

পুরনো মোটরস্ট্যান্ড এলাকার রাস্তা পরিদর্শনে মেয়র

আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর : শহরের ব্যস্ততম পুরনো মোটরস্ট্যান্ড এলাকার ভগ্নদশাগ্রস্ত রাস্তা সংস্কারের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে রবিবার সকালে সেখানে হঠাৎ পরিদর্শনে হাজির হন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন স্মার্ট সিটি প্রকল্পের সিইও ডাঃ শৈলেশ কুমার যাদব। দীর্ঘদিন ধরেই এলাকার গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কটি ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে ছিল। সংস্কারের কাজ শুরু হলেও গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এক পাশের রাস্তা বন্ধ থাকায় পথচারী থেকে শুরু করে স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষকে ব্যাপক সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছিল। মেয়র দীপক মজুমদার এদিন জানান, সংস্কারের প্রাথমিক কাজ অনেকটাই এগিয়েছে এবং আজ থেকেই বন্ধ করে রাখা রাস্তা যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। এতে সাধারণ মানুষের চলাচলে স্বস্তি ফিরবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। তবে লক্ষ্মী পূজার পর থেকেই এই রাস্তার স্থায়ী সংস্কারকাজ হাতে নেওয়া হবে, যাতে আগামী দিনে আর মানুষের ভোগান্তি না হয়। এদিন পরিদর্শনের সময় মেয়র আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন। রাস্তার পাশের ফুটপাতে ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করা মোট ২২ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে পুর নিগমের পক্ষ থেকে। তিনি বলেন, আমরা চাই, শহর সুন্দর হোক, রাস্তা প্রশস্ত ও মসৃণ হোক। একই সঙ্গে যারা বহুদিন ধরে ফুটপাতে ব্যবসা করছেন, তাঁদের জীবিকা যেন ব্যাহত না হয়, সেদিকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

কৈলাশহরের বি ফিট এন্ড ফিট আদার্স সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে স্বেচ্ছায় মেগা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২১ সেপ্টেম্বর: আজ মহালয়ার পূণ্যলগ্নে কৈলাশহরের বি ফিট এন্ড ফিট আদার্স সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে স্বেচ্ছায় এক মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় সুকান্ত ভবনে রক্তদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৈলাশহর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, কৈলাশহর পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান নিতীশ দে, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সদস্য শ্যামল দাস, ওই সংস্থার কার্যকর্তা সঞ্জীব চৌধুরী সহ আরো অনেকেই। এই রক্তদান শিবিরে যাহারা স্বেচ্ছায় রক্তদান দিয়েছেন প্রত্যেককে উপহারস্বরূপ ডাইরি ও কলম দেওয়া হয়েছে সংস্থার পক্ষ থেকে।

উৎসাহ ও উদ্দীপনায় এগিয়ে চল সংঘের সর্বভারতীয় ঐতিহাসিক হাফ ম্যারাথন অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সুদূর বারানসী থেকে তিন দিন আগে রওনা হয়ে রেলপথে আগরতলায় পৌঁছে ঐতিহাসিক হাফ ম্যারাথনে অংশ নিয়ে দারুণ সাফল্য উত্তর প্রদেশের অ্যাথলেটদের। তামিলনাড়ু থেকেও বেশ ক-জন অ্যাথলেট অংশ নিয়েছিলেন এই মেগা আসরে। ত্রিপুরার অ্যাথলেটরাও দারুন সাফল্যের নজীর গড়েছেন এবারকার সর্বভারতীয় ওপেন হাফ ম্যারাথনে। দেবিপক্ষের সূচনা হলো। মহালয়ার পূন্য প্রভাতে এগিয়ে চল সংঘের উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সর্ব ভারতীয় উন্মুক্ত আমন্ত্রমূলক হাফ ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পুরুষদের হাফ ম্যারাথন অর্থাৎ ২১.০৯৭৫ কিমি দূরত্বের দূরপাল্লার দৌড় প্রতিযোগিতায় উত্তরপ্রদেশের কমল কুমার ১ ঘন্টা ১৩:২৮.৫৮ সেকেন্ড সময় নিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে সুদৃশ্য ট্রফি এবং ১০ হাজার টাকা প্রাইজ মানি পেয়েছেন। তিন মিনিট অধিক সময় নিয়ে উত্তরপ্রদেশের অপর এথলেট রোহিত কুমার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সুদৃশ্য ট্রফি এবং ৯০০০ টাকা প্রাইজমানি পেয়েছেন। তৃতীয় থেকে দশম স্থানাধিকারী হিসেবে নবগ্রাম কোচিং সেন্টারের আকাশ বর্মন, রানীরবাজার প্লে সেন্টারের তনয় ভৌমিক, মোবারক হোসেন, খেলো ইন্ডিয়া এক্সেলেন্সি সেন্টারের সৌরভ হোসেন, কমলপুরের প্রসেনজিৎ গৌড়, এডি নগর কোচিং সেন্টারের নিশান্ত মজুমদার, খোয়াইয়ের বিজয় ওড়াং এবং কাঞ্চনপুরের হৃদয় দাস সাফল্য অর্জন করে প্রাইজমানি পেয়েছেন।

মহিলা বিভাগে ১০ কিমি দূরত্বের দূরপাল্লার দৌড় প্রতিযোগিতায় উত্তরপ্রদেশের অন্নু পল ৩৭:২০.৫১ সেকেন্ড সময় নিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে সুদৃশ্য ট্রফি এবং ১০ হাজার টাকা প্রাইজ মানি পেয়েছেন। তিন মিনিট অধিক সময় নিয়ে ত্রিপুরার খেলো ইন্ডিয়া এক্সিলেন্সি সেন্টারের লক্ষ্মী রানী ত্রিপুরা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সুদৃশ্য ট্রফি এবং ৯০০০ টাকা প্রাইজমানি পেয়েছেন। তৃতীয় থেকে দশম স্থানাধিকারী হিসেবে এডি নগর কোচিং সেন্টারের দেবলীনা লোধ, পারমিতা ঘোষ, কমলপুরের মঙ্গলিকা কুর্মী, কুমারঘাটের নিশা মালাকার, এডি নগর কোচিং সেন্টারের রিমশা মিত্র, অনামিকা শূর রায়, ডঃ বি আর আম্বেদকর কোচিং সেন্টারের অন্তরা ঘোষ, নবগ্রাম কোচিং সেন্টারের প্রিয়া গড় সাফল্য অর্জন করে প্রাইজমানি পেয়েছেন। প্রতিযোগিতার শেষে এগিয়ে চলো সংঘের প্রাঙ্গনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ তথা ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ, জয়েন্ট সেক্রেটারি স্বপন সাহা, এগিয়ে চলো সংঘের সভাপতি চঞ্চল নন্দী, সাধারণ সম্পাদক সুমন্ত গুপ্ত, ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স এসোসিয়েশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি তপন ভট্টাচার্য, সম্পাদক অপু রায়, জয়েন্ট সেক্রেটারি নিখিল সাহা, প্রাক্তন কোচ এবং স্টার্টার ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, কোষাধ্যক্ষ রাজেশ মজুমদার সহ সংঘের সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য সদস্য-সদস্যাবৃন্দ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। সকাল সাড়ে ছয়টায় উপস্থিত পুর নিগমের কর্পোরেটর জাহ্নবী দাস চৌধুরী সহ সংঘের সদস্য-সদস্যা এবং অতিথিবৃন্দ ফ্ল্যাগ অফ-এর মাধ্যমে প্রতিযোগিতার সূচনা করেন। অল ইন্ডিয়া ওপেন আমন্ত্রণ মূলক এগিয়ে চলো হাফ ম্যারাথন -২০২৫ সাফল্যমন্ডিত ভাবে সম্পন্ন হওয়ায়, এগিয়ে চলো সংঘের সাধারণ সম্পাদক সুমন্ত গুপ্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ফেভারিটদের পেছনে ফেলে বোর্ড সভাপতি হতে চলেছেন মিঠুন মানহাস

নয়াদিল্লি।। সকলকে পিছনে ফেলে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পরবর্তী সভাপতি হলেন মিঠুন মনহাস। জম্মু ও কাশ্মীরের এই ক্রিকেটার কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেননি। জম্মুতে জন্ম হলেও তিনি যে ১৫৭টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন, তার অধিকাংশই দিল্লির হয়ে।

রবিবার মুম্বইয়ে মনহাস সভাপতি পদে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তাঁর মনোনয়ন জমা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন রাজীব শুক্ল। ভারতীয় বোর্ডের সহ-সভাপতি শুক্ল সাংবাদিকদের বলেছেন, "পরের টার্মের জন্য নতুন কমিটি তৈরি হয়েছে। প্রাক্তন ক্রিকেটার মিঠুন মনহাস সভাপতি হচ্ছেন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।"

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রজার বিন্নীর পর মনহাসের ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের মসনদে বসাটা নিঃসন্দেহে অবাক করার মতো ব্যাপার। সৌরভ-বিন্নীর গোটা ক্রিকেট বিশ্বে যে পরিচিতি রয়েছে, মনহাস তার ১০০ মিটারের মধ্যেও আসবেন না। শুধু ২০০৮ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত দিল্লি ডেয়ারডেভিলস, পুণে ওয়ারিয়র্স এবং চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে আইপিএল খেলার ফলে যে টুকু পরিচিতি তাঁর।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যে তাদের 'রবার স্ট্যাম্প' কাউকেই বোর্ডের শীর্ষ পদে বসাবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। বিন্নীকে তিন বছর আগে ২০২২ সালে যখন বোর্ডের সভাপতি করা হয়েছিল, তখনই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শোনা যায়, বিন্নী ক্রিকেটীয় বিষয়ে টুকটাক মতামত দিতেন, এই পর্যন্তই। বাকিটা তৎকালীন বোর্ড সচিব জয় শাহই করতেন। সেই ধারা বজায় রেখে ফুটবল-সহ বাকি অধিকাংশ খেলাতেই বিজেপি 'রবার স্ট্যাম্প' লোক বসিয়েছে বলেই মনে করা হয়। মনহাসও যে সেই পথেই হাঁটবেন, বা তাঁকে সেই পথেই চালিত করা হবে, তা এক রকম স্পষ্ট।

ঘটনাচক্রে, শনিবার নাকি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বাড়িতে একটি বৈঠক হয়। সেখানে সভাপতি এবং বোর্ডের অন্য পদের দৌড়ে থাকা সকলকেই আসতে বলা হয়। জানা যাচ্ছে, সেখানেই মনহাসের নাম চূড়ান্ত হয়েছে। সচিব পদে থাকছেন দেবজিৎ শইকীয়া। সহ-সভাপতি এবং যুগ্ম সচিব যথাক্রমে রাজীব শুক্ল এবং প্রভতেজ সিংহ ভাটিয়া। সভাপতির দৌড়ে যাঁর নাম সকলের আগে ছিল, সেই কর্নাটকের রঘুরাম ভাট বোর্ডের কোষাধ্যক্ষ হচ্ছেন। আইপিএলের চেয়ারম্যান থাকছেন অরুণ ধুমল। অ্যাপেক্স কাউন্সিলে থাকছেন জয়দেব শাহ। আইপিএলের গভর্নিং কাউন্সিলে জায়গা পেয়েছেন মামন মজুমদার। তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে জম্মুর মনহাসের বোর্ড সভাপতি হওয়াটাই সবচেয়ে বড় চমক। ৪৫ বছরের মনহাসের ক্রিকেটে প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা যে একেবারে শূন্য, তা নয়। তিনি জম্মু ও কাশ্মীর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (জেকেসিএ) প্রশাসনিক পদে ছিলেন এবং বিসিসিআইয়ের বার্ষিক সাধারণ সভাতেও রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

১৯৯৭/৯৮ মরসুমে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয় মনহাসের। ১৭ বছর ধরে তিনি দিল্লির মিডল অর্ডারে নির্ভরযোগ্য ব্যাটার ছিলেন। রাহুল দ্রাবিড়, সচিন তেন্ডুলকর, ভিভিএস লক্ষ্মণ এবং সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের যুগে তাঁর পক্ষে ভারতীয় দলে জায়গা করা কঠিন ছিল। শিকে ছেঁড়েওনি। তিনি অধিনায়ক হিসাবে দিল্লিকে ২০০৭-০৮ মরসুমে রঞ্জি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন। সেই বছর ৫৭.৫৬ গড়ে ৯২১ রান করেছিলেন। বিরাট কোহলিও তাঁর নেতৃত্বে রঞ্জি খেলেছেন।

ডানহাতি ব্যাটার মনহাস অফ-স্পিন বোলিংও করতেন। ১৫৭টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ২৭টি শতরান, ৪৯টি অর্ধশতরান-সহ ৪৫.৮২ গড়ে ৯,৭১৪ রান করেছেন। পাশাপাশি ৪০টি উইকেটও রয়েছে। তিনি দিল্লি ডেয়ারডেভিলস, পুণে ওয়ারিয়র্স এবং চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে আইপিএলে খেলেছেন। ২০০৮ সালে প্রথম আইপিএলে দিল্লি তাঁকে নিলামে কেনে। ২০১১ সালে তাঁকে নেয় পুণে। ২০১৪ সালে মহেন্দ্র সিংহ ধোনির চেন্নাই তাঁকে কিনে নেয়। আইপিএলে ৫৫টি ম্যাচে ২২.৩৪ গড়ে ৫১৪ রান করেন। ২০১৭ সালে মনহাস পঞ্জাব কিংসের সহকারি কোচ হন। এর পর বাংলাদেশের অনূর্ধ-১৯ দলের ব্যাটিং পরামর্শদাতা হন। দু'বছর সেই পদে থাকার পর তিনি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সহকারি কোচ হন। এখন তিনি গুজরাট টাইটান্সের সহকারি কোচের পদে রয়েছেন।

ভারতীয় বোর্ডের নতুন সভাপতি হয়ে প্রশাসক মানহাস ১০ গোল দিয়ে দিলেন ক্রিকেটার মনহাসকে। কী ভাবে চাকা তাঁর দিকে ঘুরল, সে ব্যাপারে কিছু জানা না গেলেও মনে করা হচ্ছে, মনহাসকেই 'রবার স্ট্যাম্প' প্রেসিডেন্ট হিসাবে সবচেয়ে 'যোগ্য' বলে মনে করেছেন শাহেরা। তিনি কাশ্মীরের মতো একটি রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করছেন, এটিও তাঁর পক্ষে গিয়েছে। শনিবার রাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবনে উপস্থিত ছিলেন বোর্ড সচিব দেবজিৎ শইকীয়া, যুগ্ম সচিব রোহন দেশাই, কোষাধ্যক্ষ প্রভতেজ সিংহ ভাটিয়া, সহ-সভাপতি রাজীব শুক্ল এবং আইপিএল কমিশনার অরুণ সিংহ ধুমল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বোর্ড সচিব সৌরাষ্ট্রের নিরঞ্জন শাহ এবং তামিলনাড়ুর কাশী বিশ্বনাথনের মতো সিনিয়র কর্তারা। আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং কর্নাটকের ব্রিজেশ পটেলকেও বৈঠকে ডাকা হয়েছিল। জানা যাচ্ছে সৌরভও শনিবার নাকি দিল্লিতে ছিলেন। কিন্তু তিনি এই বৈঠকে ছিলেন, এমন খবর নেই।

রেকর্ডের ম্যাচে ৪১৩ রান তাড়া করে বীরের মতো লড়লেন স্মৃতি, হরমনপ্রীতেরা, অস্ট্রেলিয়ার কাছে হার ৪৩ রানে

মরিয়া চেষ্টা করেছিল ভারতের মহিলা দল। তবে শেষ রক্ষা হল না। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নজিরের ম্যাচে হেরে গেলেন হরমনপ্রীত কউরেরা। ৪১৩ রান তাড়া করতে নেমে ভারতীয় দল অলআউট হয়ে গেল ৩৬৯ রানে। হেরে গেল ৪৩ রানে। মহিলাদের এক দিনের ক্রিকেটে দুই ইনিংস মিলিয়ে সর্বোচ্চ রান হল এ দিনই। বৃথা গেল স্মৃতি মন্ধানার লড়াই। যদিও ভারতীয় ক্রিকেটে নজির গড়েছেন তিনি।

এক দিনের বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগে দেশের মাটিতে হারল মহিলা দল। তবে এই হারে খুব একটা দুঃখ পাওয়ার কথা নয় হরমনপ্রীতদের। ভারতীয় দল দেখিয়ে দিয়েছে, শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে শেষ পর্যন্ত তারা লড়াই করতে পারে। হাতে কিছু উইকেট থাকলে ভারত ম্যাচটা জিততেও পারত। সে ক্ষেত্রে বিশ্বরেকর্ড তৈরি হত। কারণ মহিলাদের ক্রিকেটে এত বেশি রান তাড়া করে জয়ের নজির নেই।

আগে ব্যাট করে ৪৭.৫ ওভারে ৪১২ রানে অলআউট হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। জবাবে ভারত অলআউট হয় ৩৬৯ রানে। দুই ইনিংস মিলিয়ে উঠেছে ৭৭৭ রান, যা বিশ্বরেকর্ড। এর আগে নজির ছিল ইংল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচে। ২০১৭-র সেই ম্যাচে উঠেছিল ৬৭৮ রান।

ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রথম দু'টি ম্যাচ হয়েছিল পঞ্জাবের মুল্লানপুরে। দুই দলই একটি করে ম্যাচ জিতেছিল। ফলে শনিবার দিল্লির ম্যাচটি ছিল সিরিজ নির্ণায়ক। দিল্লির গরমে দুপুরে রোদের মধ্যেও অস্ট্রেলিয়া আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। শুরুতেই তারা নিজেদের মানসিকতা বুঝিয়ে দিয়েছিল। আগ্রাসী খেলতে থাকে প্রথম বল থেকেই।

শুরুটা করেন অধিনায়ক অ্যালিসা হিলি (৩০)। দ্বিতীয় উইকেটে জর্জিয়া ভল এবং এলিস পেরি ভারতীয় বোলারদের উপর দাপট দেখাতে থাকেন। ক্রান্তি গৌড়, রেণুকা সিংহ, স্নেহ রানা কেউ টিকতে পারছিলেন না। ১০৭ রানের জুটি গড়ার পর ফিরে যান ভল (৬৮ বলে ৮১)।

এর পরেই শুরু হয় অস্ট্রেলিয়ার আসল তাণ্ডব, যার কাণ্ডারি বেথ মুনি। অস্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞ এই ব্যাটার ঠিকই করেছিলেন প্রতিটি বল মাঠের বাইরে পাঠাবেন। চালিয়ে খেলছিলেন তিনি। যোগ্য সঙ্গত দেন পেরি (৬৮)। এর পর অ্যাশলে গার্ডনার (৩৯), তাহলিয়া ম্যাকগ্রারা (১৪) ফিরে গেলেও মুনিকে থামানো যাচ্ছিল না। কোটলা স্টেডিয়ামে পাটা পিচ এবং ভারতীয় বোলারদের নখদন্তহীন বোলিং আরও সুবিধা করে দিচ্ছিল তাঁর। শেষ পর্যন্ত ৭৫ বলে ১৩৮ করে ফিরে যান তিনি। অস্ট্রেলিয়া ৪১২ রানের মধ্যে ২৭০-ই তুলেছে চার-ছয় মেরে। তারা ৬০টি চার এবং ৫টি ছয় মেরেছে।

ভারতও পিছিয়ে ছিল না। মাথার উপর এত রানের বোঝা নিয়ে খেলতে নামলে ধীরে খেলার প্রশ্নই থাকে না। ভারত সেই চেষ্টাও করেনি। পাটা পিচ সুবিধা করে দিচ্ছিল তাদেরও। শুরুতে প্রতীকা রাওয়াল এবং হরলীন দেওলকে হারালেও রানের গতি কমেনি। প্রতি ওভারে গড়ে ১০ রান উঠতে থাকে।

ভারতের হয়ে পাল্টা জবাব দিচ্ছিলেন স্মৃতি মন্ধানা। পাশে পান অধিনায়ক হরমনপ্রীতকেও। দু'জনে মিলে অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের তিষ্ঠোতে দিচ্ছিলেন না। স্মৃতি দ্রুততম শতরানের নজিরও গড়েছেন। পুরুষ এবং মহিলা মিলিয়ে ভারতের হয়ে এক দিনের ক্রিকেটে দ্রুততম শতরান করেছেন তিনি।

আগ্রাসী হতে গিয়েই উইকেট দেন

জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা আজ, রবিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেলা বারোটায় আগরতলা প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হল-এ অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় পৌরোহিত্য করেছেন ক্লাবের সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ। বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচ্য সূচী অনুযায়ী ক্লাবের সম্পাদক অভিষেক দে ও কোষাধ্যক্ষ মেঘধন দেব যথাক্রমে বার্ষিক প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। দীর্ঘ আলোচনার মধ্য দিয়ে এগুলো সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়েছে। ক্লাবের ঐতিহ্য অনুযায়ী বিশেষ করে শান্তনু বণিক, মৃদুল চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ সাহা, বিশ্বজিৎ দেবনাথ, অভিষেক দেববর্মা, অনির্বাণ দেব, জাকির হোসেন সহ সকল সদস্যদের প্রদত্ত প্রস্তাব অনুসারে আগামী দিনে কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়ার প্রয়াস থাকবে বলে জানানো হয়েছে। সর্বোপরি ক্লাবের সকল সদস্যদের এ বিষয়ে সহযোগিতার হাত প্রশস্ত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। আসন্ন ১২ অক্টোবর জেআরসি-র প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনে বিশেষ কর্মসূচি রূপায়নের মধ্য দিয়ে ক্লাবের কার্যকরী কমিটি এবছরের কার্যক্রম শুরু করবে বলে সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ ব্যক্ত করেছেন। ক্লাবের সম্পাদক অভিষেক দে এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

আপাতত দলের বাইরেই পন্থ

নয়াদিল্লি।। এশিয়া কাপ শেষ হলেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলবে বোর্ড। আগামী ২ অক্টোবর থেকে শুরু হবে সিরিজ। সেই সিরিজের দল কবে বেছে নেওয়া হবে? জানিয়ে দিল বোর্ড। তবে ঘরের মাঠে হতে চলা এই সিরিজে খেলার সম্ভাবনা নেই ঋষভ পন্থের। মুম্বইয়ে বোর্ডের সদর দফতরে চলছে বিভিন্ন পদের জন্য মনোনয়ন জমা। তার মাঝেই বিদায়ী সচিব দেবজিৎ শইকীয়া বলেছেন, "ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের জন্য ভারতীয় দল বেছে নেওয়া হবে আগামী দু'দিনের মধ্যেই। সম্ভবত ২৩ অক্টোবর বা ২৫ অক্টোবর। অনলাইনে হবে দল নির্বাচন।" সেই দল নির্বাচনের সময় কোচ গৌতম গম্ভীর এবং অধিনায়ক শুভমন গিল থাকবেন কি না জানা যায়নি। ২৪ তারিখ ভারতের খেলা রয়েছে এশিয়া কাপে। ২৩ এবং ২৫ নেই। তাই ওই দু'টি দিনই নির্দিষ্ট করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ইংল্যান্ড সিরিজে ক্রিস ওকসের একটি বল স্কুপ করতে গিয়ে পায়ে চোট পেয়েছিলেন ঋষভ পন্থ। তাঁর চোট সারতে আরও তিন-চার সপ্তাহ লাগতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে খেলার সম্ভাবনা নেই। শুধু তাই নয়, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অক্টোবরের মাঝামাঝি যে সাদা বলের সিরিজ হতে চলেছে সেখানেও খেলার সম্ভাবনা নেই। সব ঠিক থাকে ১৪ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজে তাঁকে পাওয়া যেতে পারে। আগামী ২-৬ অক্টোবর অহমদাবাদে হবে প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় টেস্ট হবে ১০-১৪ অক্টোবর দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে।

ফাইন্যালে হার

নয়াদিল্লি।। এক সপ্তাহের ব্যবধানে দু-দু'টি ফাইনাল হেরে গেলেন সাত-চি জুটি। গত রবিবার হংকং ওপেনে হেরে গিয়েছিলেন। আর এই রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, সাত্ত্বিকসাইরাজ রঙ্কিরেড্ডি এবং চিরাগ শেট্টিরা পরাস্ত হলেন চায়না মাস্টার্সে। কোরিয়ান জুটি সিও সেউং জে এবং কিম ওন হো-র কাছে মাত্র ৪১ মিনিটে হার স্বীকার করল ভারতীয় জুটি। খেলার ফলাফল ২১-১৯, ২১-১৫। গোটা টুর্নামেন্টে সাত্ত্বিকসাইরাজ এবং চিরাগ জুটি দুর্দান্ত ছন্দে ছিলেন। সেই কারণে ফাইনালে কোরিয়ান জুটির কাছে এভাবে তাঁদের আত্মসমর্পণ করতে দেখে ভারতীয় সমর্থকরা হতাশ। রাউন্ড অফ থার্টি টুয়ের পর থেকে সাত-চি জুটিকে অপ্রতিরোধ্য মনে হয়েছিল। সমস্ত ম্যাচ স্ট্রেট গেমে জিতে ফাইনালে পৌঁছেছিলেন তাঁরা। তবে ফাইনালে গিয়ে হয়তো প্রত্যাশার চাপ সামলাতে পারলেন না তাঁরা।

কেসিএ ক্রিকেটের সেমিফাইনালে বড় স্কোরের লক্ষ্যে গোয়া, মধ্যপ্রদেশ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বড় স্কোরের লক্ষ্যে এগুচ্ছে গোয়া এবং মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট এসোসিয়েশন। গোয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সম্মিলিত স্কোর দিনভর ৯০ ওভার খেলে নয় উইকেট হারিয়ে ৩২৩ রান। অপরদিকে মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট এসোসিয়েশন ৮৯.৪ ওভার খেলে দুই উইকেট হারিয়ে ২৬২ রান সংগ্রহ করেছে। খেলা কর্ণাটক ক্রিকেটে এসোসিয়েশন আয়োজিত ডঃ ক্যাপ্টেন কে থিম্মাপ্পিয়া মেমোরিয়াল টুর্নামেন্ট এর সেমিফাইনাল ম্যাচ চলছে বেঙ্গালুরুতে।

আলুর এক নম্বর তথা প্লাটিনাম ওভালে কর্ণাটক ক্রিকেট এসোসিয়েশন সেক্রেটারি একাদশের বিরুদ্ধে গোয়া প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে দিনভর খেলে ৯০ ওভারে ৯ উইকেট দাঁড়িয়ে ৩২৩ রান সংগ্রহ করেছে। দলের পক্ষে ললিত যাদব ১০০ রান করে অপরাজিত থাকেন। অভিনব তেজরানা সংগ্রহ করেছে ৮৮ রান। এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে অপর সেমিফাইনালে হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট এসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট এসোসিয়েশন প্রথমে ব্যাটিং এর সুবিধা পেয়ে ২৬২ রান সংগ্রহ করেছে। ওপেনার যশ দুবে ১৪০ রান এবং হিমাংশু মন্ত্রীর অপরাজিত ৯৭ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। যশ ২৯২ খেলে ১৬ টি বাউন্ডারি ও ২টি ওভার বাউন্ডারি হাকিয়ে ১৪০ রানে আউট হন। হিমাংশু মন্ত্রী উইকেটে রয়েছেন ব্যক্তিগত সাতানব্বই রান সংগ্রহ করে। হিমাংশু ২১২ গোল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি মেরে সাতানব্বই রান সংগ্রহ করে অপরাজিত থেকে যায়।

বৈভবের ব্যাটিং আস্ফালনে অস্ট্রেলিয়াকে হারাল ছোটরা

সিডনি।। মহিলাদের এক দিনের সিরিজে ভারত হারলেও অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ছোটদের এক দিনের সিরিজের শুরুটা জয় দিয়ে করল তারা। অস্ট্রেলিয়ার অনূর্ধ-১৯ দলকে ৭ উইকেটে হারাল ভারতের অনূর্ধ-১৯ দল। ব্রিসবেনের ইয়ান হিলি ওভালে প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ২২৫ রান করে অস্ট্রেলিয়া। মাত্র ৩০.৩ ওভারে সেই রান তাড়া করে জিতে নেয় বৈভব সূর্যবংশীরা। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে অস্ট্রেলিয়ার দুই ওপেনারই শূন্য রানে আউট হন। দু'টি উইকেটই নেন কিষাণ কুমার। অ্যালেক্স টার্নার ও সাইমন বাজ আউট হওয়ায় অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের গতি ধাক্কা খায়। তিন নম্বরে নামা স্টিভেন হোগান (৩৯) অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস সামলান। তাঁকে সঙ্গ দেন টম হোগান (৪১)। অস্ট্রেলিয়ার দলে খেলা ভারতীয় বংশোদ্ভূত যশ দেশমুখও শূন্য রানে আউট হন। রান পাননি আর এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত আরিয়ান শর্মাও (১০)। দেখে মনে হচ্ছিল, ২০০ রানও করতে পারবে না অস্ট্রেলিয়া। আট নম্বরে ব্যাট করতে নামা জন জেমস অপরাজিত ৭৭ রান করেন। তাঁর ব্যাটে ভর করে ২২৫ রান করে অস্ট্রেলিয়ার অনূর্ধ-১৯ দল। অল আউটের হাত থেকেও দলকে বাঁচান জেমস। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে হেনিল পটেল ৩, কিষাণ ও কণিষ্ক চৌহান ২ করে ও আরএস অম্বরিশ ১ উইকেট নেন। জবাবে ভারতের হয়ে ঝোড়ো ব্যাটিং শুরু করে বৈভব। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে খেলছিল সে। ওপেনার তথা অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে ও তিন নম্বরে নামা বিহান মলহোত্র রান না পেলেও বৈভব দলকে ভাল শুরু দেয়। কিন্তু বড় ইনিংস খেলতে পারেনি বিহারের ১৪ বছরের ছেলে। ২২ বলে ৩৮ রান করে আউট হয় সে। সাতটি চার ও একটি ছক্কা মারে সে। বৈভব যে শুরু দিয়েছিল, তাকে এগিয়ে নিয়ে যান বেদান্ত ত্রিবেদী ও অভিজ্ঞান কুন্ডু। দু'জনের মধ্যে ১৫২ রানের জুটি হয়। অস্ট্রেলিয়ার বোলারেরা অনেক চেষ্টা করেও এই জুটি ভাঙতে পারেননি। দ্রুত রান করছিলেন দুই ব্যাটার। ফলে প্রায় ২০ ওভার বাকি থাকতে ৭ উইকেটে ম্যাচ জিতে যায় ভারত। বেদান্ত ৬১ ও অভিজ্ঞান ৮৭ রানে অপরাজিত থাকেন। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন অভিজ্ঞান।

চার বছর পর ফিরতে চলেছে আইএফএ শিল্ড, কবে থেকে শুরু ঐতিহ্যবাহী প্রতিযোগিতা

পুজোর পরেই শুরু হতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী আইএফএ শিল্ড। শনিবার এ কথা জানিয়ে দিলেন বঙ্গ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থার সচিব অনির্বাণ দত্ত। সম্প্রতি শিল্ড আয়োজনের জন্য সময় চেয়ে আইএফএ'র তরফে চিঠি দেওয়া হয়েছিল ভারতীয় ফেডারেশনকে। শুক্রবার সেই চিঠির জবাবও এসেছে। এরপরেই শিল্ড আয়োজন নিয়ে তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়।

শনিবার আইএফএ শিল্ড নিয়ে বৈঠক হয় আইএফএ'তে। সেখানে ঠিক হয়, ৮ অক্টোবর থেকে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান, ডায়মন্ড হারবার-সহ ৬টি দল নিয়ে শুরু হতে চলেছে আইএফএ শিল্ড। আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেন, "তিনটে আই লিগ এবং তিনটে আইএসএল দল নিয়ে আইএফএ শিল্ড করার পরিকল্পনা রয়েছে। তিনটে আইএসএল দল মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান। তিন দলই সমর্থকপুষ্ট দল। এর বাইরে তিন আই লিগ দলও খেলবে। ডায়মন্ড হারবার এক্ষেত্রে আগ্রাধিকার পাবে। বাকি দুই দলের নাম আশা করি খুব শীঘ্র জানাতে পারব।"

কোন ফরম্যাটে টুর্নামেন্ট হবে? আইএফএ সচিবের কথায়, "ছয় দলকে দু'টো গ্রুপে ভাঙা হবে। অর্থাৎ তিনটে করে দল প্রত্যেক গ্রুপে থাকবে। গ্রুপ লিগের শীর্ষ দুই দল ফাইনাল খেলবে।" আইএফএ শিল্ড শুরু হবে কবে, এই প্রসঙ্গে আইএফএ সচিবের সংযোজন, "২৫ অক্টোবর সুপার কাপ শুরু। তার আগে শেষ করতে হবে শিল্ড। ফেডারেশনের তরফে এটাই বলা হয়েছে আমাদের। ৬ অক্টোবর লক্ষ্মীপুজো। ২০ তারিখ কালীপুজো। তাই আমাদের লক্ষ্য, ৮ অক্টোবর থেকে শিল্ড শুরু করা। প্রতিযোগিতা চলবে ১৭-১৮ অক্টোবর পর্যন্ত। আমরা এটা নিয়ে ক্লাবগুলোর সঙ্গে আলোচনায় বসব।"

তবে কোনও দলে ক'জন বিদেশি খেলবেন, তা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। ২২ তারিখ দলগুলোর সঙ্গে মিটিংয়ে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে। শিল্ডের ম্যাচ কি কলকাতার মাঠে হবে? অনির্বাণ দত্ত বলেন, "১৫ অক্টোবর পর্যন্ত সেনার অধীনে থাকবে কলকাতার মাঠগুলো। তাই শিল্ডের খেলা এখানে হওয়া সম্ভব নয়। কিশোরভারতী, যুবভারতী, নৈহাটি, বারাকপুর এবং কল্যাণীতে ম্যাচগুলো করার কথা ভাবা হয়েছে। দলগুলোর সঙ্গে বৈঠকের পর এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।" উল্লেখ্য, ২০২১ সালে শেষবার আইএফএ শিল্ড আয়োজিত হয়েছিল।

সৌরভ-হরভজন নন, বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন দিল্লির 'অখ্যাত' ক্রিকেটার, সিদ্ধান্ত শাহী বৈঠকে

বোর্ড প্রেসিডেন্ট নির্বাচন যে একটা টি-টোয়েন্টি ম্যাচের চেয়ে কম আকর্ষণীয় হয় না, তা আবার প্রমাণিত হয়ে গেল শনিবার। নয়াদিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বাড়িতে বেসরকারি বোর্ড বৈঠকে আপাতত সম্ভাব্য বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হিসেবে যার নাম উঠে এল, তাঁর নাম কেউ এতদিন ধর্তব্যের মধ্যেই রাখেনি। তিনি মিঠুন মানহাস। ভারতের হয়ে যিনি একটা ম্যাচও খেলেননি। তবে ঘরোয়া ক্রিকেটে দিল্লির হয়ে প্রচুর রনজি ম্যাচ খেলেছেন। দিল্লির অধিনায়কত্বও করেছেন। আর বর্তমানে জম্মু-কাশ্মীরের ক্রিকেট উন্নতির সঙ্গে যুক্ত।

তবে মিঠুনের নামটা পাশে সম্ভাব্য শব্দটা লিখতে হচ্ছে কারণ দিন শেষে এটা বোর্ড প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। মনোনয়ন জমার আগে এখনও কিছুটা সময় আছে। নাটকীয় কিছু ঘটবে না, কে বলতে পারে।রঘুরাম ভাট এক সময়ে প্রেসিডেন্টের প্রবল দাবিদার ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি সম্ভবত কোষাধ্যক্ষের পদ পাচ্ছেন। রাজীব শুক্লা হয়তো ভাইস প্রেসিডেন্ট পদেই থাকবেন। প্রভতেজ ভাটিয়া সম্ভবত যুগ্ম সচিব। আইপিএল প্রধান হয়তো অরুণ ধুমালই থাকছেন। কিন্তু আবারও লেখা যাক, সব নামই সম্ভাব্য। একটা সময় শোনা যাচ্ছিল, বিসিসিআই সভাপতি হওয়ার দৌড়ে প্রবলভাবে রয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এমনকী হরভজন সিংয়ের নামও ভেসে আসছিল কোনও কোনও মহল থেকে। তবে আপাতত বলে দেওয়া যায়, সব ঠিক থাকলে বোর্ড সভাপতি হচ্ছেন মিঠুন মানহাস। অনেকে বলছেন, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, হরভজন সিংয়ের মতো ভুবনবিখ্যাত নাম থাকা সত্ত্বেও মিঠুনকে বোর্ড প্রেসিডেন্ট করার ভাবনা আসে কী করে! অবশ্য এর নেপথ্যে হয়তো গভীর রাজনীতি আছে।

দেবীপক্ষের সূচনা

তর্পণ, পূজাষ্টমী ও প্রাতঃভ্রমণে উৎসবের আমেজ মহালয়ায়

আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর: রবিবার ছিল মহালয়া। এই দিন থেকেই শুরু হয় দেবী পক্ষের আনুষ্ঠানিক সূচনা। শারদীয় দুর্গোৎসবের আগমনী বার্তা নিয়ে মহালয়ার দিনটি বাঙালির জীবনে এক বিশেষ আবেগের স্থান দখল করে আছে। ভোর থেকেই রাজধানী আগরতলায় তার বিশেষ আমেজ চোখে পড়েছে। আকাশে সাদা তুলোর মতো মেঘ, শরতের হিমেল বাতাস আর কাশফুলের দোলায় যেন উৎসবের আগমনী বার্তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন স্থানে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। ভোরের আলো ফুটতেই অনেকেই বেরিয়ে পড়েন প্রাতঃভ্রমণে। হাওয়ায় মিশে থাকে ভোরবেলার ভক্তিমূলক সংগীতের সুর, মায়ের আগমনের আবহ ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। রেডিও, টেলিভিশনে ভেসে আসা চণ্ডীপাঠের ধ্বনি যেন শহরের প্রতিটি কোণে উৎসবের আবেশ ছড়িয়ে দেয়।

সাত সকালে আজ আগরতলার কলেজ টিলা এলাকার প্রাত ভবনে উপচে পড়া ভিড় দেখা যায়। ভোর থেকেই সাধারণ মানুষ জমায়েত হন দেবীপক্ষের সূচনা উপলক্ষে। সবার মুখে একটাই কথা "মহালয়া মানেই পূজোর আগমন।" তবে অনেকে আক্ষেপ করে বলেন, আগের মতো ভোর রাতে রেডিওতে বীরেন্দ্রকিশোর ভদ্রের কণ্ঠে মহিষাসুরমর্দিনী শোনা এখন আর হয় না। সময় বদলেছে, কিন্তু মহালয়ার সঙ্গে মানুষের আবেগ আজও অটুট।

প্রতিবারের মতো এদিন রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ির দিঘি সহ বিভিন্ন দীঘি ও ঘাটে অনুষ্ঠিত হয় তর্পণ। সকাল থেকেই ঘাটে তর্পনের জন্য মানুষ ভিড় জমায়। দেবীপক্ষের আগে ১৫ দিন ধরে চলে পিতৃপক্ষ। ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথি থেকে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা তিথি হল পিতৃপক্ষের সময়। তারপরেই শুরু হয়ে যায় দেবীপক্ষ। পিতৃপক্ষের সময় পূর্বপুরুষদের স্মরণ করা হয়, তাঁদের সন্তুষ্ট করার জন্য এবং আত্মার শান্তির জন্য, তর্পণ, পিন্ড দান, শ্রাদ্ধ কর্ম করা হয়ে থাকে। শাস্ত্র মতে, পূর্বপুরুষরা এই সময়ে মর্ত্যে নেমে এসে তাঁদের বংশধরদের থেকে জল গ্রহণ করেন। সেই দিকে লক্ষ রেখে আজ সকাল থেকেই বিভিন্ন দিঘী তথা জলাশয়ে দেখা যায় পিতৃ পুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করার দৃশ্য। ভোর রাত্রি থেকেই লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়িতে ভিড় জমে যায় তর্পনের জন্য।পুরোহিতদের মন্ত্রোচ্চারণে পরিবেশ ভরে ওঠে এক বিশেষ আধ্যাত্মিকতায়। অনেকে তাদের প্রয়াত আত্মীয়-স্বজনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অঞ্জলি দেন, জল ও নৈবেদ্য নিবেদন করেন।

শুধু তর্পণ নয়, মহালয়ার এই দিনে মানুষের মধ্যে উৎসবের আনন্দও চোখে পড়ে। পরিবার-পরিজন নিয়ে অনেকে বেড়াতে বেরিয়ে পড়েন। শিশু থেকে বৃদ্ধ — প্রত্যেকের মনে আজ এক অদ্ভুত উচ্ছ্বাস। আগরতলার রাস্তাঘাটে, পার্কে, এমনকি চায়ের দোকানেও মহালয়ার আলোচনা জমে ওঠে। কে কোথায় পূজা দেখতে যাবে, কাদের সঙ্গে দেখা হবে, সবকিছু নিয়েই চলতে থাকে হাসি-আড্ডা।

অন্যদিকে মৃৎশিল্পীদের ব্যস্ততা তুঙ্গে। প্যান্ডেলে দেবী দুর্গার মূর্তি গড়ার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। শেষ মুহূর্তের রঙ তুলির টানাটানিতে ব্যস্ত শিল্পীরা। মহালয়ার দিনটিই তাদের কাছে এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে, কারণ এই দিন থেকেই যেন পূজার চূড়ান্ত প্রস্তুতির রেশ শুরু হয়।

সব মিলিয়ে, মহালয়া শুধু একটি ধর্মীয় আচার নয়, এটি বাঙালির অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এক বিশাল সাংস্কৃতিক আবেগ। আগরতলার প্রতিটি কোণ আজ যেন উৎসবের রঙে রঙিন, ভরে আছে আনন্দ, আবেগ আর ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে।

রোহিঙ্গা পাচারের অভিযোগে মহকুমা পুলিশ আধিকারিকদের দ্বারস্থ এলাকাবাসী

কৈলাসহর, ২১ সেপ্টেম্বর: কৈলাসহরের টিলাবাজার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভারত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাটাতারের উপর দিয়ে প্রতিনিয়ত অবৈধভাবে রোহিঙ্গা এনে বহিঃরাজ্যে পাচার করছে দালালরা। এমনই এক গুরুতর অভিযোগ প্রকাশ্যে আনেন টিলাবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই নং ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। অথচ যারা রোহিঙ্গা এনে পাচার করছে তাদের বিরুদ্ধে ইরানি থানায় অভিযোগ করলে পুলিশ কোনো ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলে অভিযোগ। উল্টো পাচারকারীরা গ্রামবাসীদের উপর অকথ্য নির্য্যাতন এবং প্রানঘাতি আক্রমণ করছে বলেও জানান গ্রামবাসীরা। এহেন অবস্থায় গ্রামবাসীরা ইরানি থানার পুলিশের উপর আস্থা হারিয়ে সদ্য যোগ দেওয়া কৈলাসহরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আইপিএস রাগুল এ-এর দারস্থ হয়েছেন। এব্যাপারে গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে শনিবার রাতে কৈলাসহরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আইপিএস রাগুল এ-এর নিকট এক ডেপুটেশন প্রদান করেন।

ডেপুটেশন প্রদান শেষে গ্রামবাসীরা জানান যে, কৈলাসহরের টিলাবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা জায়েদ আলী প্রতিনিয়ত ভারত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাটাতারের উপর দিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গা এনে নিজ বাড়িতে কিছুদিন রেখে বহিঃ রাজ্যে পাচার করছে। বিগত কিছুদিন পূর্বে ইরানি থানার পুলিশ জায়েদ আলীর বাড়ি থেকে রোহিঙ্গাদের আটক করার কয়েকদিন পর ইরানি থানার পুলিশ জায়েদ আলীকেও গ্রেফতার করে আদালতে পাঠালে জায়েদ আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পেয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে জায়েদ আলী সহ তার সঙ্গী সাথীরা সন্দেহবশত গ্রামবাসীদের উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে কয়েকবার প্রানঘাতি আক্রমণ করে।

গ্রামবাসীরা ইরানি থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ করলেও পুলিশ মামলা নিচ্ছে না। উল্টো পুলিশের পরামর্শে জায়েদ আলী গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে থানায় মিথ্যা অভিযোগ জমা দেয়। দুই পক্ষ অভিযোগ করায় কারোর বিরুদ্ধেই মামলা নিচ্ছে না বলে জানায় পুলিশ।গ্রামবাসীরা দফায় দফায় ইরানি থানার পুলিশের দারস্থ হলেও পুলিশ গ্রামবাসীদের পাত্তাই দিচ্ছে না বলেও জানান গ্রামবাসীরা। অন্যদিকে প্রতিনিয়ত গ্রামবাসীদের হুমকি দিয়েই যাচ্ছে জায়েদ আলী। গ্রামবাসীরা নিরুপায় হয়ে কৈলাসহরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আইপিএস রাগুল এ-এর নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়ে ন্যায় বিচারের দাবী করেছেন।

সাম্প্রতিক কালে কৈলাসহরে ঘন ঘন রোহিঙ্গা আটক হয়েছিলো। কৈলাসহর যেন রোহিঙ্গাদের করিডোর হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, বিগত এক সপ্তাহ পূর্বে কৈলাসহরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক হিসেবে কাজে যোগ দিয়েছেন আইপিএস রাগুল এ। উনি কাজে যোগ দেওয়ার খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা ২০ সেপ্টেম্বর শনিবার রাতে মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নিকট মিলিত হয়ে জায়েদ আলীর রোহিঙ্গা পাচারের খবর এবং ইরানি থানার পুলিশের ব্যাপারে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেন। ডেপুটেশন শেষে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আইপিএস রাগুল এ জানান যে, রোহিঙ্গার ব্যাপারে উনি কিছুই জানেন না। উনি নতুন এসেছেন। উনি এব্যাপারে খোঁজ খবর নেবেন এবং গ্রামবাসীদের ন্যায়বিচার পাইয়ে দেবার আশ্বাস দেন। তাছাড়া জায়েদ আলীর বিরুদ্ধে প্রমান পাওয়া গেলে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও জানান মহকুমা পুলিশ আধিকারিক।

জুবিন তোমাকে শেষ বিদায়...

রাঙ্গাউটি বাজারে অগ্নিকাণ্ড: ব্যবসায়ীর দোকান ভস্মীভূত, বিদ্যুৎ কর্মী আহত

কৈলাশহর, ২১ সেপ্টেম্বর : শনিবার রাতের অন্ধকারে রাঙ্গাউটি বাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী সাইদুল ইসলামের মোদির দোকান মুহূর্তের মধ্যে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। জানা যায়, প্রতিদিনের মতো শনিবার রাত প্রায় ১০টার দিকে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন সাইদুল ইসলাম। কিন্তু রাত সাড়ে ১১টার দিকে খবর আসে, তার দোকানে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে।

ঘটনাস্থলে পৌঁছালে সাইদুল ইসলাম দেখেন দোকানের ভেতরের সমস্ত মালামাল আগুনে পুড়ে গেছে। খবর পেয়ে ফায়ার ব্রিগেডের একটি বড় ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা চেষ্টা করে।

এদিকে, এই ঘটনায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। সামাজিক মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, "উনকোটি জেলার গৌরনগর সাব-স্টেশনে ঘটে যাওয়া আকস্মিক দুর্ঘটনার খবরে আমি ব্যথিত।

ডিউটিরত দুই বিদ্যুৎ কর্মী আহত হয়েছেনএই কষ্ট আমাদের সবার কষ্ট। খবর পেয়েই আমি চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছি। একজনকে স্থানীয় হাসপাতাল থেকে শিলচরে পাঠানো হয়েছে, আরেকজনকে আগরতলার জিবি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সরকার জরুরি সহায়তাও প্রদান করেছে। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনায় আমি সর্বদা তাঁদের পাশে আছি।"

মন্ত্রী আরও জানান, "ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বিদ্যুৎ পুনঃস্থাপনার কাজ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে। এই সময়ে আমরা সবাই মিলে আহত সহকর্মীদের দ্রুত আরোগ্যের প্রার্থনা করি।"

স্থানীয়রা জানান, এই অগ্নিকাণ্ডে শুধু দোকানে থাকা জিনিসপত্র নয়, বরং ব্যবসায়ীর দীর্ঘদিনের সঞ্চয়ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

গোমতী জেলা হাসপাতালে নতুন অডিওলজি এবং স্পিচ থেরাপি পরিষেবা চালু

উদয়পুর, ২১ সেপ্টেম্বর: গোমতী জেলা হাসপাতাল গতকাল আনুষ্ঠানিকভাবে সকল বয়সের রোগীদের জন্য নতুন অডিওলজি এবং স্পিচ থেরাপির ওপিডি পরিষেবা চালু করেছে। শনিবার থেকে এই পরিষেবা শুরু হয়েছে এবং প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এটি উপলব্ধ থাকবে।

গোমতী জেলা হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডঃ কাজল কুমার দাস জানিয়েছেন, নতুন এই পরিষেবাটির লক্ষ্য শ্রবণ, কথা বলা এবং যোগাযোগ সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছেন এমন রোগীদের প্রয়োজনীয় যত্ন প্রদান করা। বিশেষ করে নবজাতকদের ক্ষেত্রে দ্রুত রোগ নির্ণয় এবং সময় মতো চিকিৎসার জন্য এই উদ্যোগটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

হাসপাতালের অডিওলজিস্ট এবং স্পিচ থেরাপিস্ট বিশাল চক্রবর্তী জানান, প্রথম দিনেই মোট ১৫ জন রোগীকে পরীক্ষা করা হয়েছে। তিনি বলেন, "আজ যাদের দেখা হয়েছে, তাদের মধ্যে আটজন ছিল নবজাতক।" তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন যে, যদিও প্রাথমিকভাবে নবজাতকদের শ্রবণ পরীক্ষা বা 'হিয়ারিং স্ক্রিনিং'-এর ওপর মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বৃহত্তর চাহিদা পূরণের জন্য সমস্ত বয়সের মানুষের জন্য এই পরিষেবাটি সম্প্রসারিত করেছে।

নতুন এই ওপিডিতে নবজাতকের শ্রবণ পরীক্ষা, পিওর টোন অডিওমেট্রি এবং কথা, স্বর ও ভাষা সংক্রান্ত সমস্যার জন্য ভয়েস থেরাপির মতো একাধিক পরিষেবা রয়েছে। এই পরিষেবাগুলি শ্রবণশক্তি হ্রাসের প্রাথমিক শনাক্তকরণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি সময় মতো ধরা না পড়লে একটি শিশুর বিকাশে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। যেসব শিশুদের কথা বলতে দেরি হয়, ভাষার ব্যবহারে সমস্যা আছে, বা উচ্চারণগত ত্রুটি রয়েছে, পাশাপাশি যারা তোতলামি বা অন্যান্য স্বর সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছেন, তাদের এই পরিষেবাগুলি গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। স্ট্রোক বা স্নায়ুজনিত সমস্যার কারণে যাদের ভয়েস থেরাপির প্রয়োজন, তারাও প্রতি সপ্তাহে নির্ধারিত কার্যদিবসে এই পরিষেবা নিতে পারবেন।নতুন অডিওলজি এবং স্পিচ থেরাপি ওপিডি-কে হাসপাতালের বিদ্যমান ইএনটি পরিষেবার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে, যা মঙ্গলবার এবং শনিবারও পাওয়া যায়। এটি রোগীদের সমন্বিত যত্ন নিশ্চিত করবে।নতুন ওপিডি ছাড়াও, বুধবার এবং বৃহস্পতিবার ডিস্ট্রিক্ট আর্লি ইন্টারভেনশন সেন্টার থেকেও অডিওলজি পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। ম্যানেজার রূপান্বিতা সাহা নবজাতকদের শ্রবণ পরীক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন যে, এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা নবজাতকদের মধ্যে যাদের আরও চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে, তাদের শনাক্ত করতে সাহায্য করে। গোমতী জেলা হাসপাতালের এই নতুন উদ্যোগটি যোগাযোগ সংক্রান্ত সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের জন্য সুলভ এবং পেশাদার যত্ন নিশ্চিত করে জীবনযাত্রার মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই পরিষেবা পাওয়ার ফলে জনগণ এবং রোগীরা উপকৃত হবেন বলে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করে।

আগরতলায় সৎ ভাবনা সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে ১১তম রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর: সৎ ভাবনা সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে রবিবার আগরতলা আইএমএ হাউসে অনুষ্ঠিত হলো ১১তম রক্তদান শিবির। এই রক্তদান শিবিরে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পৌর নিগমের মাননীয় মেয়র দীপক মজুমদারসহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

শিবিরের উদ্বোধন করেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। তিনি জানান, সমাজের প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, সদভাবনা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এই রক্তদান শিবির অন্য ক্লাব ও সামাজিক সংগঠনগুলির জন্যও অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। সাংসদ আরও বলেন, রক্তদান মহৎ কাজ, এবং সমাজের জন্য এর থেকে বড় দায়িত্বশীল পদক্ষেপ আর কিছু হতে পারে না।

অন্যদিকে, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারও রক্তদান শিবিরের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, নিয়মিতভাবে রক্তদান শিবির আয়োজন করা হলে বহু জীবন রক্ষা করা সম্ভব। একইসঙ্গে তিনি সদভাবনা সামাজিক সংস্থার সদস্যদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আজকের শিবিরে মোট ৪৩ জন স্বেচ্ছাসেবক রক্তদান করেছেন। তাদের মধ্যে ছিলেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষযুবক-যুবতী থেকে শুরু করে মধ্যবয়স্ক নাগরিকরাও। উপস্থিত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা রক্তদাতাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে রক্ত সংগ্রহ করেন।

উল্লেখযোগ্য যে, সদভাবনা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন সামাজিক

বাম রাম জোট কোন আমলেই নারীরা সুরক্ষিত নয়: আমরা বাঙালী দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর: বাম রাম জোট কোন আমলেই নারীরা সুরক্ষিত নয়, এমনটাই অভিযোগ তুললো আমরা বাঙালি দল। বাম আমলে নারী শিশু ও সাধারণ মানুষ কেউ সুরক্ষিত ছিল না। দীর্ঘ বাম শাসনে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ধারণা ছিল যেহেতু এই সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। কারণ কংগ্রেসের মাথায় ভর দিয়েই তারা বার বার ক্ষমতায় আসে। তাহলে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে নিজের শত্রুতায় পরিণত করে লাভ নেই। তাই ২০১৮ সালে হিন্দুত্ববাদী সরকারের মনমোহিনী প্রতিশ্রুতি পেয়ে নতুনত্বের স্বাদ পেতে বিজিপি সরকারকে ক্ষমতায় বসায়। কিন্তু দেখা গেছে গেরুয়া সরকার ক্ষমতায় আসার কিছুদিন পর রতন নাথের এলাকায় এক তরতাজা যুবতীকে গণধর্ষণ করে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরে জানান দেয় দুর্বৃত্তরা নারীরা আমাদের ভোগের অংশীদার। কিন্তু এরপর থেকে এই গেরুয়া আমলে বহু নারী ধর্ষনের শিকার হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি ঘটনার ও বিচার পাননি নিরাপরাধ মানুষ।একেই চিত্র আমরা বাম আমলে দেখেছি কত অসহায় মা বোন ধর্ষণের শিকার হয়েছে কিন্তু একজন অপরাধীও ধরা পড়েনি।

সেই জোট আমলেও কলেজ টিলার লেইকের মধ্যে গণধর্ষণ করে ফেলে দিয়ে যায়। সেই সময়ে ও অপরাধীর সাজা হয়নি। শুধু তাই নয় মাণিক সরকারের কোয়ার্টারের সেফটি ট্যাংকে এক নারির কংকাল পাওয়া যায়। এমনকি ইনিনিয়ারিং কলেজের এক ছাত্রীকে গণধর্ষণ করে মেরে ফেলা হয় ।আজ তাদের দলের নেতারাই লোক দেখানো নারী হত্যার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারের দাবিতে আন্দোলন করে চলেছেন। আজকে আমরা আধুনিক যুগে বাস করলেও বর্তমানে পরিবারের মধ্যেও নারীরা সুরক্ষিত নয়। প্রায়ই স্বামীর হাতে স্ত্রী নির্য্যাতনের শিকার হয়ে চলেছে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীরা সন্তান সন্ততি ফেলে পর পুরুষের হাত ধরে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। এমনকি বাবার হাতেও নিজের মেয়ে সুরক্ষিত নয় এই ভোগবাদী সমাজে।

আমরা বাঙালী দল এক বিবৃতিতে জানায়, এর প্রধান কারণ হলো মেয়েদের জন্য আইনের বিভিন্ন ধারা লাঘু হলেও প্রায়ই দুর্বৃত্তরা কোন না কোন শাসক দলের বখাটে সন্তান সন্ততি হবার ফলে কেইস গুলো উৎকোচ দিয়ে দুর্বল করে দেয়। তাই এর ফলে নারী ধর্ষণকারী ও নির্য্যাতিতারা পার পেয়ে যাচ্ছে। তাই দেখা যায় দেবনাগরী উদয়পুরের মির্জা এলাকায় যে ঘটনা মায়ের মন্দির নগরী যখন নূতন রূপে সজ্জিত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে উদ্বোধনের প্রাক মূহুর্তে অঞ্জলী দাসের হত্যাকাণ্ড শাসকদলের বখাটে ছেলেদের হাতে যে ভাবে হয়েছে তা কোনো মতেই মেনে নেয়া যায় না। ঘটনার আগের দিন যখন স্বামী স্ত্রীর উপর শাসকদলের বর্তমান ভাইপোর নেতৃত্বে আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে এবং আইনের সাহায্য চেয়েও প্রশাসনের কোনো সহযোগিতা পায়নি। অথচ আইন রক্ষাকারীরা যদি তখনই তদন্ত করতো তাহলে এমন ঘটনা ঘটতো না। শুধু থানার ওসিকে সাময়িক বরখাস্ত করে আইনের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলে চলবে না।এই ক্ষেত্রে ও যদি শাসকদলের ভাইপো ও তাদের আত্মীয় স্বজন হওয়াতে অপরাধীরা যদি বার বার ছাড় পেয়ে যায়। তাহলে ভবিষ্যতে এই ধরণের ন্যাক্কারজনক ঘটনা এই রাজ্যে আরো বাড়বে। তাছাড়া বর্তমান সময়ে মোবাইলে যে সকল অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল হয় এগুলো সরকার কঠোর ভাবে বন্ধ করা দরকার।রাজনীতি করে তো যে নিষ্ঠুর ভাবে অকালে চলে গেছে তাকে তো আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। ভবিষ্যতে রাজ্যে যাহাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে তাই অপরাধীদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দিতে হবে।

মহালয়ার পূণ্যতিথিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের উদ্যোগে আমবাসা শহরে এক মহতী ও বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ২১ সেপ্টেম্বর: মহালয়ার পূণ্যতিথি শুধু পিতৃতর্পণের আচারেই সীমাবদ্ধ থাকল না, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) শতবর্ষ উদযাপনে তা পেল এক বিশেষ তাৎপর্য। রবিবার দুপুরে আমবাসা শহরে আয়োজিত হয় এক মহতী ও বর্ণাঢ্য র‍্যালি। আমবাসা মোটর স্ট্যান্ড থেকে রওনা দিয়ে র‍্যালিটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে, আর পুনরায় মোটর স্ট্যান্ডেই এসে সমাপ্ত হয়। বর্ণাঢ্য সজ্জা, শৃঙ্খলাবদ্ধ পদযাত্রা ও দেশাত্মবোধক সুরে মুখরিত এই র‍্যালিতে অংশ নেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত স্বয়ংসেবকরা। শহরের পথজুড়ে রঙিন আবহ সৃষ্টি হয়। সংঘের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শতবর্ষ উদযাপনের উদ্দেশ্য কেবল ঐতিহ্য স্মরণ নয়, বরং সমাজে নীতি, আদর্শ ও সংগঠনের গুরুত্বকে জনমানসে পৌঁছে দেওয়া। র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রান্ত বদ্ধিক প্রমুখ শ্রী অশোক বিশ্বাস, ধলাই জেলা সরসংঘ চালক শ্রী বিরলাল ত্রিপুরা এবং ধলাই জেলা কার্যবাহ শ্রী ইন্দ্রজিৎ ত্রিপুরা প্রমুখ নেতৃত্ব। তাঁদের বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়আরএসএস সমাজে ভ্রাতৃত্ব, শৃঙ্খলা ও দেশসেবার আদর্শকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য কাজ করে চলেছে। স্থানীয় বাসিন্দারাও রাস্তায় দাঁড়িয়ে র‍্যালি উপভোগ করেন। তাঁদের মতে, এই ধরনের উদ্যোগ সমাজে ঐক্য ও ইতিবাচক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সহায়ক। মহালয়ার এই বিশেষ দিনে আরএসএস-এর শতবর্ষ র‍্যালি আমবাসা শহরকে শুধু উৎসবমুখরই করেনি, বরং মানুষের মনে নীতি ও আদর্শের অনন্য বার্তা পৌঁছে দিয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas